শ্রীকৃষ্ণ ও ভারত ইতিহাস

(খৃঃ পূঃ ৩২৩০—খৃঃ ৬৪৬)

শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী

পুষ্পক প্রকাশন
১৭ ঠাকুরপল্লী রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১

SHRIKRISHNA O BHARAT ITIHAAS
(A RESEARCH WORK)
By Shri Vivekananda Choudhury

প্রথম প্রকাশ
৩রা মার্চ, ১৯৮৮

প্রকাশিকা
মায়া চৌধুরী (দেববর্মন)
পুষ্পক প্রকাশন
১৭, ঠাকুরপল্লী রোড
আগরতলা-৭৯৯০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সংস্কৃত বুক ডিপো (প্রা) লিঃ
২৮/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬
সত্যনারায়ণ বুক ডিপো
হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১

প্রচ্ছদ
সমীর চক্রবর্তী

মুদ্রক
শুভাশিস মজুমদার
চয়নিকা
৪৭, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
ক'লকাতা-৭০০০০৯

মূল্য ৩৬, (ছত্রিশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীরামঠাকুর (শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথ)

আমার সকল বিদ্যা ও বুদ্ধির উদ্বোধক গুরুদেব
শ্রীশ্রীরামঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পিত হল এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

শরণাগত বিবেকানন্দ চৌধুরী
দোল পূর্ণিমা
৩ মার্চ, ১৯৮৮

ভূমিকা

শ্রীকৃষ্ণ ভারত ইতিহাসে অনন্য আবির্ভাব, অনবদ্য পূতচরিত্র, পূর্ণতম ব্যক্তিত্ব—প্রাণপুরুষ। ভারতের বাইরেও তিনি পূজিত হতেন। যীশুখৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর আগেও ইউরোপে শ্রীকৃষ্ণের (Khrist নামে) অনেক মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল—এ কথা জানা যায় যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় চার শত বৎসর আগেই গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের (আলেক্সাণ্ডারের সমকালীন) লেখা থেকে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃত্যেরত ও মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের অবদানও বিশাল। জন্মতিথি থেকে, গোষ্ঠলীলা বা গোচারণলীলা, রাসলীলা, দোললীলা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের জীবনের তথা নরলীলার এমনিতর বহু ঘটনার স্মরণে সারা ভারতে বহু উৎসব হিন্দুদের ধর্ম্মাচরণে পরিণত হয়ে এক শাশ্বতী সঞ্জীবনী রূপ পেয়েছে।

মহাভারতের কালে ভারতের জাতীয় সংহতির মহত্তম প্রয়াস দেখা যায় রাজসূয় যজ্ঞে। এই যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেন্দ্রমণি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পেয়েছিলেন এই যজ্ঞের অর্ঘ্য। এই অর্ঘ্য প্রদান প্রসঙ্গে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ বলেছেন—

(i) শ্রীকৃষ্ণ শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(ii) শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ব্যক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্র—

নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

এই প্রণাম মন্ত্রে যে ইঙ্গিত রয়েছে তাতে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, যাকে প্রণাম করলে গো-ব্রাহ্মণ তথা জগতের হিত সাধন হয়। গীতা কবচে বলা হয়েছে—শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি কেন্দ্রীয় সত্তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রতিটি পরমাণুতে। প্রতিটি প্রাণীর কেন্দ্রীয় সত্তাকে আমরা বলি জীবাত্মা। রাষ্ট্র ও সমাজে নায়কও এরূপ। তেমনি সমগ্র বিশ্বের এই কেন্দ্রীয় সত্তাকে বলা হয় পরমাত্মা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই পরামাত্মা সেহেতু শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বের কেন্দ্রীয় মূলতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি ওঁকার বা নাদধ্বনির বিশেষ আনন্দদায়ক এক মধুর প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র তিন বৎসর বয়সে বাঁশি বাজিয়ে নাচতে নাচতে গো-বৎস চারণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মনোহর লীলারূপ ধ্যান করতে সেকালের

ভারতীয় ভক্তগণ খুব ভালবাসতেন। প্যারিসের যাদুঘরে সংরক্ষিত একটি Mosaic—Floor panel-এ বংশীবাদনরত একটি বালকের রঙ্গিন চিত্রপট দেখা যায়। একটি জলপাই গাছের নীচে গাঢ় গোলাপী রঙের এই বালকটির সামনে রয়েছে তিনটি গো-বৎস। এই ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত পত্রিকা "The Illustrated London News" এর June 13, 1931 সংখ্যায় এই শিরোনামায়—

An ancient mosaic from Corinth appropriate 'to euripide' description of Paris* as a herdsman on Mount Ida "Whose pipe's wild melody floated afar over Ida and round still steadings of kine": Part of a beautiful floor mosaic discovered in the hall of a Roman villa.

These mosaic-floor panels are from the same Roman villa as those illustrated on the two preceding pages. Professor Shear regards them as Greek works copied from Greek paintings. Of No. 1 he writes: "It may be that this is a picture of Paris portrayed as a herdsman on the slopes of Mount Ida. The picture might serve appropriately as an illustration for Euripides' description, in the 'Helen', of Paris, 'whose pipe's wild melody floated afar over Ida and round still steadings of kine'. In the well-known vase of Ionic style in Munich, with the scene of the Judgement of Paris, Paris is represented as a herdsman with three cattle··· Several striking characteristics of this picture associate it with Pausias or his famons school of painting in Sicyon in the fourth century B. C. We are told that the paintings remained in Sicyon until 56 B. C. Copies may have existed in the neighbouring city of Corinth."

The picture at Corinth differs noticebly from all other representations, in which Europa is either wholly or partly nude".

A COLOURED PLATE, BY NORA JENKINS SHEAR, IN "CORINTH"; BY THEODORE LESLIE SHERA.
REPRODUCED BY COURTESY OF THE AUTHOR.

মহারাজকুমার শ্রীসহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মন মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া গেছে এই ছবিটি যার প্রতিলিপি এ বইটিতে দেওয়া হল।

এই ছবি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণের এই বালগোপাল মূর্তিটি ইউরোপের সুদূর প্রান্তে রোমের গ্রাম্য মন্দিরেও পূজিত হতো যীশুখৃষ্টের জন্মের 400 বৎসর আগেও। এই প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট (২) দ্রষ্টব্য।

তন্ত্র শাস্ত্র অনুসারে গাভীর রক্ত থেকে দুধ তৈরী হয়। রক্ত গাভীর সর্বাঙ্গে আছে। তাই বলে গাভীর যে কোন অঙ্গে হাত দিলে দুধ পাওয়া যায় না। একমাত্র স্তন হতে উহা ক্ষরিত হয়। সেরূপ শ্রীভগবানের উপস্থিতি সর্বত্র সকল সময়ে থাকলেও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি প্রতিমাতেই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে হয়ে থাকে। সুতরাং মূর্তি কেবল দেবতার প্রতিনিধি নয় ঐ মূর্তিই দেবতা। পূজার অঙ্গগুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হলে বিগ্রহে দেবতা মূর্তিমতী হয়ে ভক্তের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে, এতে সংশয় নেই। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র অষ্টপ্রকার বিগ্রহের কথা বলেছেন।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টাবিধা স্মৃতা ॥ (১১॥২৭॥১২)

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, সুবর্ণাদিময়ী (লৌহী), মৃৎচন্দনাদিময়ী (লেপ্যা), চিত্রপটময়ী (লেখ্যা), বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই আট প্রকারের প্রতিমা হতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মনোময়ী প্রতিমাকে একপ্রকার প্রতিমা বলা হয়েছে। চক্ষু নিমীলন করে মানসে তাঁর মূর্তি ভাবনা করে যদি অর্চনা করি, তাহা হলেও প্রতিমা পূজা করা হয়। যারা প্রতিমা পূজার বিরোধী, কথাটি তাদের ভাববার মত। মূর্তি ছাড়া মন ভরতে পারে না— এই তথ্য বর্তমানে মনোবিজ্ঞান সম্মত।

মানস প্রতিমা পূজার শব্দময় উপাচারেরই একটি হলো ব্রহ্ম-গায়ত্রী। ব্রহ্ম মানে বৃহত্তম, গায়ত্রী মানে যে গান করলে জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় এবং শাশ্বত আনন্দ উপলব্ধ হয়।

ব্রহ্ম গায়ত্রী—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

এই মন্ত্রে সবাই মিলে বিশ্বস্রষ্টা দেবতার বরেণীয় সেই শক্তির ধ্যানের কথা বলা হয়েছে, যে শক্তি হলো আমাদের সকলের শুভ চেতনা ও বুদ্ধির উৎস এই মন্ত্রটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাগে নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হতো। এই সূত্রেই বলা হতো ন চ বিদ্যা সংগীতাৎ পরা—সংগীতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নেই। এই ব্রহ্ম গায়ত্রীর "নঃ", "ধীমহি", ইত্যাদি শব্দগুলো বহুবচন দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গী বালক বালিকাদের নিয়ে নাচ, গান ও বাঁশির সুরে এই ব্রহ্ম গায়ত্রী রূপায়িত করতেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের কয়েক মাস পর থেকেই বর্ত্তমান যুগাব্দ (কলিযুগ) হিসেব করা হয় ভারতীয় ঐতিহ্যে। এই কাল নির্ণয়ে মহাভরত ও পুরাণের বিভিন্ন তথ্য, বিশেষতঃ জ্যোতির্গাণিতিক তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহসংস্থানের তথ্য (Astronomical data) এবং শ্রীহর্ষের রাজত্বকাল অবধি বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালের হিসাব অবলম্বন করা হয়েছে। Mr. V. A. Smith প্রমুখ পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ বিভিন্ন পুরাণে উল্লিখিত কলিযুগের রাজাদের মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রপত্র ইত্যাদির প্রমাণ পেয়ে এঁদের অস্তিত্বের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু পুরাণ তথা ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে কলিযুগারম্ভের কালের হিসাব, পরীক্ষিতের রাজত্বকাল থেকে হর্ষবর্ধন অবধি বিভিন্ন রাজত্বকাল বিজ্ঞানসম্মতভাবে মিলিয়ে না দেখে নানা পন্ডিত নানা ধরণের অনুমান যা করেছেন, তা এ বইটিতে সংক্ষেপে আলোচিত হল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভকালীন গ্রহাবস্থান মহাভারতে যেমন উল্লেখ আছে, তা ঠিকই ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই পাওয়া গেল ৩১৪০ খৃঃ পূঃ ৯ই নবেম্বর, শুক্রবার (প্রাচীন রোমক তথা জুলীয় পঞ্জী)। এই সব জ্যোতির্গাণিতিক তথ্য যথাযথভাবে কোন পন্ডিত যথার্থ যাচাই-এর পরিশ্রম করেন নি। Mr. B. V. Raman মহাশয়ের Notable Horoscopes গ্রন্থে এ কাজের প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয় পুরাণ, মহাভারত ও গুরুপরম্পরা প্রচলিত তথ্যগুলোতে দৃঢ়নিষ্ঠ না হওয়ায় এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রথম অব্দকে o (শূন্য+)অব্দ না ধ'রে ১ অব্দ ধরায় হিসেবের গোলমালে পড়েছেন তিনি। যেমন শঙ্করাচার্যের জন্মকাল 'ঈশ্বর' নামক বার্হস্পত্য বৎসরে ২৫৯৩ কলিগতাব্দে (অর্থাৎ ২৫৯৪ তম কলিতে) রবিবার, বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যে তথ্য শঙ্করবিজয় গ্রন্থে এবং দ্বারকা, পুরী, শৃঙ্গেরী ইত্যাদি মঠে আজও সুরক্ষিত আছে তা তিনি খৃঃ পূঃ ৫০৯ সালে খুঁজতে গিয়ে দেখেন ৩ এপ্রিল সোমবার ঐ তিথি পাওয়া যায়। কিন্তু এরপরের বৎসরই উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির ঈশ্বর বৎসর (যখন বৃহস্পতি ধনু রাশিতে থাকে) ২২শে এপ্রিল রবিবার দিবার্দ্ধে (মধ্যাহ্নে, অভিজিত মুহূর্ত্তে) পুনর্ব্বসুনক্ষত্র যুক্ত শুক্লা পঞ্চমী তিথি ঠিকই পাওয়া যায়। এধরণের ভুল তিনি বুদ্ধের জন্ম তারিখ নির্ণয়েও করেছেন—খৃঃ পূঃ ১৮৮৬-এর স্থলে ১৮৮৭ (খৃঃ পূঃ) ধ'রে, যা এ বইতে আলোচিত হল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে চাঁদের উদয়ের আভাস দেখা গিয়েছিল, চাঁদের উদয় তখনও হয়নি। এটাকে তাঁর জন্ম অষ্টমীর শেষ প্রান্তে হবার যে সুস্পষ্ট উল্লেখ হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে তার সত্যতা যাচাই তিনি না ক'রেই ধরে নিলেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৩২২৮ এর ১৯ শে জুলাই (শনিবার) মধ্যরাত্রে যখন চাঁদ পূর্ব আকাশে প্রায় দুই ডিগ্রি উপরে উদিত

ছিল, (তাঁর হিসেব অনুসারেও)।* প্রকৃত পক্ষে এর দুই বৎসর আগে খৃঃ পূঃ ৩২৩০ সালের ১৩ই জুলাই (১১ ভাদ্র) বৃহস্পতিবার মথুরায় মধ্য রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের শ্রাবনী কৃষ্ণাষ্টমীর ঐ শেষপ্রান্ত পাওয়া যায় এবং এর একটু পরেই নবমী তিথিতে যাশোদাকন্যা 'যোগমায়া'র জন্মক্ষণ পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ '৯০ বৎসরের যুবক' ছিলেন ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে এ-কথা আজও বলা হয়, যেমন বলা হয় শ্রীরাধার জন্ম বিশাখা নক্ষত্রে রবিবার দিবার্দ্ধে সৌর ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমীতে ভবিষ্যপুরাণের তথ্য ও পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখেই। ভারতীয় ঐতিহ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের আরম্ভের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ, মানুষের উচ্চতা, আয়ু ইত্যাদি রয়েছে—যা এই লেখকের 'জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ' বইটিতে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত **The Vishnu Purana** গ্রন্থে **H. H. Wilson** সাহেবের তথ্য— **"The Kali age commenced from the death of Krishna according to the usual notions; but it is supposed to commence a little later, or with the reign of Parikshit"** যথার্থ (প্রচলিত কলিযুগারম্ভ খৃঃ পূঃ ৩১০২ ১৮ই ফেব্রুয়ারী)। এ গ্রন্থে এর সত্যতা প্রমাণিত হল।

ভারতীয় সকল পুরাণে এবং রামায়ণে ও মহাভারতে, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালের তথ্য দেওয়া আছে। শ্রীরাধার জন্মতিথি রয়েছে ভবিষ্যপুরাণে। ভৃগু সংহিতায় রয়েছে নিম্বার্কের জন্মতিথি, নক্ষত্র ইত্যাদি। ভৃগু সংহিতায় এমন কি এই বিংশ শতাব্দীর বহু লোকের জন্মকালীন গ্রহ সংযোগ পাওয়া যায়। ভৃগু সংহিতার একটি খণ্ড বুলার সাহেব কাশী থেকে সংগ্রহ করে লণ্ডনে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরই একটি প্রতিচ্ছবি এই বইয়ে সংযোজিত হলো। এই ছবিটি শ্রীশতদল করগুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে পেয়ে নরেন্দ্রনাথ বাগল মহাশয় তাঁর বিখ্যাত একটি জ্যোতিষ গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল মধ্যরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রে (ও মুহূর্তে) অভিজিৎ (ভয়জয়ী) মুহূর্তে। সেকালে দিবার্দ্ধ ও নিশার্দ্ধ উভয় মুহূর্তকেই অভিজিৎ বলা হ'ত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর

---

2. **Mr B. V. Raman** তার **NOTABLE HOROSCOPES** বইটিতে হরিবংশের এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন :—

Astamyam Sravanamase Krishnapakshe mahatithou
Rohinymardharatre cha sudhamso udayanamukhe

মহাভারতের অনুবাদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আরম্ভতিথি এবং সাল (খৃঃ পূঃ ৩১০১) এবং প্রকৃত কলিযুগারম্ভের তিথি (মাঘী পূর্ণিমা ৩১০১, শুক্রবার ছিল না); যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জুনের জন্মতারিখ ও জন্ম-কালীন গ্রহসন্নিবেশের যে হিসেব করেছেন তা গণনা করে দেখা গেল অত্যন্ত ভুলে ভরা। উল্লেখ্য তিনি মহাভারতে যে অনেক শ্লোকে বহু প্রমাদ রয়েছে তা গাণিতিক হিসেব করে যাচাই করেন নি। এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই লেখকের ইংরেজী বই **SRI KRISHNA : NOT A FICTION [With some basic eliments of Indian History from Yudhisthira's birth (3231 BC) to Sri Harsha's death (646 AD) based on Indian tradition and astronomical evidences]**। মহা-মহোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রত্যেক জন্মতারিখের কোনটিতেই গ্রহ-সন্নিবেশ যা দেওয়া হয়েছে, তা যথার্থ নয়, বিশেষতঃ রাহু-কেতু, বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের অবস্থান ভুল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারায়ণ দত্ত শ্রীমালী 'কুণ্ডলী-দর্পণে' বিক্রমাদিত্যের রাশি চক্রের যে গ্রহসংস্থান দিয়েছেন তার কয়েকটি (বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র, রাহু) যথাযথ পাওয়া গেল।

ভারতীয়গণ শুধু মাত্র রাজাদের ইতিহাসই রাখতেন না, জন্মকালীন গ্রহ-সন্নিবেশ সহ পূর্ব্বপুরুষদের নাম বজায় রাখার ব্যবস্থা প্রতি পরিবারেই ছিল। মনে হয় বৃটিশ-রাজত্বকালেই এ ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রাজস্থানে এখনও কোন কোন পরিবারে বিয়ে ও শ্রাদ্ধে ঊর্ধ্বতন ৪২ (বিয়াল্লিশ) পুরুষের নাম উল্লেখ করা হয়। মহাভারতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও কর্ণ গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করেছেন এবং সেই অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে।

সেকালে হস্তরেখা, পদতলের রেখা, চিহ্ন, দেহের গঠন কপালের রেখা ইত্যাদি দেখে লোকচরিত্র ও জীবনধারা বোঝার চেষ্টা করা হত। শ্রীকৃষ্ণের পদতল-চিহ্নের সাম্ভাব্য রেখাচিত্র এ বইয়ে দেওয়া হল।

প্রত্যহ ইতিহাস-পাঠ ভারতীয় রাজাদের ধর্মীয় নিয়ম ছিল। তাই কৌটি-ল্যের অর্থশাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রয়েছে—"ইতিহাসই পঞ্চম বেদ। রাজা প্রত্যেক দিন বৈকালে পাঠ করবে ইতিহাস, যার ছয়টি অঙ্গ হল, (১) পুরাণ, (২) ইতিবৃত্ত (মহাভারত ইত্যাদি), (৩) আখ্যায়িকা, (৪) উদাহরণ (উদাহরণাত্মক কাহিনী), (৫) ধর্ম শাস্ত্র এবং (৬) অর্থশাস্ত্র।"

এই জন্যই মেগাস্থেনিসের পক্ষে Father Bachchu থেকে Seleukus অবধি কালে ভারতে সূর্যবংশীয় ৫৩ জন রাজা (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল পর্যন্ত, কলিযুগের পূর্ববর্তী) সহ মোট যে ১৫৪ জন রাজা ছিলেন, তা জানা সম্ভব হয়ে ছিল এবং এ তথ্যের যাথার্থ্য এই বইতে প্রমাণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে সম্রাট শ্রেষ্ঠ সমুদ্রগুপ্তই ছিলেন Seleukus এর সমকালীন সেই রাজা

যাঁকে গ্রীকরা **Sandrocottus** বলতেন, যাঁর উপাধি ছিল অশোকাদিত্য। এঁর 'অশোক শিলালিপি'র উল্লেখ Vincent A. Smith করেছেন—

The **Ashoka pillar** on which **Samudragupta** recorded the history of his reign is supposed to have been erected originally at the celebrated city of Kausambi, which stood on the high road between Ujjain and Northern India and was no doubt honoured at times by the residence of the monarch.

—The Early History of India, (Third Edition P 293) by V. A. Smith.

এই 'অশোক-স্তম্ভ'টি সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের তৈরী, মৌর্য সম্রাট অশোকের (অশোক-বর্ধন) তৈরী নয়। বহু অশোক-শিলালিপিই সমুদ্রগুপ্তের (অশোকাদিত্যের) নির্দেশেই খোদিত হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ তা মৌর্য সম্রাট 'আশোকে'র নামে চালিয়ে দিয়েছেন!

বহু জ্যোতির্গাণিতিক তথ্য, যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের তিথি (কার্ত্তিক শুক্লা নবমী বা অক্ষয়া নবমী, জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি তথা ত্রেতাযুগাদ্যার পুণ্য তিথি) যা কাশীরাম দাসের মহাভারতেই (প্রায় চারশত বৎসর আগে লেখা) শুধু পাওয়া গেল, এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের তারিখ ও সময় যা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেই যথার্থভাবে লেখা রয়েছে, একেবারে হারিয়ে যাওয়ার আগে ভগবানের কৃপায় উদ্ধার করা সম্ভব হল এবং এ বইয়ে উল্লিখিত হল জ্যোতির্গণনার ভিত্তিতে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় সেকালে ভারতের রাজারা রাজ্যের প্রতিটি লোকের জন্ম ও মৃত্যুর লিখিত বিবরণ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতেন। ভারতীয়গণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের দরুণ জন্মকালীন ও মৃত্যুকালীন গ্রহসংযোগ ও তিথির তথ্য রাখতেন এবং ফলিত জ্যোতিষের দৃষ্টিতে শুভাশুভ ফল বিচারের প্রয়াস নিতেন।

মহাভারতের লেখক ব্যাসদেব এতই সত্যবাদী ছিলেন যে তিনি যে একজন কানীন পুত্র ছিলেন সে তথ্য অকপটে লিখেছেন। তিনি প্রতিটি বিশেষ ঘটনার মাস, তিথি, গ্রহ সংযোগ ইত্যাদির তথ্য দিয়েছেন; তাই ঘটনাগুলোর তারিখ নির্ণয় সহজতর হল। মহাভারতের নায়কদের স্বর্গারোহনের পর ব্যাসদেব গ্রন্থখানি লিখেছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে। মহাভারতে সেকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ব্যবস্থা ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি রয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তির উন্নয়নের দিক্‌নির্দ্দেশ মহাভারতের চেয়ে আর কোনও ইতিহাসে এত সুষ্ঠুভাবে পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রথম এ গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন যিনি, সেই ত্রিপুরার স্বনামধন্য শ্রুতিধর রাজপণ্ডিত (প্রাক্তন প্রচার আধিকর্তা, ত্রিপুরা সরকার)

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ শর্ম্মা আজ ইহলোকে নেই। তাঁর পরলোকগত আত্মা নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ প্রকাশের ফলে তৃপ্ত হবে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারিখ ও রাশিচক্র সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক সংবাদে, যার সম্পাদক শ্রীভূপেন দত্ত ভৌমিক আমাকে এ কাজে অনেক উৎসাহ যুগিয়েছেন।

ঐ প্রবন্ধ এবং একই বিষয়ে প্রকাশিত আমার ছোট বই 'জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটিতে দেওয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ ও সালের জ্যোতি-র্গাণিতিক হিসাবের সঙ্গে অতি নিকট সামঞ্জস্য (মাত্র এক বৎসরের পার্থক্য অর্থাৎ প্রকৃত বৎসর ৩১৪০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের স্থলে ৩১৩৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হিসাব করায়) **Mr. A. S. Somayajulu**-র **'The Dates in Ancient Indian History'** (যাতে ঐতিহাসিক সালগুলো তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নির্ণয়ের প্রয়াস নিয়েছেন এবং সংযোজন করেছেন বহু রাজবংশ-তালিকা) নামক ছোট দুষ্প্রাপ্য পুস্তকে লক্ষ্য করা যায়। ঐ সামঞ্জস্য পেয়ে ত্রিপুরা শিল্প বিভাগের **Joint Director** শ্রীত্রিপুরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুস্তকটি আমাকে দিয়ে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সেক্রেটারী **Col. H. K Deb Barman** মহাশয় শ্রীনারায়ণ দত্ত শ্রীমালীর লেখা কুন্ডলী দর্পন থেকে উপকথার বিক্রমাদিত্যের রাশিচক্রটি দিয়ে বিশেষ উপকার করেছেন। গণনাগুলোর হিসেব পরীক্ষা করার পরিশ্রমসাধ্য কাজটিতে অনেক সময় ব্যয় করে বন্ধুবর জ্যোতিব্রত রায়বর্ম্মণ (স্থানীয় **M. B. B. College** এর গণিতের অধ্যাপক) প্রভৃত সাহায্য করেছেন।

প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাঠের সুযোগ দিয়ে ও নানা উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাশ-শাস্ত্রী (অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা গভঃ সংস্কৃত কলেজ), শ্রীগুরুপদ সাউ (ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগের অধিকর্ত্তা), শ্রীবিশ্বদেব ভট্টাচার্য (**Senior Information Officer**, ত্রিপুরা সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন বিভাগ) এবং মহারাজকুমার শ্রীসহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এই কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মায়া চৌধুরী (দেববর্মণ)। নানা ভাবে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন আগরতলার মহারাজ বীর বিক্রম কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক সত্য রঞ্জন ভট্টাচার্য ও ভারত-পূর্ব্বাঞ্চলের **Superintending Archaeologist** শ্রীবিজয় কুমার দেববর্ম্মণ মহাশয়।

গণনার ব্যাপারে **N. C. Lahiri** মহাশয়ের **Tables of the Sun, Advanced Ephemeris, Tables of Sunrise, Sun set, and Moon-rise, Moon-set** ইত্যাদি গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পত্র মাধ্যমে পরামর্শ ও উৎসাহ যুগিয়েছেন শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, **Director, Positional Astronomy Centre**, নিউ আলিপুর, কলিকাতা।

এ কাজে বিশেষ উৎসাহিত করেছেন ত্রিপুরার স্বরাষ্ট, আইন, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মাননীর মন্ত্রী শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ, মহারাজ কিরিট বিক্রম কিশোর দেববর্ম্মণ, মহারাণী বিভু দেবী, অধ্যাপক ডঃ সুরজিৎ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুধীর চন্দ্র দাশগুপ্ত' শশাঙ্ক দেববর্মণ, কৃষ্ণধন আচার্য, কুমারী সৌমিত্রী মজুমদার, কুমারী মহুয়া চৌধুরী, শ্রীমান অনির্ব্বাণ চৌধুরী প্রমুখ বহু হিতৈষী ও হিতৈষিণী যাঁরা নানাভাবে সহায়তাও করেছেন।

প্রকাশনায় পুষ্পক প্রকাশন—আগরতলা, চয়নিকা (প্রেস), ও ওরিয়েন্ট্যাল বাইন্ডার্স—কলিকাতা, বিশেষ সহযোগিতা করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। দ্রুত প্রুফ সংশোধন ক'রে আমার পুত্র শ্রীমান পুষ্পেন্দু প্রচুর ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। দ্রুততার দরুণ কিছু মুদ্রণ ত্রুটি রয়েই গেল।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের জন্য বিস্তৃত পরিশিষ্ট সংযোজিত হল।

এ বই লিখতে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নে'য়া হয়েছে, সেগুলোর নাম মূল বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, আলাদা করে কোনো 'গ্রন্থপঞ্জী' দে'য়া হ'ল না।

ভারত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে 'তাজমহল ঃ হিন্দু মন্দির' বইটির লেখক পি এন ওকের প্রয়াস আমাকে বিশেষ উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

এ গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য যে কোন উপদেশ সানন্দে গৃহীত হবে। আরও পৌরাণিক ও জ্যোতির্গাণিতিক তথ্য সরবরাহ ক'রে সুধীগণ সাহায্য করলে এ ধরনের নতুনতর ও সমৃদ্ধতর কাজে প্রয়াসী হবার ইচ্ছা রইল।

আগরতলা,

৩ রা মার্চ, ১৯৮৮।

শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট—৪

বিষয় | পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট—৫

ঐতিহাসিক তথ্য

পরিশিষ্ট—৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

শ্রীকৃষ্ণের কাল ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

শ্রীকৃষ্ণের কাল জানতে হ'লে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল জানা প্রয়োজন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের দিনেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম অবদান গীতার জন্ম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভকালীন গ্রহসন্নিবেশের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারত গ্রন্থে। তাই, ঐ তারিখের জ্যোতির্গাণিতিক যাচাই সম্ভব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে কৃষ্ণ ও অর্জুন ছিলেন ৯০ বৎসরের 'যুবক'; দ্বাপরযুগীয় আয়ুর হিসাবে [পরিশিষ্ট ১ ঃ ১]। বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণকালে তাঁর ঊর্ধ্বতন ৩ পুরুষ এবং অধঃস্তন ৩ পুরুষ (প্রপৌত্র, যুবক বজ্র), মোট সাত পুরুষ জীবিত ছিল। গান্ধারীর অভিশাপ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল ঃ ভারতীয় ঐতিহ্য

ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল দ্বাপরযুগের শেষভাগে, বর্তমান কলিযুগারম্ভের প্রায় ৩৭ বৎসর ৩ মাস আগে। সে হিসেবে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৪০ সালের নবেম্বরেই হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। কারণ, প্রচলিত কলিযুগাব্দের প্রথম দিনটি ছিল ৩১০২ খ্রীঃ পূঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার চৈত্রশুক্লাপ্রতিপদ তিথি।

এ'কালের পণ্ডিতগণের নানা মত

কিন্তু এ'কালের পণ্ডিতগণের অনুমান এতই বিভিন্ন ও অসঙ্গতিপূর্ণ যে এঁদের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। মতগুলো এ'রকম—

	পণ্ডিতের নাম	অনুমিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল
১।	Bentley	খ্রীঃ পূঃ ৫৭৫
২।	Buchanan	খ্রীঃ পূঃ ১৩০০-১২০০
৩।	Wilford	খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০
৪।	H. H. Wilson	খ্রীঃ পূঃ ১৪১৫, বা ১৪৫০ বা ১৫১৫
৫।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০
৬।	বাল গঙ্গাধর তিলক	খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ (প্রায়)

কোনো পণ্ডিতই এ প্রসঙ্গে মহাভারতে উল্লিখিত সূক্ষ্মতর জ্যোতির্গাণিতিক তথ্য যাচাই করেন নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন মহাভারতের কালে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত-দিনে সূর্য কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে স্পষ্টই বলা হয়েছে, সেকালে ভোরের পূবাকাশে সূর্যোদয়ের প্রায় আধাঘণ্টা আগে কৃত্তিকা নক্ষত্রগুলোকে উদিত দেখা যেত [পরিশিষ্ট ১ : ২]। কৃত্তিকা নক্ষত্র ক্রান্তিবৃত্তে মেষরাশির অশ্বিনীনক্ষত্রের আদিবিন্দু থেকে ৩৬ ডিগ্রী দূরত্বে অবস্থিত। কৃত্তিকানক্ষত্রগুলো তেমন উজ্জ্বল নয়। সূর্যোদয়ের অন্ততঃ ৩০ মিনিট আগে এ নক্ষত্রগুলোর উদয় হলেই এদের খালি চোখে দেখা সম্ভব। এর মানে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত দিনে সূর্য অন্ততঃ আরো ১০ ডিগ্রী দূরে অর্থাৎ ৪৬ ডিগ্রীতে অবস্থিত ছিল। এ'টা সম্ভব ছিল খ্রীঃ পূঃ ৩১০০ এর কাছাকাছি সময়ে। নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের হিসাবে কলিযুগাব্দের প্রথম দিনে (খ্রীঃ পূঃ ৩১০২, ১৮ ফেব্রুয়ারি) অয়নাংশ ছিল (—) ৪৬ ডিগ্রী ৩৪ মিনিট, ৫৯ সেকেণ্ড (Tables of the Sun—by N. C. Lahiri, পৃষ্ঠা xxxi)। এ'তথ্য কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের হিসেবকেই পুরোপুরি সমর্থন করছে।

ঐতিহাসিক পারম্পর্য : প্রাচীন ভারতীয় তথ্য

মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের তথ্যানুসারে ভারতীয় রাজবংশাবলীর কাল (কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল থেকে শ্রীহর্ষের কাল ৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এভাবে সাজানো যায়—

রাজ বংশ	রাজার সংখ্যা	মোট রাজত্ব কাল (বৎসরে)	সাল
মগধনৃপতি বংশাবলী			
১। বৃহদ্রথবংশ (সোমাপি থেকে পুরঞ্জয়)	২২	১০০৪	খ্রীঃ পূঃ ৩১৩৯-২১৩৫
২। প্রদ্যোত বংশ (প্রদ্যোত থেকে নন্দী বর্ধন)	৫	১৩৮	খ্রীঃ পূঃ ২১৩৫-১৯৯৭
৩। শিশুনাগ বংশ (শিশুনাগ থেকে মহানন্দী)	১০	৩৬৩	খ্রীঃ পূঃ ১৯৯৭ থেকে খ্রীঃ পূঃ ১৬৩৪
৪। নন্দ বংশ (মহাপদ্ম নন্দ ৮৮ বৎসর সুমালি ১২ বৎসর মোট ১০০ বৎসর)	২	১০০	খ্রীঃ পূঃ ১৬৩৪-১৫৩৪

৫। (ক) চাণক্য (সহযোগী ঃ মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত)				
	১	১৬	„	১৫৩৪-১৫১৮
(খ) মৌর্য বংশ	১২	৩১৭	„	১৫১৮-১২০১
(চন্দ্রগুপ্ত থেকে বৃহদ্রথ)				
৬। সুঙ্গ বংশ	১০	৩০০	„	১২০৩- ৯০১
(পুষ্যামিত্র থেকে দেবভূমি)				
৭। কণ্ব বংশ	৪	৮৫	„	৯০১-৮১৬
(বসুদেব থেকে সুশর্মা)				
৮। অন্ধ্র বংশ	৩২	৫০০	„	৮১৬-৩১৬
৯। গুপ্ত বংশ	৭	২৪৫	„	৩১৬- ৭১
(১) ১ম চন্দ্রগুপ্ত—৭ বৎসর				
(২) সমুদ্রগুপ্ত—৫১ „				
১০। উজ্জয়িনী রাজকুল	৭	২১২	„	৭৫-১৩০
(নববাহন থেকে শালিবাহন)				
১১। ইন্দ্রপ্রস্থ রাজকুল	১৬	৩৭২	„	৭৮-৪৫০
(সমুদ্রপাল থেকে বিক্রমপাল)				
হূন আক্রমণ				৪৬২
১২। মালব রাজগণ	২	১০৫	„	৫০০-৬০৫
১৩। থানেশ্বর রাজগণ	৩	৭১	„	৫৭৫-৬৪৬
(প্রভাকরবর্ধন থেকে হর্ষবর্ধন)				
সর্ব্ব মোট	১৩৩	৩৭৮৫ বৎসর		

হর্ষবর্ধন ও তৎপরবর্ত্তী রাজগণের রাজত্বকালের হিসাবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এ'কালের পণ্ডিতগণের বিশেষ পার্থক্য নেই।

ঐ হিসেব থেকে দেখা যায় সমুদ্রগুপ্তই (গুপ্ত রাজবংশ) সেল্যুকাসের সমসাময়িক রাজা। মেগাস্থিনিস্ প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকগণ সমুদ্রগুপ্তকেই **Sandrocottus** বলেছেন, মৌর্যচন্দ্রগুপ্তকে নয়। এ সম্পর্কে **Troyer** সাহেবের অনুমান (যা কহ্লনের রাজতরঙ্গনীর ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন) প্রায় সঠিক। **James Prinsep, V. A. Smith, Sir William Jones** প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মৌর্যচন্দ্রগুপ্তকে **Sandrocottus** বলে অনুমান করেছিলেন। **V. A. Smith** এর একটি যুক্তি হল, "২য় চার্লস্ থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত ১০ জনের রাজত্বকাল ২৫২ বৎসর, তাই ভারতীয় শিশুনাগ বংশের দশজন রাজার রাজত্বকাল ৩৬০ বৎসর মেনে নেওয়া যায় না।" এরকম যুক্তি কি বিজ্ঞানসম্মত ?

প্রায় সকল ভারতীয় পুরাণেই (বিষ্ণু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ ইত্যাদি) বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর জরাসন্ধের বংশধরগণ এক হাজার বৎসর রাজত্ব করবে। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়। তাই যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেবের পুত্র সোমাপি (মৎস্য পুরাণের সোমাধি) মগধের রাজা হন। আবার মৎস্য-পুরাণের প্রাচীন একটি গ্রন্থে পাওয়া যায় পরীক্ষিত থেকে নন্দ রাজার অভিষেক কাল অবধি সময়ের পরিমাণ ১৫০০ বৎসর। শ্লোকটি—

যাবৎপরীক্ষিতো জন্ম **যাবন্নন্দাভিষেচনং।**

এতদ্বর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং।

(The Vishnu Purana, by H. H. Wilson, Comment No. 81, Page 389, 3rd Edition).

এই শ্লোকের বিকৃতি ঘটেছে পরবর্ত্তী লিপিকারের প্রমাদে। পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিল খ্রীষ্ট পূর্ব ৩১০২ সালে, প্রচলিত কল্যব্দের প্রথম দিন থেকে (ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে)।

'বায়ুপুরাণ' ও 'মৎস্যপুরাণ' থেকে জানা যায় পরীক্ষিত থেকে অন্ধ্র রাজত্ব পর্যন্ত মোট সময়ের পরিমাণ ২৭০০ বৎসর [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]। উল্লিখিত হিসাবানুসারে এর পরিমাণ ৩১০২—৩১৬=২৭৮৬বৎসর (পরীক্ষিতান্তকাল ৩০৭৭ খ্রীঃ পূঃ থেকে ২৭৬১ বৎসর)। এরপর অন্ধ্র ভৃত্যবংশের (গুপ্তবংশের) রাজত্বকাল আরম্ভ হয়। আলেক্সাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে মগধে ছিলেন ৩১তম অন্ধ্ররাজ চন্দ্রশ্রী (Xandrames)।

গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণের তথ্য

গ্রীক ঐতিহাসিক **Megasthenes** ও **Arin** যে তথ্য দিয়েছেন **(Account of Indica** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) তা থেকে জানা যায় **Father Bacchu'র** ভারত আক্রমণকালে সেল্যুকস নিকেতর অবধি ভারতে ১৫৩ জন রাজা রাজত্ব করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায় অযোধ্যার সূর্যবংশীয় রাজা বাহুক, যবন ও অন্য ভারতীয় রাজার আক্রমণে বনে আত্মগোপন করেছিলেন। বাহুকের পরবর্ত্তী ৫৩ তম রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন। বৃহদ্বলের পর সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত মোট ১০০ জন রাজা ভারতে রাজত্ব করেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের তথ্যানুসারে সেল্যুকাস্ সম্রাট্ **Sandrócottus**-কে কন্যাদান করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে এ তথ্যের সমর্থন রয়েছে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। সমুদ্রগুপ্ত 'অশোকাদিত্য' নাম গ্রহণ করে-ছিলেন, তাই এঁর শিলালিপি অশোক শিলালিপি বলে উল্লিখিত।

ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত-রাজাদের নাম নেই কেন?

ফা-হিয়েনের ভারত ভ্রমণ-কালের (৪০৫—৪১১ খৃষ্টাব্দ) বিবরণে প্রবল প্রতাপশালী গুপ্ত রাজাদের নাম নেই। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের অনুমানানুসারে ফাহিয়েন গুপ্তরাজত্বকালে (৩২০ থেকে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দ) বিশেষতঃ ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গুপ্তরাজত্বকাল ছিল অনেক আগে (খৃঃ পূঃ ৩১৬ থেকে ৭১)। তাই, ফাহিয়েনের বিবরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের হিসাবকেই সমর্থন করছে। বস্তুতঃ ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-কালে কোনো শক্তিশালী রাজাই ভারতে ছিল না। ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাই উল্লেখযোগ্য রাজার অভাবে তাঁর বিবরণে কোনো ভারতীয় রাজার স্থান নেই।

বিম্বিসার ও বুদ্ধের প্রকৃত কাল

বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের সমকালীন রাজা। বিম্বিসারের রাজত্বকাল ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে খ্রীঃ পূঃ ১৮৪৫-১৮১৭। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকালের নবম বর্ষে (রাজত্ব আরম্ভের আট বৎসর পর) বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারে বুদ্ধদেবের জন্ম খ্রীঃ পূঃ ১৮৮৬ সালে (১২১৫ কলি গতাব্দে) বৈশাখী পূর্ণিমায়। জ্যোতির্গাণিতিক হিসেবে তারিখটি পাওয়া গেল—২৯ এ মার্চ, বুধবার খৃঃ পূঃ ১৮৮৬ [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]। বুদ্ধ

শ রা	র বু	শু
লং		
ম	চ বৃ	কে

বুদ্ধদেবের রাশিচক্র

সূর্যবংশের তথা ইক্ষাকুবংশের শ্রীরামচন্দ্রের অধস্তন পুরুষ (বিষ্ণুপুরাণানুসারে)।

Mr. A. V. Thyagaraja Ayer তাঁর **Indian Architecture** গ্রন্থে 'এথেন্স' মহানগরীতে আবিষ্কৃত একজন বৌদ্ধ সন্যাসীর সমাধি সৌধের উল্লেখ করেছেন। বোধ গয়া থেকে **আমন্ত্রিত** এই সন্যাসীর মৃত্যু তারিখের যে উল্লেখ আছে তা'তে বোঝা যায় যে তাঁর (ঐ সন্যাসীর) মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১000 খ্রীঃ পূঃ। তাই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমিত বুদ্ধের জন্ম তারিখ

(খ্রীঃ পূঃ ৬২৩, বা ৫৫৭ বা, ৫৪৩) এবং মৃত্যু তারিখের (খ্রীঃ পূঃ ৫৪৪ বা, ৪৮৭ বা ৪৮২) কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়।

বর্দ্ধমান মহাবীরের কাল

জৈন গ্রন্থানুসারে বর্দ্ধমান মহাবীর (২৪ তম বা শেষ জৈন তীর্থঙ্কর) প্রচলিত বিক্রমাব্দের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন, এবং ৭১ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যু ৫২৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে (৪৭০+৫৮=৫২৮), এবং জন্ম ৫৯৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে।

কুমারিল ভট্টের কাল

জিনবিজয় গ্রন্থের তথ্যানুসারে কুমারিলের জন্ম ২৫৪৫ কল্যব্দে বা ৫৫৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে। ইনি বর্দ্ধমান মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জৈন ধর্ম্মের গোপন তত্ত্ব জেনে নেন এবং জৈন দার্শনিক মত খণ্ডন করেন। এঁর ৪৮ বৎসর বয়সে (৫০৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) শঙ্করাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য ১৬ বৎসর বয়সে এঁর মৃত্যুর প্রাক্‌কালে এঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন (৪৯২ খ্রীঃ পূঃ)।

শঙ্করাচার্য্যের কাল

শঙ্কর বিজয় গ্রন্থানুসারে এবং দ্বারকা ও পুরীর শঙ্করমঠ দুটিতে রক্ষিত তথ্যানুসারে শঙ্করাচার্যের জন্ম ২৫৯৩ কল্যব্দে। ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রথম বৎসরকে ০ শূন্য বৎসর ধরা হয়। ২য় বৎসরকে ১ বৎসর (১+) ধরা হয়। তাই শঙ্করাচার্যের জন্ম ৫০৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে (৩১০১—২৫৯৩)। ২২এ এপ্রিল, রবিবার শুক্লা ৫মী তিথিতে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ৩২ বৎসর বয়সে ৪৭৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে এঁর তিরোধান হয়। সকল ভারতীয় তথ্যানুসারেই আদি শঙ্করাচার্য বুদ্ধের প্রায় ১৪০০ বৎসর পর ধর্ম প্রচার করেন। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকগণ আদি শঙ্করের জন্ম ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এনে ফেলেছেন সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালের কোনও শঙ্করমঠাধীশকে আদি শঙ্কর ভেবে অথবা বুদ্ধের ভ্রান্তিপূর্ণ জন্মকালের (৬২৩ খৃঃ পূঃ ইত্যাদি) সঙ্গে ১৪১১ বৎসর যোগ করে। শঙ্করের জন্ম 'ঈশ্বর' নামক বার্হস্পত্য বৎসরে (উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে

যখন বৃহস্পতি ছিল ধনুরাশিতে। এরকম 'ঈশ্বর' বৎসর ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের

শঙ্করাচার্যের রাশিচক্র

নবেম্বর থেকে ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর পর্যন্ত ছিল (৪২টি বার্হস্পত্য বর্ষচক্র পেরিয়ে ৪৩ তম 'ঈশ্বর' বর্ষ)।

উপকথার বিক্রমাদিত্য

উপকথার বিক্রমাদিত্যের পিতাই পরবর্তী জীবনে পরিচিত হন গৌড় গোবিন্দপাদ নামে, এবং ইনিই আদি শঙ্করাচার্যের দীক্ষা গুরু। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের ১৪ বৎসর পর (১৫ দশ বৎসরে) শঙ্করাচার্যের জন্ম। ফলিত জ্যোতিষীগণ এই বিক্রমাদিত্যের রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করেন। কারণ এঁর জন্ম মধ্যাহ্নে কর্কট লগ্নে, বৈশাখ মাসে। জন্ম কালে রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি তুঙ্গী ছিল। এই যোগ পাওয়া যায় খৃঃ পূঃ ৫৪৮ এর ১৬ই, মার্চ বৃহস্পতি-

বিক্রমাদিত্যের রাশিচক্র

বার, শুক্লা চতুর্থী তিথিতে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এঁর প্রচলিত বিক্রমাব্দ হারিয়ে গেছে পরবর্তী প্রমর বংশীয় (দক্ষিণ ভারতের গুন্টুর জেলার শ্রীশৈলে যাদের রাজধানী ছিল) গন্ধর্বসেনার দ্বিতীয় পুত্র মালবরাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের প্রচলিত বিক্রমাব্দে (খৃঃ পূঃ ৫৮ থেকে)।

কাশ্মীরের সপ্তর্ষি-অব্দ

কাশ্মীররাজ প্রথম গোনন্দ মগধরাজ জরাসন্ধকে মথুরা অবরোধে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু বলরাম তাঁকে যুদ্ধে নিহত করেন। গোনন্দের পুত্র দামোদর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করতে উদ্ধত হ'লে শ্রীকৃষ্ণ দামোদরকে হত্যা করেন। দামোদরের পত্নী যশোবতী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ঘটনাটি ঘটে গান্ধার রাজকন্যার বিবাহসভায় আমন্ত্রিত হয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, দামোদর ও অনেক রাজা উপস্থিত হন। দামোদরের বিধবা পত্নী ১৫ বৎসর কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন। এঁর রাজত্বের অষ্টম বৎসরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। এঁর পুত্র ২য় গোনন্দ ৪০ বৎসর রাজত্ব করার পর সম্রাট পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরীক্ষিত তাঁকে নিহত করেন। এঁর মৃত্যুর পর প্রায় ১৫ বৎসর পরীক্ষিত হস্তিনাপুর থেকে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন, কিন্তু দেহত্যাগের পূর্বে পরীক্ষিত কাশ্মীর রাজসিংহাসন তাঁর ২য় পুত্র হর্ণদেবকে অর্পন করেন। ১ম পুত্র জন্মেজয় হস্তিনাপুরে ভারত সম্রাট হন। ঐ ঘটনার স্মারক কাশ্মীরের সপ্তর্ষি অব্দের আরম্ভ হয়েছে খৃঃ পূঃ ৩০৭৭, চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ থেকে (১২ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার)। এই হিসেবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছে ৩০৭৭+(৪০+১৫+১৫) −৭=৩১৪০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় চার মাস পর পরীক্ষিতের জন্ম। এঁর জন্মের প্রায় একমাস পর চৈত্র পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয় ২৩শে মার্চ শনিবার খৃঃ পূঃ ৩১৩৯। সেকালে মার্চ ও বৈশাখ সমকালীন ছিল, অর্থাৎ সাধারণতঃ ১লা মার্চই সৌর ১লা বৈশাখ হ'ত।

ভারত যুদ্ধ আরম্ভের তারিখ

তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ৫ মাস আগে অর্থাৎ নবেম্বরে। সে হিসেবেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ৩০৭৭ (মার্চ)+৬২ বৎসর+৫ মাস=৩১৪০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের নবেম্বরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অমাবস্যায় শুরু হয় বলে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ থেকে জানা যায়। জ্যোতির্গাণিতিক হিসেবে ঐ তারিখ পাওয়া যায় ৯ই নবেম্বর, শুক্রবার, ৩১৪০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে।

ভীষ্মের দেহত্যাগের তারিখ

ভীষ্ম ঐ যুদ্ধে দশম রাত্রি থেকে ৫৮তম রাত্রি পর্যন্ত শরশয্যায় ছিলেন। তাই ভীষ্মের দেহত্যাগ হয় ৩১৩৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার রোহিনী

নক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমী তিথিতে। এর পূর্ব রাত্রি প্রায় ৮টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় 'স্ট্যান্ডার্ড' সময়ে) সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়। বর্ত্তমানে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরায়ণ শুরু হয় সাধারণতঃ ২২শে ডিসেম্বর এবং তখন কোনও শুক্লাষ্টমী তিথি পাওয়া গেলে তা উত্তরাভদ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত হয়। কারণ ৫১২৭ বৎসরে (১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে) অয়ন বিন্দু প্রায় ৭১ ডিগ্রি সরে এসেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্‌কালে বৃহস্পতি শ্রবণা নক্ষত্রে, শনি বিশাখার নিকট (অনুরাধা নক্ষত্রে), বক্রী মঙ্গল বৃষ রাশিতে (ব্রহ্ম রাশিতে), রাহু (সেকালে কেতু বলা হত) তুলা রাশিতে ছিল বলে যে উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায় তাও হিসেবে মিলে যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালের গ্রহ-সন্নিবেশ

জ্যোতির্গাণিতিক হিসেবে দেখা যায় ভারত-যুদ্ধের আরম্ভ কালে গ্রহগণের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ :—

(১) বৃহস্পতি মকর রাশিতে, শ্রবনা নক্ষত্রে।

(২) শনি বৃশ্চিক রাশিতে, অনুরাধা নক্ষত্রে, মহাভারতের ভাষায় বিশাখা (বৃহস্পতির নক্ষত্র, যেটিতে বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা প্রথমেই হিসাব করা হয় ফলিত জ্যোতিষের বিচারে) থেকে অনতিদূরে।

(৩) রাহু (মহাভারতের কালে যাকে কেতু বলা হত) তুলা রাশিতে, স্বাতী নক্ষত্রে।

(৪) মঙ্গল (বক্রী) বৃষ রাশিতে।

(৫) রবি ও (৬) চন্দ্র ধনু রাশিতে মূলা নক্ষত্রে।

(৭) শুক্র জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে (প্রেষ্ঠে, স্পষ্টতই লিপিকারের ভুলে যা 'প্রোষ্ঠ' লেখা হয়েছে বর্ত্তমানে পাওয়া সংস্কৃত মহাভারতে)।

(৮) বুধ ধনুরাশিতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। লিপিকারের প্রমাদে মনে হয় 'বুধঃ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পদ' শব্দ লেখা হয়েছে) মূল শ্লোকে—

"শুক্র ঃ প্রোষ্ঠ পদে পূর্বে সমারুহ্য বিরোচতে"

তাই এর যথার্থ পাঠ হওয়া উচিত—

"শুক্র ঃ প্রেষ্ঠে বুধ ঃ পূর্বে সমারুহ্য বিরোচতে"

'প্রেষ্ঠে' না হয়ে জ্যেষ্ঠে বা শ্রেষ্ঠ শব্দ ও হ'তে পারে।

(৯) কেতু মেষে।

হ্যালির ধূমকেতুই কি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে এসেছিল ?

কৃত্তিকানক্ষত্র জুড়ে বিশাল ধূমকেতু হিসেবে হ্যালির ধূমকেতু বলেই প্রতীয়মান হয়। (পরিশিষ্ট ৩ ঃ ১৭)

প্রাসঙ্গিক শ্লোক গুলোতে অনেক ফলিত জ্যোতিষের তত্ত্বও রয়েছে।

যেমন,

(১) শনি পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তৃতীয়ে বৃহস্পতিকে, সপ্তমে রোহিনী (প্রজাপতি) নক্ষত্রকে এবং দশমে মঘা নক্ষত্রকে আক্রমণ করছে।

(২) মঙ্গল চতুর্থে (বক্রী মঙ্গল চতুর্থে অবস্থানের ফলও দেয়), মঘা নক্ষত্রকে সপ্তমে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে ও নবমে (রাশি দৃষ্টিতে) বৃহস্পতিকে পীড়িত করছে (পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে)।

(৩) রবি ও চন্দ্র উভয়েই একই সময়ে (পূর্ববর্তী সৌর কার্ত্তিকের ও অগ্রহায়নের অমাবস্যায়) রোহিণী নক্ষত্রকে আক্রমণ করছে, কার্ত্তিকে রাশি দৃষ্টি দিয়ে, অগ্রহায়ণে সপ্তমে স্বাভাবিক পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে।

উজ্জ্বল রোহিণী নক্ষত্রে তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হ'ত। এটিই শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মনক্ষত্র। এর আরেক নাম প্রজাপতি বা ব্রহ্ম নক্ষত্র। এর নিকটেই 'ব্রহ্ম হৃদয়' বা Capila নামে প্রথম প্রভার আশ্চর্য উজ্জ্বল হলদে বা পীতাভ নক্ষত্র। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নক্ষত্রগুলোর মধ্যে বৃষ রাশির অংশে প্রজাপতি তারামণ্ডলের একটি তারা আরিগা (Aurigae) বা প্রজাপতি সূর্যের ২৭০০ (দুই হাজার সাতশত) কোটি গুণ বড়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তারাদের মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ। প্রজাপতি শব্দে 'ব্রহ্ম' বুঝায়। 'ব্রহ্ম' মানে বৃহত্তম। তাই তারাটির সংস্কৃত নাম প্রণিধান যোগ্য। ভারতীয় ঋষিগণের 'প্রজাপতি' নামকরণে নক্ষত্র জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের তারিখ

কাশীরাম দাসের মহাভারতের তথ্য থেকে জানা যায় পাণ্ডবগণ আষাঢ় পূর্ণিমায়

বৃহস্পতিবার প্রভাতে (মাহেন্দ্র ক্ষণে) বিরাট-রাজসভায় আত্মপ্রকাশ করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) । মহাভারতের স্ত্রীপর্বে শোকাকুলা উত্তরার কথায় জানা যায় বিবাহের মাত্র ছয় মাস পর সপ্তম মাসে তাঁর পতি অভিমন্যু নিহত হন। সত্যিই এই হিসেবে বিরাট রাজসভায় পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের তারিখ পাওয়া যায় ৩১এ মে, খৃঃ পূঃ ৩১৪০, বৃহস্পতিবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা দিনে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সূর্যগ্রহণের তারিখ :

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে সৌর কার্ত্তিকে (September) যে ধরণের সূর্য গ্রহণ (ও পরে চন্দ্রগ্রহণ) হয়েছিল, সে ধরণের সূর্য গ্রহণ হয়েছিল যদু বংশ ধ্বংসের 'সাত রাত্রি' (আটদিন) আগে (বিষ্ণু পুরাণ ও মহাভারতের তথ্যানুসারে) কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগের সূর্য গ্রহণ পাওয়া যায় ১২ সেপ্টেম্বর খৃঃ পূঃ ৩১৪০ বুধবার (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ।

যদুবংশ ধ্বংসের পূর্ববর্তী সূর্যগ্রহণের তারিখ

সাধারণতঃ ৩৭ বৎসর ১০ দিন বা ১১ দিন পর একই ধরণের সূর্যগ্রহণ পাওয়া যায়। গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানের পরবর্তী দিন (২৭শে নবেম্বর, খৃঃ পূঃ ৩১৪০, মঙ্গলবার) অভিশাপ দেন, আজ থেকে ৩৬ বৎসর পর (৩৭তম বৎসরে) তোমার যদুবংশও আত্মকলহে ধ্বংস হবে এবং তুমিও বনে গিয়ে নিহত হবে। যদুবংশ ধ্বংসের পূর্ববর্ত্তী সূর্য গ্রহণ পাওয়া পাওয়া ২৩এ সেপ্টেম্বর, খৃঃ পূঃ ৩১০৩, বৃহস্পতিবার। ঐ দিনই ব্রহ্মা (ভাগবত অনুসারে) দেবদূত রূপে (বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে) শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন, "আপনার জন্মের পর ১২৫ টি শরৎকালেরও বেশী সময় চলে গেছে (অর্থাৎ ১২৬ বৎসরের বেশী বয়স হয়েছে), তাই আপনার নিজধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে স্বর্গ-দেবগণ।

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও দ্বারকার সমুদ্রে নিমজ্জনের তারিখ

ব্রহ্মাকে (বা দেবদূতকে) শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দেন, "সাত রাত্রি পরে যদুবংশ ধ্বংস করে ভূভার-হরণ কাজ শেষ করে ঐদিনই আমি বৈকুণ্ঠে ফিরে যাব।" ঐ দিনই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীর যদুবীরগণকে সাবধান হতে বলেন—

"ত্রয়োদশী-পঞ্চদশী কৃতেকং রাহুণা পুনঃ।
প্রাপ্তে বৈ ভারতে যুদ্ধে প্রাপ্তা চাদ্য ক্ষয়ায় নঃ ॥"

অর্থাৎ, 'ভারত যুদ্ধের (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের) আগে পূর্ণিমার পর ত্রয়োদশ দিনে পঞ্চদশীতে (অমাবস্যায়) সূর্য (ও ১৫ দিন পর চন্দ্র) যেভাবে রাহুযুক্ত হয়েছিল, সে রকমই আজ হল যদুকুল ধ্বংসের জন্য।'

কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে জানা যায় যদু বংশ ধ্বংসের ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পর সপ্তম দিবসে কৃত্তিকা নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সমুদ্র দ্বারকা গ্রাস করেছে শ্রীকৃষ্ণেরই বাক্যানুসারে—

" আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজ স্থানে।
আজি হৈতে সপ্তম-দিবস পরিমানে ॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা নক্ষত্র।
সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥"

ঐ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পাওয়া যায় ৭ই অক্টোবর খৃঃ পূঃ ৩১০৩, বৃহস্পতিবার। শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ তাই হয়েছিল **১ লা অক্টোবর, শুক্রবার খৃঃ পূঃ** ৩১০৩, কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে (অক্ষয়া নবমী, ত্রেতাযুগাদ্যা ও জগদ্ধাত্রী পূজা-তিথি)।

প্রকৃত কলিযুগারম্ভের তারিখ

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের কয়েক মাস আগে মাঘী পূর্ণিমায় শুক্র-বারে প্রকৃত কলিযুগ আরম্ভ হয়। ঐ তারিখ পাওয়া যায় ১৫ই জানুয়ারী খৃঃ পূঃ ৩১০৩, শুক্রবার। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের পূর্ব পর্যন্ত কলির প্রভাব প্রকটিত হয়নি। আবার প্রচলিত (Traditional) কলিযুগাব্দ হিসেব করা হয় পরীক্ষিতের রাজত্বের আরম্ভ বা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, খৃঃ পূঃ ৩১০২, শুক্রবার থেকে বা পরীক্ষিতের রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারিখ ও জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ

বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদি সকল গ্রন্থেই প্রায় একই সুরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ও সময়ের বিবরণ রয়েছে। শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীর শেষ প্রান্তে সৌর ভাদ্র মাসে মথুরায় ঠিক মধ্যরাত্রে তাঁর জন্ম। তাঁর জন্মের

সামান্য পরে কৃষ্ণা নবমীর শুরুতেই যশোদার কন্যা যোগমায়ার জন্ম। এরকম সময় সত্যিই জ্যোতিগর্ণনায় পাওয়া যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ৯৫ বৎসর ৪ মাস আগে। তারিখটি ১৩ই জুলাই, খৃঃ পূঃ ৩২৩০, বৃহস্পতিবার, সময়ঃ মথুরায় মধ্যরাত্রি। আকাশে তখন চন্দ্রোদয়ের আলোর আভাস, মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, যাকে পুষ্প বৃষ্টি বলা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশে লিপিবদ্ধ করে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা ও বিচার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও কর্ণের মুখেও ফলিত-জ্যোতিষের আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারত গ্রন্থে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বার্হস্পত্য প্রজাপতি বা ব্রহ্ম বর্ষে (দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে), প্রজাপতি বা ব্রহ্ম (রোহিণী) মুহূর্ত্তে, রোহিণী (প্রজাপতি বা ব্রহ্ম যার অপর নাম) নক্ষত্রে, বৃষ (যার আরেক নাম ব্রহ্ম) রাশিতে ও লগ্নে। জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ এরকম পাওয়া গেল ঃ—

রাশি চক্র

লং চ ৪ | ম ৬ | কে ১২ | বৃ ৭ বু ৯ | র ১০ রা ১১ | শু ১৩ | শ ১৩

নবাংশচক্র

কে | লং | শ | চ শু | র বৃ | ম বু | রা

(১) লগ্ন বৃষ (প্রায় ১১°)।

(২) তুঙ্গী চন্দ্র বৃষে রোহিনী নক্ষত্রে প্রায় ১৭°৩৮´।

(৩) মঙ্গল মিথুনে (প্রায় ১৩°), তুঙ্গ নবাংশে।

(৪) বৃহস্পতি (প্রায় ৭°)।

(৫) রবি ও রাহু (প্রাচীন ভারতীয় নাম কেতু) সিংহে।

(৬) শুক্র কন্যায় নীচভঙ্গ রাজযোগে।

(৭) তুঙ্গে শনি তুলায়।

(৮) কেতু (প্রাচীন ভারতীয় রাহু) কুম্ভে।

রাহু-কেতু ভিন্ন, অন্য সাতটি গ্রহ লগ্ন থেকে পর পর ৬টি রাশিতে মালার মত সাজানো থাকায় এবং লগ্নে তুঙ্গী চন্দ্র, তৃতীয়ে তুঙ্গী বৃহস্পতি এবং শেষ প্রান্তে তুঙ্গী শনি (শুক্রের গৃহে বৃহস্পতির নবাংশে) থাকায় প্রবলতম লগ্নমালিকা যোগ (সম্রাট যোগ) হয়েছে। 'ভাবার্থ রত্নাকর' গ্রন্থে লগ্নমালিকা যোগকেই শ্রেষ্ঠ রাজযোগ বলা হয়েছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওয়াহরলাল নেহরুর জন্মরাশিচক্রেও দুর্ব্বলতর লগ্নমালিকা যোগ ছিল। তুঙ্গী বৃহস্পতি রাশিপতি তুঙ্গি হয়ে লগ্নে, লগ্নপতি শুক্র বুধের ক্ষেত্রে নীচভঙ্গ রাজযোগে,

বুধ তুঙ্গী বৃহস্পতিযুক্ত হয়ে তুঙ্গী চন্দ্রের ক্ষেত্রে রয়েছে। ফলে বৃহস্পতি অতি প্রবল হওয়ায় তার স্বাভাবিক পূর্ণদৃষ্টি ৭মে (ভাগ্য ও ধর্মস্থানে), ৫মে (পুত্র ও বিদ্যা-বুদ্ধি স্থানে) ও ৯মে (আয়স্থানে, মীনে স্বগৃহে), এবং বিশেষ পূর্ণদৃষ্টি কেন্দ্রে তথা ৪র্থে (তুলায় তুঙ্গী শনির উপর), ১০মে (মেষে অর্থাৎ মোক্ষস্থানে), ও ৩য়ে (কন্যায় শুক্রের উপর) এবং একাদশে (লগ্নে তুঙ্গী চন্দ্রের উপর) রয়েছে। এর ফলে বৃহস্পতি-শনির পূর্ণদৃষ্টিবিনিময়যোগও হয়েছে। **নবাংশচক্রে** নবাংশলগ্নপতি মঙ্গল কর্ম্মস্থানে মকরে তুঙ্গ, মকরের অধিপতি শনি (রাশিচক্রের ধর্ম ও কর্মপতি) নবাংশে মীনে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে। নবাংশচক্রে বৃহস্পতি ধর্ম ও ভাগ্যস্থানের অধিপতি। আত্মকারক লগ্ন মীনের অধিপতি-ও বৃহস্পতি। লগ্নপতি শুক্র ও নবাংশলগ্নপতি মঙ্গল উভয়েই প্রবল বৃহস্পতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে শ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির এত প্রবল প্রভাব অন্য কোনও রাশিচক্রে দেখা যায় না। জন্মবারও বৃহস্পতিবার। চতুর্থে রাহুযুক্ত রবি জন্মকালে পিতামাতার বন্দীদশার দ্যোতক। ষষ্ঠে রিপুস্থানে ধর্ম ও কর্মপতি তুঙ্গী শনি থাকায় শত্রুনাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠার দ্যোতক। লগ্নে তুঙ্গী চন্দ্র ও আত্মকারক লগ্নপতি বৃহস্পতির ও নীচভংগ শুক্রের আত্মকারক লগ্নে পূর্ণদৃষ্টি অনবদ্য দেহশ্রী ও মুখশ্রীর দ্যোতক। এইযোগ পূর্ণ অধ্যাত্ম-শক্তিসম্পন্ন আনন্দময় ও আনন্দদায়ক প্রাজ্ঞ কিন্তু সর্বভূতে সমদর্শী করুণাময় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিত্বেরও হৃদয়বত্তার দ্যোতক। ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞই ব্রহ্ম স্বরূপ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি)। এহেন ব্যক্তিত্ব যে সকল সুতত্ত্বের সুসমন্বয়ী গীতা-শাস্ত্র প্রদান করে সুযোগ্য শিষ্য পার্থকে পরিচালনা করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচারে। এবং সমুদ্রের মত বিশাল সমুদ্র-শাস্ত্র তথা ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও সমুদ্রশায়িত নারায়ণই জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মাকে দান করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ সমুদ্র-শাস্ত্রেই। এই নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণের নরজন্ম সম্পর্কে হরিবংশে বলা হয়েছে—

> অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
> জায়তে ভগবাংস্তত্র নয়নৈর্মাহয়ঞ্জগৎ ॥

এবং একই লগ্নে (কিন্তু ভিন্নতর নবাংশ লগ্নে) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণানুজা যশোদাসুতা 'যোগমায়া', যাঁর সম্বন্ধে হরিবংশে বলা হয়েছে—

> বিদ্ধি চৈনামথোৎপন্নামংশাদেবীং প্রজাপতেঃ।
> একানংশাং যোগকন্যাং রক্ষার্থে কেশবস্য তু ॥

এতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ছোট ভগিনী যোগমায়াকে অভিন্ন সত্তা বলা হয়েছে।

নিশার্ধ, দিবার্ধ, তিথিসন্ধি ও নক্ষত্রসন্ধি ফলিত জ্যোতিষের বিচারে অতি শুভ এবং শক্তিশালী রাজযোগকারক। শ্রীকৃষ্ণ ও যোগমায়ার জন্ম নিশার্ধে, তিথিসন্ধিতে।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের জন্ম তারিখ ও রাশিচক্র

যেহেতু ভীম ও দুর্যোধন অর্জুনের চেয়ে এক বৎসরের বড় এবং যুধিষ্ঠির ভীমের চেয়ে প্রায় এক বৎসরের বড়, সেহেতু মহাপ্রস্থান কালে ভীমের বয়স ছিল প্রায় ১২৮ এবং যুধিষ্ঠিরের ১২৯ বৎসর। এবং তখনও যুবকের মতই শক্তিশালী ছিলেন এঁরা।

মহাভারতের আদিপর্বে ১১৭ অধ্যায়ে এঁদের জন্ম সময়ের কিছু তথ্য রয়েছে, যেমন অর্জুনের জন্ম ফাল্গুন মাসে দিবাভাগে পূর্ব ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র দুটির সন্ধিস্থলে যখন চন্দ্র ছিল,—

উত্তরাভ্যান্তু পূর্বাভ্যাং ফাল্গুনীভ্যাং ততো দিবা।
জাতস্তু ফাল্গুনে মাসি তেনাসৌ ফাল্গুনঃ স্মৃত ॥ ৩৯ ॥

এ ভাবে ভীম জন্মেছেন দিবসের অষ্টম মুহূর্তে মঘা নক্ষত্রে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে, এবং যুধিষ্ঠির, এর আগের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় দিবার্ধে। মূল মহাভারতের তথ্য যা দেওয়া আছে ঃ—

যুধিষ্ঠির ঃ ঐন্দ্রে চন্দ্রসমযুক্তে মুহূর্তেঽভিজিতেঽষ্টমে।
দিবা মধ্যগতে সূর্যে তিথৌ পূর্ণেঽতিপূজিতে ॥ ৮
সমৃদ্ধযশসং কুন্তী সুষাব প্রবরং সুতম্।
জাতমাত্রে সুতে তস্মিন্ বাগুবাচা শরীরিণী ॥৯
এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথিব্যাং ভবিষ্যতি ॥

ভীম ঃ যস্মিন্নহনি ভীমস্তু জজ্ঞে ভরতসত্তম।
দুর্যোধনোঽপি তত্রৈব প্রজজ্ঞে বসুধাধিপ ॥ ২১ ॥
মঘে চন্দ্রমসাযুক্তে সিংহে চাভ্যুদিতে গুরৌ।
দিবামধ্যগতে সূর্যে তিথৌ পুণ্যে ত্রয়োদশে ॥
পিত্রো মুহূর্তে সা কুন্তী সুষুবে ভীমমচ্যুতম্ ॥ ২২ ॥
(মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৭ অধ্যায়)

মহাভারতের ঐ অধ্যায় থেকেই আরও জানা যায় যে অর্জুনের জন্মের প্রায় এক বৎসর আগে ভীমের জন্ম। এবং ভীমের প্রায় এক বৎসর আগে যুধিষ্ঠিরের জন্ম। অর্জুনের জন্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রায় ছয়মাস পর (গুরুপরম্পরা তথ্য অনুসারে). সেই হিসেবে জন্ম তারিখগুলো পাওয়া যায়—অর্জুনের ১লা জানুয়ারী, সোমবার, খৃঃ পূঃ ৩২২৯ (৩রা ফাল্গুন), শ্রীকৃষ্ণের ১৩ই জুলাই,

বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ৩২৩০ (১১ ফাল্গুন), ভীমের ৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, খৃঃ পূঃ ৩২৩০ (৫ চৈত্র), যুধিষ্ঠিরের ২১ শে এপ্রিল (২০ শে জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার খৃঃ পূঃ ৩২৩১, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। বলা হয় বলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সাড়ে চার মাস আগে জন্ম গ্রহণ করেছেন (ভীমের জন্মের আগে)। যুধিষ্ঠির ও ভীমের রাশিচক্র এ হিসাবে যা পাওয়া যায় ঃ—

যুধিষ্ঠিরঃ খৃঃ পূঃ ৩২৩১, বৃহস্পতিবার, ২৯এ এপ্রিল। এঁর রাশিচক্রে লগ্নের দশমে চন্দ্রের ৭ম কেন্দ্রে বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র ও লগ্নস্থ (চন্দ্রের ১০ মে)
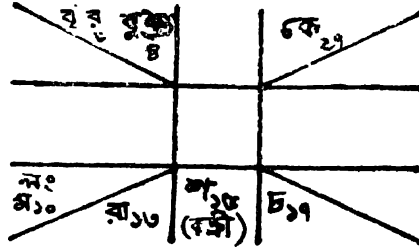
যুধিষ্ঠিরের রাশিচক্র

অতি প্রবল অখণ্ড সাম্রাজ্যযোগ লক্ষ্যনীয়। চন্দ্র ও রবির দিগ্বল এ যোগকে আরও প্রবল করেছে। একালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সিংহলগ্নে রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্রও প্রবল অখণ্ড সাম্রাজ্যযোগ করেছে বটে, কিন্তু সে তুলনায় যুধিষ্ঠিরের অখণ্ড সাম্রাজ্যযোগ সহস্রগুণ বলবান।

ভীম ঃ জন্ম খৃঃ পূঃ ৩২৩০, ফেব্রুয়ারী ৪, শনিবার, চৈত্র ৫ (নিরয়ণ)। মঘা নক্ষত্র সিংহরাশি, মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পর।

মিথুন লগ্নে বৃহস্পতি ১৭° ;
সিংহে চন্দ্র ৪° ;
কন্যায় রাহু ২° ;
তুলায় বক্রী শনি ১৭° (তুঙ্গী) ;
কুম্ভে মঙ্গল ১২° ;
মীনে শুক্র ৪°; রবি ৪° ; বুধ ২১° ; কেতু ২° ;

রাশিচক্র ঃ (১) অভিজিৎ মুহূর্ত্ত (২) শৌর্যপতি রবি দিগ্বলী হয়ে দশমে কেন্দ্রে, দশমপতি বৃহস্পতি লগ্নে , (৩) ভাগ্যপতি শনি পঞ্চমে তুঙ্গী (৪) পঞ্চমপতি শুক্র তুঙ্গী হয়ে দশমে, (৫) লগ্নপতি বুধ দশমে তৃতীয় পতি (শৌর্যকারক) রবি সহ ও পঞ্চমপতি তুঙ্গী শুক্র সহ নীচভঙ্গ রাজযোগে কেন্দ্রে কেতু-সহ বিরাজ।

নবাংশে ঃ (১) লগ্নপতি মঙ্গল শৌর্য স্থানে তুঙ্গী, রাহুযুক্ত। (২) চন্দ্রের কেন্দ্রে রবি, বুধ ও শুক্র, প্রবল অখণ্ড সাম্রাজ্য যোগ।

দুর্যোধনের ঐ দিন রাতে ৬ দণ্ডে বৃশ্চিক লগ্নে সিংহ রাশিতেই জন্ম।

অর্জুন ঃ ১ জানুয়ারী, সোমবার ৩২২৯ খৃঃ পূঃ।
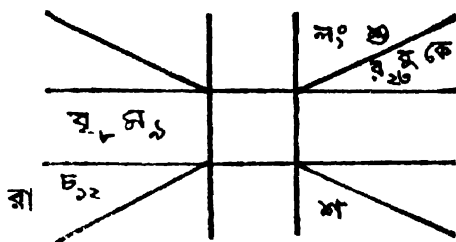
অর্জুনের রাশিচক্র

(১) লগ্নপতি-কর্মপতি বৃহস্পতি (তুঙ্গী), পঞ্চমে (বিদ্যা-বুদ্ধি-বিকাশ-সন্তান), ধনপতি-ভাগ্যপতি মঙ্গল (বক্রী, নীচভঙ্গ রাজযোগে) শ্রেষ্ঠতম রাজযোগ (ধর্ম্মকর্ম্মাধিপতি যোগ) করেছে। মঙ্গল (সমরবিদ্যা কারক), ফলে প্রপৌত্র পরীক্ষিত সম্রাট হয়ে বংশ রক্ষা করেছে।

(২) লগ্নে ৩য় পতি-অষ্টম পতি শুক্র (তুঙ্গী), বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তুঙ্গী বৃহস্পতি দৃষ্ট ; সঙ্গীত, শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য, প্রজ্ঞা ও পরাভক্তি লাভ যোগ করেছে।

(৩) ষষ্ঠে রাহু ও চন্দ্র ৬ষ্ঠপতি রবির ও একাদশ-দ্বাদশপতি শনির পূর্ণ দর্শনে (যে শনি তুঙ্গী বৃহস্পতি দৃষ্ট হয়ে ভাগ্যভাবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে রয়েছে) প্রবল শত্রুনাশ ও ভাগ্যবৃদ্ধি যোগ করেছে।

(৪) দ্বাদশে চন্দ্রের সপ্তমে ৪র্থ-৭ম পতি বুধ কেতুযুক্ত ; তীর্থভ্রমণ, বনবাস, ও মোক্ষযোগ হয়েছে।

শ্রীরাধিকার জন্মতারিখ

শ্রীরাধিকার জন্মক্ষণও দেখা যায় বিশাখা নক্ষত্রের শেষ প্রান্তে দিবার্দ্ধে নিরয়ণ ১লা ভাদ্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পাঁচ বৎসর পর ২ জুলাই, খৃঃ পূঃ ৩২২৫, রবিবার, বিশাখা-অনুরাধার সন্ধিক্ষণে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে। তাঁরও জন্মকালে লগ্ন, চন্দ্র ও বৃহস্পতি চন্দ্রের নবাংশে ছিল, রবি, শুক্র, ও বৃহস্পতি ছিল তুঙ্গ নবাংশে। ভবিষ্য পুরাণ শ্রীরাধিকার জন্মের তিথি, নক্ষত্র ও সময় সম্বন্ধে বলছে, দেবর্ষি নারদের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই কথায়—

> ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ।
> তস্যাং বিশাখা নক্ষত্রে দিনার্দ্ধেঽভিজিতে ক্ষণে॥
>
> (শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত কথা)

পদ্ম পুরাণ পাতাল খণ্ড থেকে জানা যায় শ্রীরাধিকার অগ্রজ ছিলেন

শ্রীকৃষ্ণের সমবয়সী খেলার সাথী। দেবর্ষি নারদ অবতীর্ণ রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণকে দর্শনের জন্য ব্রজে এসে শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানুর গৃহেও পদার্পণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথী তেজস্বী পুত্রটিকে দেখিয়ে বৃষভানু বলেন, "এ বালকের কনিষ্ঠা জড়, অন্ধ ও বধিরাকৃতি কিন্তু দেবপত্নী তুল্যা একটি কন্যাও আমার আছে। প্রার্থনা করি আপনি প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে বালিকাকে সুস্থির করুন"।

দেবর্ষি নারদ দেখলেন ঘরের মধ্যে ভানুর শিশু কন্যাটি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চলছে। দেবর্ষি নারদ শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে যেরূপ মুগ্ধ হয়ে পরমানন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েছিলেন সেরূপই মুগ্ধ-আনন্দ-বিহ্বল হলেন এবং বুঝলেন এই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যাই শ্রীরাধিকা। তখন শ্রীরাধিকা দেবর্ষি নারদের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং দেবর্ষিও সেই শিশুকে প্রণাম ও স্তব করেন—

জয় কৃষ্ণ মনোহারিন্ জয় বৃন্দাবনপ্রিয়।
জয় ভ্রূভঙ্গললিত জয় বেণুরবাকুল॥
জয় বর্হকৃতোত্তংস জয় গোপীবিমোহন।
জয় কুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গ জয় রত্ন বিভূষণ॥
কদাহং ত্বৎপ্রসাদেন ত্বনয়া দিব্যরূপয়া।
সহিতং নবতারুণ্যমনোহরবপুশ্রিয়া।
বিলোকয়িষ্যে কৈশোরমোহনং ত্বাং জগৎপতে॥

(পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৭১ অধ্যায়, ৬৩-৬৬ শ্লোক)

দেবর্ষি নারদের এই কৃষ্ণস্তবে সন্তুষ্ট হয়ে সেই শিশু, দিব্যরূপময়ী চতুর্দশ বয়স্কা কিশোরী রাধিকারূপ নারদকে দর্শন করান।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা করেন ১১½ বৎসর বয়সে মথুরায় যাওয়ার আগে। শ্রীরাধিকা এবং তাঁর সমবয়সী সখীদের বয়স তখন ৬ বৎসর মাত্র!

শ্রীরাধার জন্মনবাংশচক্র

কর্কট লগ্নে চন্দ্র ও বৃহস্পতি; মেষে রবি, কেতু; মীনে শুক্র ও মঙ্গল; কন্যায় শনি; ধনুতে বুধ; তুলায় রাহু।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মনবাংশচক্রের সঙ্গে শ্রীরাধিকার জন্মরাশিচক্রের আশ্চর্য সামঞ্জস্য রয়েছে ফলিত জ্যোতিষের দৃষ্টিতে। আর এহেন সামঞ্জস্য রয়েছে শ্রীচৈতন্যের রাশিচক্রের সঙ্গেও! শ্রীচৈতন্যের জন্ম নবদ্বীপে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার ভারতীয় প্রমাণ সময় সন্ধ্যা প্রায় ৫টা ৩০ মিনিট।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদে রয়েছে—

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৯
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্ বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিংহলগ্নে চন্দ্র ও কেতুকে, লগ্নপতি রবি, ভাগ্যপতি-সুখপতি তুঙ্গী মঙ্গল, মূল ত্রিকোণে স্বগৃহে বিদ্যাস্থান থেকে বৃহস্পতি এবং ৭ম পতি শনি সুখস্থান থেকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় শ্রীকৃষ্ণ (এবং অনুরূপ-ভাবে যশোদা-কন্যা যোগমায়া), শ্রীরাধিকা, শ্রীঅর্জুন, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীচৈতন্য—প্রত্যেকের জন্ম রাশিচক্রে এবং নবাংশচক্রে লগ্ন, ধর্মস্থান ধর্মস্থানাধিপতি, কর্মস্থান, কর্মস্থানাধিপতি—প্রত্যেকটিই শুভগ্রহ যুক্ত বা দৃষ্ট হয়ে অতি বলবান ছিল।

শ্রীরাধার জন্মরাশিচক্র
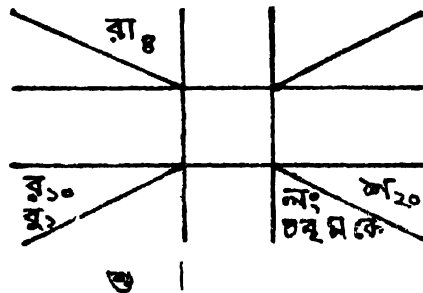
শ্রীরাধা: জন্ম ২ জুলাই, ৩২২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ, নিরয়ণ ১ ভাদ্র, রবিবার শুক্লাষ্টমীর শেষার্দ্ধে, দিবার্দ্ধে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে, বিশাখা নক্ষত্রের শেষ প্রান্তে। বৃশ্চিক লগ্নে চন্দ্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল, কেতু; ধনুতে শনি, বৃষে রাহু, কন্যায় শুক্র, সিংহে রবি, বুধ, বৃশ্চিক লগ্নেঃ পক্ষে চন্দ্রের (ধর্মস্থান পতির) কেন্দ্রে বৃহস্পতি (২য় পতি ৫ম পতি, তুঙ্গ নবাংশে) ও রবি (১০ম পতি) প্রবল অখণ্ড সাম্রাজ্যযোগ করেছে।

নবাংশচক্রে কর্কট লগ্নে চন্দ্র ও বৃহস্পতি; কন্যায় শনি; তুলায় রাহু, ধনুতে বুধ; মীনে শুক্র ও মঙ্গল; মেষে রবি ও কেতু। আত্মকারক লগ্ন মীন।

বার্হস্পত্য বৎসর—শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে

দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে প্রজাপতি নামক

বার্হস্পত্য বৎসর ছিল। যেহেতু উত্তর ভারতীয় পদ্ধতির বার্হস্পত্য বৎসরের বৃহস্পতির অবস্থানও (যেমন ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ নবেম্বর থেকে ১৯৭৮ এর ২৩ শে নবেম্বর পর্যন্ত) শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারিখে পাওয়া যায় এবং সে হিসেবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালেও (খৃঃ পূঃ ৩১৪০ নবেম্বর) শোভাকৃত নামক বার্হস্পত্য বৎসর (উত্তরভারতীয় নিয়মে) পাওয়া যায়। কিন্তু শঙ্করাচার্যের কাল থেকে এখন পর্যন্ত উত্তরভারতে বার্হস্পত্য বৎসরের নাম যেমনটি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় ১২ বৎসরের এক বার্হস্পত্য-চক্র (সূর্য-পরিক্রমা-কাল, Cycle) বাদ পড়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল শোভাকৃত বৎসরের পূর্ববর্তী বার্হস্পত্য বৎসর (প্লব) পাওয়া যায়, এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ চৈত্র পূর্ণিমায় শোভাকৃত বৎসরে পাওয়া যায়।

একটি ভুল রাশিচক্র যা শ্রীকৃষ্ণের বলে 'খ' মানিক্য জ্যোতিষের উল্লেখে চালু হয়ে রয়েছে

শ্রীকৃষ্ণের অন্যতর রাশি চক্রের মধ্যে, জ্যোতিষ প্রভাকর, পৃঃ ৫৬৭, কল্যব্দে ১৬৩৩ বুধবার ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে যে রাশিচক্রের উল্লেখ দেখা যায় তাতে বৃষ লগ্নে চন্দ্র, সিংহে রবি ভিন্ন অন্য গ্রহের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না (১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে)। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে সকল ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে ও মহাভারতে দ্বাপর যুগেই বলা হয়েছে। ঐ রাশিচক্রে বৃহস্পতি তুঙ্গ নয়, লগ্নমালিকাযোগও নেই। ঐ ভুল রাশিচক্রের গ্রহ সন্নিবেশ এই রকম লেখা হয়েছে (যা গণনায় দেখা যায়, যথার্থ নয়)। বৃষ লগ্নে চন্দ্র ও কেতু, সিংহে রবি, কন্যায় বুধ, তুলায় শুক্র ও শনি, বৃশ্চিকে রাহু, মীনে বৃহস্পতি। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের ঐ রাশিচক্রের গ্রহ সন্নিবেশ ৩১৭৩ খৃঃ পূঃ ভাদ্রমাসে পাওয়া যায় বলেছেন, কিন্তু তা গণনায় ধোপেই টেঁকে না। প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে 'খ' মাণিক্য জ্যোতিষের নামে জ্যোতিষ প্রভাকরের (১৬৩৩ কল্যব্দের) ঐ ভুলরাশিচক্রেরই উল্লেখ করেছেন (পরিশিষ্ট ১ : ৪)।

শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কতকাল বাস করেছিলেন

বৃন্দাবনলীলা—	১১ বৎসর ৬ মাস (জন্ম[illegible]
মথুরালীলা —	১০ " ৬ "
দ্বারকালীলা—	১০৫ " ৩ "
	১২৭ বৎসর ৩ মাস
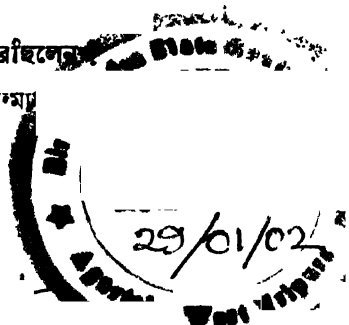
যুধিষ্ঠির—মহাপ্রস্থান অবধি

হিমালয়ের শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে	১০ বৎসর ৬ মাস
হস্তিনায়	৫ বৎসর
জতুগৃহে (বারণাবতে)	৬ মাস

যুধিষ্ঠির ষোড়শ বর্ষ করতে এখানে আসেন। মহাভারত, আদিপর্ব্বের ১২০ অধ্যায়ের যে শ্লোকগুলো মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য্য দিয়েছেন তাতে কিছু 'প্রমাদ' রয়েছে। তা লেখকের ইংরেজীতে লেখা SRI KRISNA : NOT A FICTION বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এক চক্রানগরে (দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও বিবাহকালে)	৬ „	
দ্রুপদ রাজ্যে	১ বৎসর	
ইন্দ্রপ্রস্থে	৬০ „	
বনবাসে	১২ „	
বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাত বাসে ও পরে	১ „	১ মাস
উপপ্লব্য নগরীতে		৫ মাস
কুরুক্ষেত্রে (যুদ্ধোপলক্ষ্যে)		১ মাস (প্রায়)
পুনরায় হস্তিনায়	৩৭ বৎসর ৩ মাস	
মহাপ্রস্থানের পর স্বর্গারোহন অবধি		৬ মাস
	১২৮ বৎসর ১০ মাস (প্রায়)	

জন্ম, খৃঃ পূঃ ৩২৩১, এপ্রিল ২১, বৃহস্পতিবার থেকে
স্বর্গারোহণ, খৃঃ পূঃ ৩১০২, ফেব্রুয়ারী ১৭, বৃহস্পতিবার

১২৮ বৎসর ১০ মাস (প্রায়)

খৃঃ পূঃ ৩১০২, ফেব্রুয়ারী ১৮, শুক্রবার চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, পরীক্ষিতের প্রকৃত রাজত্বকালের ও প্রচলিত কল্যব্দের শুরু।

যুধিষ্ঠির—নিম্বার্ক—শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ

নিম্বার্কাচার্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য, যাঁর প্রশিষ্য শ্রীপুরোষত্তমাচার্যের 'আচার্য চরিতম্' গ্রন্থে রয়েছে—

"ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠস্য যুধিষ্ঠিরস্য ভূভৃত ঃ।
রাজ্যাদুত্তরকালেঽভূদ্ বজ্রনাভো নৃপোত্তমঃ॥
স শশাস মহাভাগো মথুরামণ্ডলে মহীম্।
তদা শ্রীনিবাসাচার্য্যো গুরুণাং শরণং গতঃ॥"

[শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের উত্তরকালে (পরবর্ত্তীকালে) নৃপোত্তম বজ্রনাভের মথুরামণ্ডলে রাজত্বকালে শ্রীনিবাসাচার্য তাঁর গুরুর (শ্রীনিম্বার্ক) শরণ নেন।]

মহাপ্রস্থানের আগে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে মথুরার রাজা করেন, (রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে) এবং অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরে ভারতসম্রাট করেন। ভবিষ্যপুরাণ, ভৃগুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থেও এ তথ্যের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু একালের ঐতিহাসিকগণ শ্রীনিম্বার্ককে শংকরাচার্যেরও পরবর্তী বলে মনে করেছেন এই যুক্তিতে যে শংকরাচার্য নিম্বার্কাচার্যের মতবাদ বা নামের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু শংকরাচার্য নিম্বার্কের মতের বিরোধী নন, তাই তা খণ্ডন করেন নি। শংকরাচার্য গুরুরূপী ব্রহ্মে শিষ্য-সাধকের অভেদভাব আরোপন না করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন ভক্তিতত্ত্বের 'ভক্তিরেব গরীয়সি', নির্দেশ দিয়েছেন "ভজ গোবিন্দং", ভক্তিমহিমা দেখিয়েছেন নিরক্ষর 'অজ্ঞ' শিষ্য 'গিরিকে' মহাজ্ঞানী তোটকাচার্যে রূপান্তরণে, ভক্ত শিষ্য সনন্দনের "পদ্মপাদে" নবীকরণে, বদরীধামের প্রাচীন নারায়ণ বিগ্রহ কুণ্ডের তলদেশ থেকে উদ্ধার করে নিম্বার্কের ভেদাভেদ তথা 'দ্বৈতাদ্বৈত' মতবাদের যথার্থতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়েছেন।

নিম্বার্কের আবির্ভাব ও জন্মকালীন রাশিচক্র
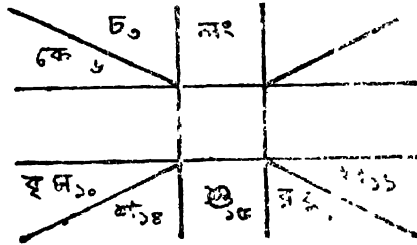
কলির প্রারম্ভে ১৫ কল্যব্দে (প্রকৃত কল্যব্দের হিসেবে, খৃঃ পূঃ ৩১০৩, মাঘী পূর্ণিমা, শুক্রবার ১৫, জানুয়ারী থেকে ১ম অব্দ ০ শূন্য অব্দ হিসেবে) এই সাধনার পথ নির্দেশক সুদর্শনচক্রের অংশাবতার শ্রীনিম্বার্কাচার্যের নরজন্ম হয় ১০ই অক্টোবর, শনিবার, খৃঃ পূঃ ৩০৮৭, সূর্যাস্তের কিছু আগে মেষ লগ্নে, যখন লগ্নের পঞ্চমে (প্রকৃত) ধর্মপতি বৃহস্পতি লগ্নপতি মঙ্গল যুক্ত (মধ্যমমানে ভাবচক্রে চতুর্থে কেন্দ্রে), ৬ষ্ঠে কন্যায় শনি, ৭মে স্বগৃহে শুক্র, ৮মে রবি ও বুধ, ৩য়ে কেতু (প্রাচীন নাম রাহু) ও ৯মে রাহু অবস্থান করছিল।

ফলিত জ্যোতিষ জীববিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের এক যোগ সূত্রের সন্ধান দিতে পারে। দেখা যায় নিম্বার্ক, শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্য, অর্জুন প্রভৃতির জ্ঞান-বুদ্ধিভক্তি স্থান অর্থাৎ পঞ্চমে প্রবল বৃহস্পতি অবস্থিত এবং প্রজ্ঞাকারক বৃহস্পতি ও ভক্তি-রসদায়ক শুক্র অতি প্রবলভাবে কেন্দ্র বা কোণস্থানে অবস্থিত। শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধের রাশিচক্রেও তেমন গ্রহসংযোগই দেখা যায়।

হিন্দু ঐতিহ্যানুসারে তারিখ নিরূপন

	উদ্ধৃত	বৎসর খৃঃ পূঃ	দিন ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)	বার	তিথি... [ভাঃ প্রঃ সঃ] পর্যন্ত	মন্তব্য
১।	শ্রীকৃষ্ণ (জন্ম তারিখ)	৩২৩০	১৩ জুলাই ২৪ ঘ. ২০ মি.	বৃহস্পতি	কৃষ্ণাষ্টমী ২৪'৫ ঘণ্টা পর্যন্ত	
২।	অর্জুন (জন্ম তারিখ)	৩২২৯	১ জানুয়ারি ১ম ঘণ্টা	সোম	কৃষ্ণ দ্বিতীয়া	
৩।	শ্রীরাধা	৩২২৫	২ জুলাই	রবি	শুক্লাষ্টমী	
৪।	রাস উৎসব	৩২২২	৩ অক্টোবর	শুক্র	পূর্ণিমা (২৮'৫৩ ঘণ্টা ভা. প্র. স. পর্যন্ত)	
৫।	কংস বধ	৩২১৮	৯ ফেব্রুয়ারি	শুক্র	কৃষ্ণ চতুর্দশী (ফাল্গুনী ১৫'৭২ ঘ.)	
৬।	জরাসন্ধ বধ	৩১৫২	৩০ সেপ্টেম্বর	বুধ	কার্ত্তিকী পূর্ণিমা	ভীমের সাথে মল্লযুদ্ধ শুরু হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, খৃঃ পূঃ ৩১৫২, শুক্ল প্রতিপদে, যা ১৪ (দিবস ও রাত্রি) দিন স্থায়ী ছিল।

৭।	রাজসূয় যজ্ঞ	৩১৫৩	২৬ ফেব্রুয়ারি	শুক্র	চৈত্র পূর্ণিমা
৮।	পাণ্ডবদের নির্বাসন শুরু	৩১৫৩	৪ মে	বুধ	কৃষ্ণাষ্টমী
৯।	পাণ্ডবদের নির্বাসন ও অজ্ঞাতবাসের শেষ	৩১৪০	৮ মে	মঙ্গল	কৃষ্ণ সপ্তমী ১৫'২৩ ঘ. পর্যন্ত
১০।	বিরাট রাজসভায় পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশ	৩১৪০	৩১ মে	বৃহস্পতি	আষাঢ়ী পূর্ণিমা
১১।	সূর্য গ্রহণ	৩১৪০	১২ সেপ্টেম্বর	বুধ	অমাবস্যা ১২'৬৫ঘ. পর্যন্ত
১২।	পাণ্ডবদের সৈন্য প্রেরণ	৩১৪০	৩১ অক্টোবর	বুধ	কৃষ্ণ পঞ্চমী
১৩।	কৌরবদের সৈন্য প্রেরণ	৩১৪০	২ নবেম্বর	শুক্র	কৃষ্ণ সপ্তমী (মঘা নক্ষত্র)
১৪।	কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভ	৩১৪০	৯ নবেম্বর	শুক্র	অমাবস্যারম্ভ ১১'৮ ঘ.
১৫।	ভীষ্মের শর-শয্যার শুরু	৩১৪০	১৮ নভেম্বর	রবি	শুক্ল নবমী
১৬।	সঞ্জয়ের নিকট 'গীতা'র বর্ণন	৩১৪০	২০ নবেম্বর	মঙ্গল	শুক্ল একাদশী

১৭।	অভিমন্যুর মৃত্যু	৩১৪০	২১ নবেম্বর	বুধ	শুক্ল দ্বাদশী
১৮।	জয়দ্রথ বধ	৩১৪০	২২ নবেম্বর	বৃহস্পতি	শুক্ল ত্রয়োদশী
১৯।	কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত	৩১৪০	২৬ নবেম্বর	সোম	কৃষ্ণ দ্বিতীয়া/তৃতীয়া
২০।	উত্তরায়ণ শুরু	৩১৩৯	১৪ জানুয়ারি	সোম	প্রায় ২০.৫ ঘ.
২১।	ভীষ্মের মৃত্যু	৩১৩৯	১৫ জানুয়ারি	মঙ্গল	শুক্লাষ্টমী
২২।	অশ্বমেধ যজ্ঞ	৩১৩৯	২৩ মার্চ	শনি	চৈত্র পূর্ণিমা
২৩।	প্রকৃত কলিযুগাব্দের শুরু	৩১০৩	১৫ জানুয়ারি	শুক্র	মাঘী পূর্ণিমা
২৪।	সূর্য গ্রহণ	৩১০৩	২৩ সেপ্টেম্বর	বৃহস্পতি	অমাবস্যা ১৩.৬২ ঘ. পর্যন্ত
২৫।	যদুবংশ ধ্বংস তথা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামৃত্যু	৩১০৩	১ অক্টোবর	শুক্র	শুক্ল নবমী, কার্ত্তিক (অক্ষয় নবমী, ত্রেতাযুগাদ্যা)
২৬।	'দ্বারকা' নগরীর সমুদ্রে নিমজ্জন	৩১০৩	৭ অক্টোবর	বৃহস্পতি	পূর্ণিমা

২৭।	ঐতিহ্যগত কলিযুগের শুরু তথা পরীক্ষিতের কাল শুরু	৩১০২ (কলির শূন্য বৎসর)	১৮ ফেব্রুয়ারী	শুক্র	চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ
২৮।	নিম্বার্ক (জন্মতারিখ)	৩০৮৭ (প্রকৃত কলি ১৫)	১০ অক্টোবর	শনি	পূর্ণিমা ১৬ ঘ
২৯।	কাশ্মীরের সপ্তর্ষি অব্দের শুরু	৩০৭৭	১২ ফেব্রুয়ারী	মঙ্গল	চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ
৩০।	বুদ্ধ (জন্মতারিখ)	১৮৮৬ (ঐতিহ্যগত কলি ১২১৫)	২৯ মার্চ	বুধ	পূর্ণিমা
৩১।	কিম্বদন্তীর বিক্রমাদিত্য (জন্মতারিখ)	৫৪৮ (ঐতিহ্যগত কলি ২৫৫৩)	১৬ মার্চ	বৃহস্পতি	শুক্ল চতুর্থী
৩২।	আদি শঙ্কর (জন্ম তারিখ)	৫০৮ (ঐতিহ্যগত কলি ২৫৯৩)	২২ এপ্রিল	রবি	শুক্ল পঞ্চমী (২৬. ৮ ঘ.)
৩৩।	শ্রীচৈতন্য (জন্ম তারিখ)	১৪৮৬ খৃঃ	১৮ ফেব্রুয়ারী	শনি	পূর্ণিমা (২২. ২ ঘ.)
৩৪।	শ্রীচৈতন্য (মহাপ্রয়াণ হয় উড়িষ্যার পুরীতে সূর্যোদয়ের ১০ দণ্ড অর্থাৎ ৪ ঘন্টা পর)	১৫৩৩ খৃঃ	২৯ জুন	রবি	আষাঢ় শুক্ল সপ্তমী (১২. ৪ ঘ.)

ভৃগুসংহিতার একটি খণ্ড—কাশী থেকে বুলার সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত ও লণ্ডনে India Office Library-তে সংরক্ষিত।
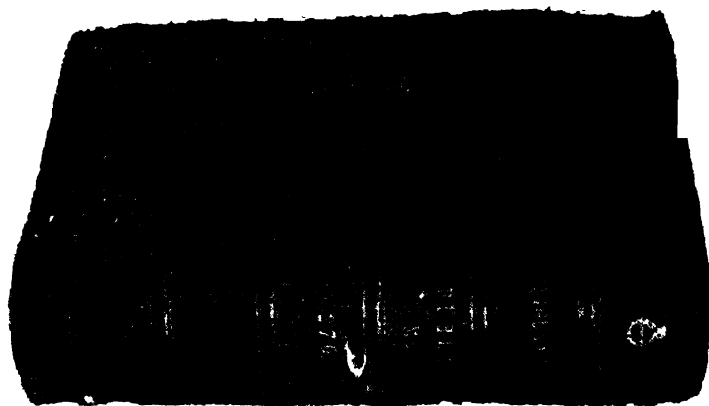
মূল গ্রন্থের ছবি
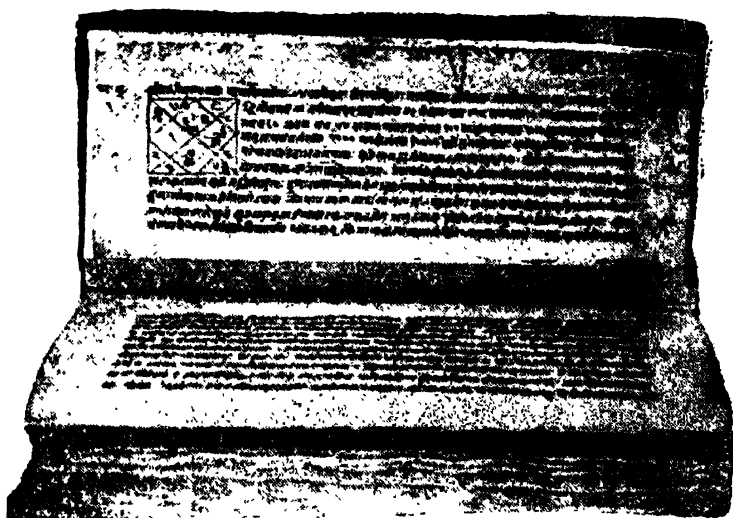
মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠার ছবি

SHRI KRISHNA'S FOOT-PRINTS
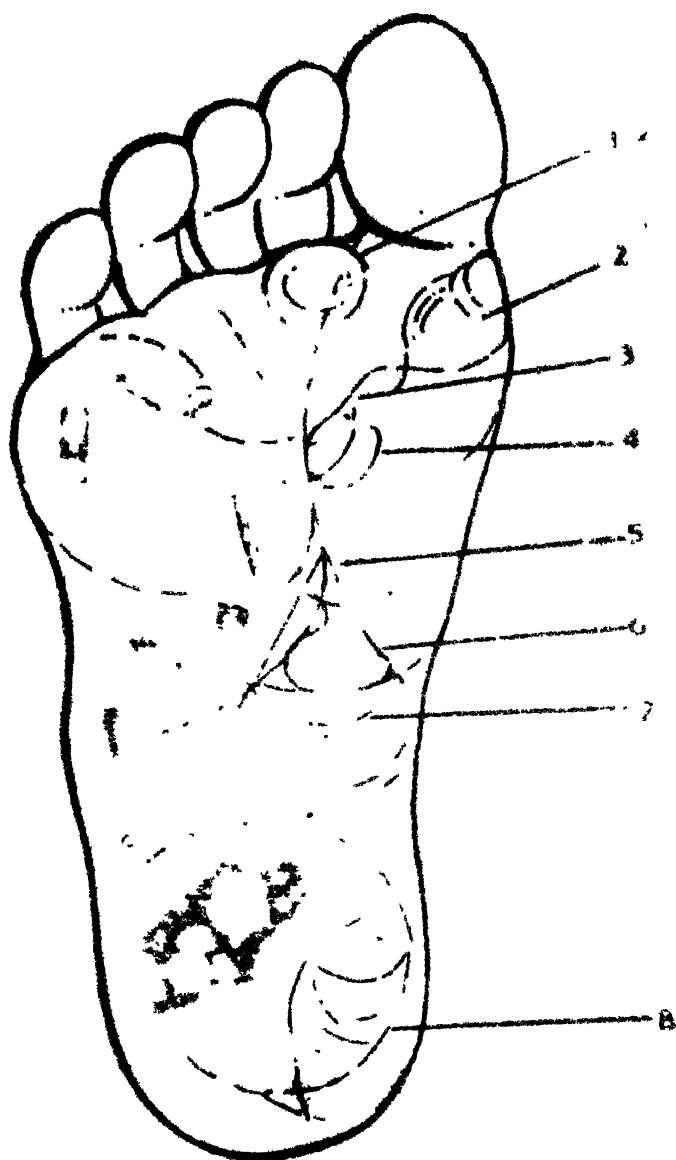
পরিশিষ্ট ১ এর ৫ নং দ্রষ্টব্য

LEFT FOOT PRINTS-(বাম চরণ চিহ্ন) :—
(1) অম্বর (Sky) (2) শঙ্খ (Conch) (3) ইন্দ্র ধনু (bow (4) গোষ্পদ (cow-hoof) (5) ত্রিকোণ (Triangle) (6) কলস (Pitcher) (7) অর্ধচন্দ্র (Half-moon) (8) প্রোষ্ঠী তথা পুঁটি মাছ (Fish—*Barbus Swarna*)

Sketch by : KRISHNADHAN ACHARJEE

পরিশিষ্ট ১ এর ৫ নং দ্রষ্টব্য
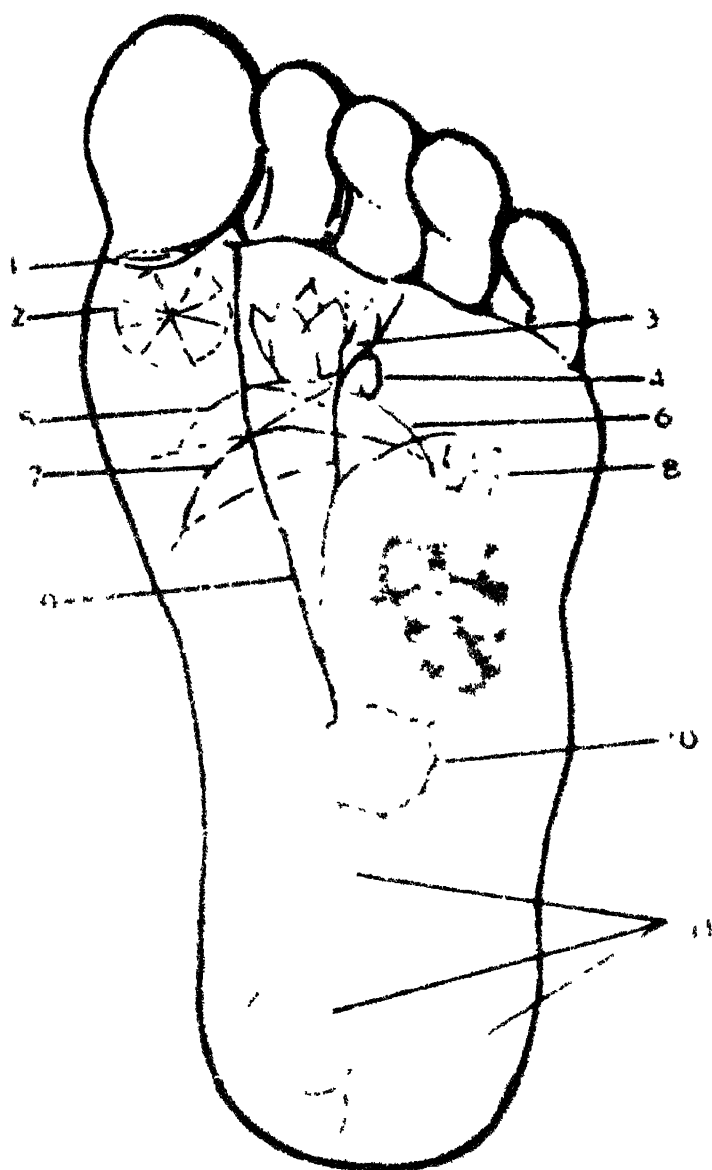
RIGHT FOOT PRINTS (দক্ষিণ চরণ চিহ্ন) :—

(1) যব (**Wheat**) **(2)** চক্র (**Wheel**) **(3)** পদ্ম (**Lotus**) **(4)** অঙ্কুশ (**Goad**) **(5)** ছত্র (**Umbrella**) **(6)** বজ্র (**Cross**) **(7)** ধ্বজ (**Flag**) **(8)** স্বস্তিকা (**Swastika**) **(9)** উর্ধ্বরেখা (**Vertical line**) **(10)** অষ্ট কোন (**Octagon**) **(11)** জম্বু ফল (**A Kind of berry**)

পরিশিষ্ট ১

১. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে অর্জুন ছিলেন ৯০ বৎসর বয়সের যুবক। মহাভারতে বিরাট পর্বের ৩৯ অধ্যায় ৭ নং শ্লোকে বিরাট রাজার পুত্র উত্তরকে অর্জুন বলেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালাবধি গাণ্ডীব ধনু ৬৫ বৎসর পর্যন্ত অর্জুনের অধিকারে ছিল—

পাঞ্চষষ্টিঞ্চ বর্ষানি তৎ পার্থ শ্বেতবাহনঃ

মহাবীর্যং মহাদিব্য মেতান্ধনুরনুত্তমম্ ।।

উত্তরের ভগিনী উত্তরাকে অর্জুনের মতো তরুণ তেজস্বী বীর যুবকের নিকট বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন বিরাট রাজা! এতে প্রমাণিত হয় যে, অর্জুন প্রায় পঁচিশ বৎসর বয়সে অগ্নির নিকট থেকে গাণ্ডীব ধনু লাভ করেছিলেন।

—শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী, (জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২৪)।

২. ······উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে শতপথব্রাহ্মণের একটি উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কৃত্তিকা তারকাপুঞ্জ সর্বদাই পূর্বদিকে উদিত হয়, কখনই পূর্বদিক হইতে বিচ্যুত হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত তারকাপুঞ্জ তৎকালে বিষুববৃত্তের উপরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই তারকাপুঞ্জ ক্রান্তিবৃত্তেরও অতি নিকটে।······

—পি, কোটেশ্বরম্, ডিরেক্টর জেনারেল অব্ অব্জারভেটরিজ্। রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ, শকাব্দ ১৮৯৬।

৩. **শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিহ্ন** (২১২৫/২১২৬)

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র এবং মৎস্য পুরাণের নির্দেশানুসারে জানা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণের চরণ চতুর্দশাঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ এবং ষড়ঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত। সুতরাং তাঁহার অষ্টাঙ্গুল পরিমিত স্থানের নিম্নভাগে অষ্টকোণ চিহ্নের (দক্ষিণ চরণতলে) সমাবেশে শোভা হানি হয় না।

পদ্মপুরাণ মতে—শ্রীকৃষ্ণের বাম চরণতলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে চারি অঙ্গুলি নিম্নে জ্যারহিত, নানাবর্ণ বিশিষ্ট ইন্দ্রধনু। (১) চরণাগ্র হইতে

অষ্টাঙ্গুল নিম্নে (মধ্যভাগে) ত্রিকোণ (২), এবং উপযুক্ত স্থানে কলস (৩), ত্রিকোণের নিম্নভাগে অর্ধচন্দ্র (৪) অর্ধচন্দ্রের দুই কোটি ত্রিকোণের প্রান্তভাগে সংলগ্ন। সমস্ত চিহ্নের উপরিভাগে অম্বর (৫) এবং নিম্নভাগে মৎস্য (৬) চিহ্ন সন্নিবিষ্ট। অম্বর চিহ্নে একটি বাহ্য মণ্ডল ও একটি অন্তর্মণ্ডল। ইন্দ্র ধনুর অধোভাগে স্বিখুরযুক্ত গোষ্পদ (৭) চিহ্ন সন্নিবিষ্ট আছে। [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে শঙ্খ (৮) চিহ্ন]।

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণের মধ্যভাগে ধ্বজা (১) মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি নিম্নে ধ্বজার উপর পদ্ম (২) দক্ষিণপার্শ্বে বজ্র (৩) এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্কুশ (৪) অঙ্গুষ্ঠ মূলে যব (৫) এবং শোভাবর্ধক স্থানে স্বস্তিক (৬) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণের মধ্যভাগ. পর্যন্ত ঊর্ধ্বরেখা (৭) অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুল পরিমিত স্থানে অষ্টাকোণ (৮) যত্রতত্র জম্বুফল (৯) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নে (যবের নিম্নে) চক্র (১০) চক্রের নিম্নে ছত্র

পদ্মপুরাণ—২১১২ পৃঃ। ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—

যোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে।
দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ ॥
ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশে যব এব চ।
স্বস্তিকং চোর্ধ্বরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ ॥
সপ্তন্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ বৈষ্ণবোত্তম।
ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্ধ চন্দ্রকম্ ॥*
অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমংস্মৃতম্ ।*
যোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃনু দেবর্ষি সত্তম ॥*
জম্বুফল সমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ ॥*

২১২৫ পৃঃ

মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুল মানতঃ।
বজ্রং হি দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো চৈ তদগ্রতঃ।
যবোহপ্যঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ।
আদিং চরণমাদভ্য যাবন্বৈমধ্যমাঙ্গুতা ॥
তাবন্বৈবচোর্ধরেখা চ কথিতা পদ্মঃ সংজ্ঞকে।
অষ্টকোণন্তু ভো বৎস মানঞ্চাষ্ঠাঙ্গুলৈশ্চ তৎ ॥
নির্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্মুনয়ঃ কিল।
দক্ষিণেতর স্থানানি সংবাদামীহ সাম্প্রতং ॥
চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতম্

ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ ॥
ত্রিকোণং মধ্য নির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ ।
অষ্টাঙ্গুল প্রমাণেন তদ্ভবেদর্দ্ধচন্দ্রকং ॥
বিন্দুবৈর্মৎস্য চিহ্নঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতং ।
গোষ্পদং দ্বিখুরং জ্ঞেয়মাদ্যাদাঙ্গুলি মানতঃ ॥

(পদ্ম পুরাণ)

৪. শ্রীমদ্ভাগবতম্, ২৩৪ পৃঃ

প্রভুপাদ শ্রীল রাধা বিনোদ গোস্বামী, হরিহর লাইব্রেরী, ২৯ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি তীর্থ সম্পাদিত ।
থমানিক্য ধৃত বুধবার

চ৪কেলং
বু
ম২৩
র
শু
বৃ১৩
শ
রা
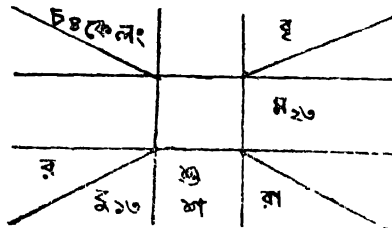
২৩১ পৃঃ । বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ভা-মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে পৃথিবীর ভাগ্যে এই শুভ মুহূর্তের উদয় হইয়াছিল সে আজ প্রায় কিঞ্চিন্যূন সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের কথা ।

৫. শ্রীকৃষ্ণাদেশে অর্জ্জুনের শ্রীদুর্গাস্তব

(মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্ব, ২৩ অধ্যায়)

সঞ্জয় উবাচ—ধার্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ।
অর্জ্জুনস্য হিতার্থায় কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ—শুচিভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ ।
পরাজয়ায় শত্রূনাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্তোঽর্জুনঃ সংখ্যে বাসুদেবেন ধীমতা।
অবতীর্য্য রথাৎ পার্থঃ স্তোত্রমাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩
অর্জুন উবাচ—ওঁ নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্যে মন্দরবাসিনী।
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে॥ ৪
ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তুতে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি॥
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।
শিখি পিচ্ছ ধ্বজধরে নানাভরণ ভূষিতে॥ ৬
অট্টশূলপ্রহরণে খড়্গখেটক ধারিণী।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে॥ ৭
মহিষাসৃক্ প্রিয়ে নিত্যংকৌশিকী পীতবাসিনী।
অট্টহাসে কোকমুখি নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে॥ ৮
উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি।
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তুতে॥ ৯
বেদশ্রুতি মহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি।
জম্বুকটক চৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে॥ ১০
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনী॥ ১১
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলাকাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে॥ ১২
স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং তৎপ্রসাদ্যদ্রণে রণে*॥ ১৩
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্॥ ১৪
ত্বং জম্ভনী * মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা॥ ১৫
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্দ্ধনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ॥ ১৬
সঞ্জয় উবাচ—ততঃ পার্থস্য বিজ্ঞায় ভক্তিং মানববৎসলা।
অন্তরিক্ষগতোবাচ গোবিন্দস্যাগ্রতঃ স্থিতা॥ ১৭
দেব্যুবাচ—স্বল্পেনৈব কালেন শত্রূঞ্জেষ্যসি পাণ্ডব।
নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণ সহায়বান্।

---

*পাঠান্তর ঃ—তৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে, জৃম্ভনী

অজেয় স্তবং রণেহরীনামপি বজ্রভৃতঃ স্বয়ম্ ।। ১৮
ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা ক্ষণেনান্তরধীয়ত ।
লব্ধ্বা বরং তু কৌন্তেয়ো বিজয়মাত্মনঃ ।। ১৯
আরুরোহ ততঃ পার্থো রথং পরমসংগতম্ ।
কৃষ্ণার্জুনাবেকরথৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মৌ ।
য ইদং পঠতে স্তোত্রং কল্য উত্থায় মানবঃ ।
যক্ষরক্ষঃ পিশাচেভ্যো ন ভয়ং বিদ্যতে সদা ।। ২০
ন চাপি রিপবস্তেভ্যঃ সর্পাদ্যা যে চ দংষ্ট্রি ।
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য সদা রাজকুলাদপি ।। ২১
বিবাদে জয়মাপ্নোতি বন্ধনাৎ ।
দুর্গং তরতি চাবশ্যং তথা চৌরৈর্বিমুচ্যতে ।। ২২
সংগ্রমে বিজয়োন্নিত্যং লক্ষ্মীং প্রাপ্নোতি কেবলাম্ ।।
আরোগ্যবলসম্পন্নো জীবেদ্বর্ষশতং তথা ।। ২৩
সঞ্জয় উবাচ—এতদ্দৃষ্টং প্রসাদাত্তু ময়া ব্যাসস্য ধীমতঃ ।
মোহাদেতৌ ন জানন্তি নর নরায়ণাবৃষী ।।
তব পুত্রা দুরাত্মনঃ সর্বে মন্যুবশানুগাঃ ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং কালপাশেন গুণ্ঠিতাঃ ।।

৬. ১৬০২—১৬০৪খ্রীঃ কাশীরাম দাস কৃত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ঃ—

মহাভারত ঃ মৌসল পর্ব

হেনমতে যদুগনে হয় মহারণ ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন ।।
সত্বরে দারুক, যাহ মথুরানগরে ।
মম রথে করি লহ বজ্রমহাবীরে ।।
মথুরায় ল'য়ে রাখ প্রপৌত্র আমার ।
অস্ত গেল যদুকুল, কিবা দেখ আর ।।
সে-কারণে বজ্রে ল'য়ে যায় মথুরায় ।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবে তথায় ।।
আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজ স্থানে ।
আজি হৈতে সপ্তম-দিবস-পরিমাণে ।।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা-নক্ষত্র ।

সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্র ॥
এইসব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে ॥
তথা হৈতে হেথায় আসিবে শীঘ্রগতি।
পুনরপি যেতে হবে হস্তিনা বসতি ॥
পাণ্ডবগণেরে দিয়া মম সমাচার।
আনিবে হে প্রিয়সখা অর্জ্জুনে আমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

মহাভারত বনপর্ব

ক্রোধেতে কম্পিত-অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয়ে ধনঞ্জয় করে নিবেদন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয়-হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি ॥
অক্রোধী অলোভী তুমি, দীনে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ, না পাই তদন্ত ॥
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি ॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ-সহস্র-বৎসর।
একপদ বাতাহার ঊর্দ্ধ দুই কর ॥
বদরিকা আশ্রমে তুমি শতেক-বৎসর।
দেবমানে তপশ্চর্য্যা কৈলা দামোদর ॥
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয়, ইঙ্গিতে সৃজন ॥
তুমি ত নির্গুণ, কিন্তু গুণেতে পূরিত।
হেন ক্রোধ দেখি তব হইনু বিস্মিত ॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাঁহারে কহেন তবে দেবকী-তনয় ॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ-ঋষি, তুমি হও নর ॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ।

সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে ; সে করে আমারে ।
তোমারে যে স্নেহ করে, সে আমারে করে ॥

মহাভারত ভীষ্ম পর্ব

মার্গশীর্ষ-মাসে কৃষ্ণ-সপ্তমী যে তিথি ।
মঘা-নামে নক্ষত্রেতে সাজে কুরুপতি ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড ।
কুরুক্ষেত্রে রহে যুড়ি সব পূর্ব্ব খণ্ড ॥
পাণ্ডব-বাহিনী সব বিষ্ণু-পরায়ণ ।
পূর্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥
পশ্চিম-মুখেতে রাজা কৌরব-প্রধান ।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান ॥
সর্ব্বসৈন্য-আগে ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন ।
দিব্য রথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥

মহাভারত উদ্যোগ পর্ব

তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন ।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
...   .
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন ।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আসে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে ।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন ।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন ॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন ।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা, দিন শুভক্ষণ ॥

মহাভারত বিরাট পর্ব

কহ সহদেব, শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা।
দ্বাদশ-বৎসর-শেষ অজ্ঞাতের লেখা ॥
অজ্ঞাত-বৎসর শেষ কিছু যদি থাকে।
তবে পুনঃ যাব মোরা ঘোর অরণ্যেতে ॥
সহদেব বলে, প্রভু, হইয়াছে শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের লিখিত।
তব আজ্ঞা লৈতে আছে হইতে উদিত ॥
যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে।
শুভ দিন সমুদিত হবে ভাই, কবে।
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ়-পূর্ণিমা-তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া, ইন্দ্রনামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরেতে মাস-অর্দ্ধ ভোগ ॥
... ...
সহসা সুদেষ্ণা আসি নৃপ-পাটরাণী।
বিনয়পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রীরে বলে বাণী ॥
এথা হৈতে বাছা, তুমি করহ গমন।
যথা আছে গন্ধর্ব্বেরা, তব পতিগণ ॥
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্বলোকে ডরে ॥
সর্ব্বনাশ হৈল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ ॥
এখন ক্ষমহ মোরে, করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার ॥
দ্রৌপদী বলিল, দেবী, কর অবধান।
তেরদিন পরে আমি যাব নিজস্থান ॥
তোমারে গন্ধর্ব্বগণ বহু প্রীত হবে।
তেরদিন উপরান্তে মোরে ল'য়ে যাবে ॥
... ...
সংগ্রামে হারিয়া তবে ত্রিগর্ত্ত-নৃপতি।
ভগ্ন সৈন্য নিরুৎসাহ অতি দীনমতি ॥

হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন ।।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ-রথী গজ-বাজী চতুরঙ্গ দল ।।
বেড়িল আসিয়া যত মৎসের গোধন।
লইলেক যুদ্ধ করি মারি গোপগণ ।।
... ...
শুভক্ষণ দেখ ভাই, যাব কুরুক্ষেত্রে।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্রে ।।
সহদেব বলে, রাজা, আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি, শুভ তারাগণ ।।

৭. কাশীরামের কাল

১৭৬৪ খৃঃ অনুলিখিত একটি পুঁথির আদি পর্বে রয়েছে—

"শকাব্দ বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রুক্মিনী নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে ।।"

আচার্য যোগেশচন্দ্র ইহা ১৫২৪ শকাব্দ বা ১৬০২—০৩ খৃঃ বলে গ্রহণ করেছেন।

আবার কোন পুঁথিতে বিরাট পর্ব্বের একটি পুষ্পিকায় রয়েছে :—

"চন্দ্রবান পক্ষ ঋতু শক সমুচ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীরাম কয় ।।"

ইহাতে বিরাট পর্বের রচনাকাল ১৫২৬ শকাব্দ, বা ১৬০৪ খৃঃ পাওয়া যায়।

কাশীরাম ষোড়শ—সপ্তদশ খৃঃ শতকের লোক।

—মহাভারত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১২২৫।

৮. সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস প্রণীত বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ২২৪৯ (২য় সংস্করণ-পুনর্মুদ্রণ—ডিসেম্বর ১৯৭৯) :—

কাল পরিমাণ

৬০ ক্ষণ = ১ লব, ৬০ লব = ১ নিমেষ, ৬০ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা, ৬০ কাষ্ঠা = ১ অতিপল, ৬০ অতিপল = ১ বিপল, ৬০ বিপল = ১ পল (২৪ সেকেন্ড), ৬০ পল = ১ দন্ড (২৪ মিনিট), ৬০ দণ্ড = ১ অহোরাত্র, ৬০ অহোরাত্র বা ৬০ সাবন দিন = ২ সাবন মাস বা ১ঋতু, ৬ ঋতু বা ১২ সাবন মাস = ১ সৌর মানব বর্ষ বা ১ দিব্য দিন, ৩৬০ দিব্য অহোরাত্র = ১ দিব্য বর্ষ, ১২০০ দিব্য বর্ষ = ১ মহাযুগ (৪৩,২০,০০০ রবিবর্ষ), ৭১ মহাযুগ = ১ মন্বন্তর, ১৪ মন্বন্তর = ১ কল্প (৪৩২০০০০০০০ রবি বর্ষ বা ব্রহ্মার ১ দিন), ২ কল্প = ১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র, ৩৬০ ব্রাহ্ম অহোরাত্রি = ১ব্রাহ্ম বর্ষ, ৫০ ব্রাহ্ম বর্ষ = ১ পরার্ধ, ২ পরার্ধ = ১ পরা অথবা মহাকল্প বা ব্রাহ্ম আয়ু। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই ৪ যুগ = ১ মহাযুগ। ১ কল্পে ১০০০ মহাযুগ ও ১৪ মন্বন্তর। ব্রহ্মার পরমায়ু ১০০ ব্রহ্ম বর্ষ। এই কাল পরিমাণের নাম দ্বিপরার্ধ। ব্রহ্মার আয়ু একপরার্ধ অতীত হইয়া দ্বিতীয় পরার্ধে বরাহ নামক আদি কল্প চলিতেছে। এই বরাহ কল্পের ৬ মন্বন্তর শেষ হইয়া এখন বৈবস্বত মনুর ৭ম মন্বন্তর ও এই মন্বন্তরে ২৪ সত্য, ২৮ ত্রেতা ও ২৮ দ্বাপর অতীত হইয়া ২৮শ কলিযুগ চলিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু অভিমত

১. বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলী [প্রথম ভাগ], রাজ সংস্করণ ; (বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ থেকে প্রকাশিত) কিছু উদ্ধৃতি—

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"সপ্তর্ষী-নাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে তু পরীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ) ৪ অংশ, ২৪ অ, ৩৩।৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মধ্যনক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন (নক্ষত্র, এখানে অশ্বিন্যাদি)। সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়, তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। —১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠাঃ ১২)।

তবে, ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে ; ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দোষ অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাহার উদ্দেশ্য, তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, "আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর। অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিস্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন কোনরূপ বিচারে যথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। —৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১১০)।

...জরাসন্ধের বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ডপনেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal··· ৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১১২)'।

ভীষ্ম বলিলেন, "এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজবলে পরাজয় করেন নাই।"

এ গেল মনুষ্যত্ব বাদ। তার পরই দেবত্ববাদ—"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পুনশ্চ মনুষ্যত্য—

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কর্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুমঃ পুনঃ তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন ; তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরীজ্ঞাত হইয়া"—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ—

"সেই ভূত সুখাবহ জগদচির্চত অচ্যুতের পূজাবিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ,মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে ;

তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান এবং বেদ বেদাঙ্গ সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদয় গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরু স্বরূপ কৃষ্ণের পূজাই প্রতি ক্ষেম

প্রদর্শন তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চিত হইয়াছেন।" পুনশ্চ দেবব্রবাদ—"কৃষ্ণই এ চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা, তিনি অব্যক্ত-প্রকৃতি, সনাতন, কর্ত্তা, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কী? বুদ্ধি, মন, মহত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্-বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি—।

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ। (১) তিনি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ। (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী কেহ নহে।

—৪র্থ খন্ড, নবম পরিচ্ছেদ (পৃঃ ১১৭)।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এতদূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পান্ডব দিগের পক্ষ এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাত শূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে। —৫ম খন্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১২৭।

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দুর্য্যোধন কোনমতেই সন্ধিস্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।"

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।... —৫ম খন্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩৭।

১০. ভারতীয় যুগাব্দ ও সময়ের সূক্ষ্ম হিসাব

একালের পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানী ঐতিহাসিকগণ গীতা-উদগাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতারিখ নির্ণয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ করেছেন বলে জানা যায় না। তাঁর জন্মতিথি পালনের মাধ্যমে হিন্দুরা জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক ঐতিহাসিক তথ্যটি বজায় রাখা সত্ত্বেও তথাকথিত পন্ডিতেরা তাঁকে কিংবদন্তীর নায়ক করে রাখতেই উৎসাহী। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রগুলো—বিশেষতঃ হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক যে সব তথ্য রয়েছে তা থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ, ভীষ্মের দেহত্যাগের তারিখ, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের তারিখ নির্ণয় অবশ্যই সম্ভব। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণের তথা পুরাণবিদ ঐতিহাসিকগণ আজকের মত ব্যক্তিবিশেষের জন্মতারিখভিত্তিক (যেমন খৃষ্টাব্দ) সংকীর্ণ কাল গণনা না করে জ্যোতির্বিজ্ঞানভিত্তিক যুগাব্দ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) মহাযুগ, মনু, কল্প, পরার্দ্ধ মহাকল্প ইত্যাদির উল্লেখ করতেন। কাল গণনায় তাঁদের ক্ষুদ্রতম একক (unit) 'ক্ষণ' পাশ্চাত্যের একক এক সেকেন্ডের একশত চৌরানব্বই কোটি চল্লিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আবার তাঁরা এও জানতেন মানুষ এক অহোরাত্রে অর্থাৎ একদিনে একুশ হাজার ছয়শতবার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়; সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায়। অহোরাত্র শব্দ থেকেই হোরা শব্দটি এসেছে। হোরা থেকেই ইংরেজী Hour শব্দটি এসেছে। এক সৌর বৎসরে হয় এক দিব্য অহোরাত্র বা দিন। এরকম ৩৬০ দিব্য অহোরাত্রে হয় এক দিব্য বর্ষ। চার হাজার দিব্য বর্ষে এক দিব্যযুগ বা মহাযুগ যাতে থাকে চার যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যাদের মোট পরিমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর। কলিযুগ ক্ষুদ্রতম, যার পরিমাণ বার লক্ষ বত্রিশহাজার বৎসর। এক কল্পে থাকে ৪৩২ কোটি বৎসর, দুই কল্পে এক ব্রহ্মবর্ষ (৮৬৪ কোটি বৎসর) বা ব্রহ্মার এক দিন (এক ব্রহ্ম অহোরাত্র), ৩৬০ ব্রহ্ম অহোরাত্রে এক ব্রহ্মবর্ষ। একশত ব্রহ্মবর্ষে এক মহাকল্প যাতে থাকে দুই পরার্দ্ধ, একব্রহ্মার পরমায়ু বা ৩১১,০৪০,০০ কোটি বৎসর। এক মনুর অধিকারে থাকে ৭১ মহাযুগ [৩০৬,৭২০,০০০ বৎসর]।

লক্ষ্যনীয় মেরুদেশে ৬ মাসব্যাপী দিবাভাগ, ৬ মাসব্যাপী রাত্রিভাগ, এবং একেই ১ দিব্য অহোরাত্র বলা হয়েছে। সময়ের বৃহত্তর পরিমাপ ভারতীয়রা করেছিল এভাবে :—

১২,০০০ দিব্য বর্ষ = ১ মহাযুগ বা দিব্যযুগ।

১ মহাযুগ = ৪যুগ :—

১ম, সত্যযুগ = ১৭,২৮,০০০ সৌরবর্ষ ;
২য়, ত্রেতাযুগ = ১২,৯৬,০০০ সৌরবর্ষ,
৩য়, দ্বাপরযুগ = ৮,৬৪,০০০ সৌরবর্ষ ;
৪র্থ, কলিযুগ = ৪,৩২,০০০ সৌরবর্ষ,

মোট ৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষ।

৭১ মহাযুগ = ১ মন্বন্তর = ৩০৬, ৭২০,০০০

সৌর বৎসর (যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য !)

প্রতি মন্বন্তরের পূর্বে একটি সন্ধ্যা এবং পরে ১ টি সন্ধ্যা বা সন্ধি থাকে। তাই ১৪ মন্বন্তরে ১৫টি সন্ধ্যা থাকে। ১ সন্ধি = ১ সত্যযুগ।

১ মন্বন্তর + ১৫ সন্ধ্যা = ১০০০ মহাযুগ = ১ কল্প = ৪৩২ কোটি বৎসর।

—শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী

(জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ, পৃঃ ১,২,৩)।

১১. ভারতের ব্যসদেবাদি ঋষিগণ ছিলেন প্রত্যক্ষ অখন্ড-সত্যদ্রষ্টা। তাদের দৃষ্টি, উপলব্ধি ও প্রকাশ দেশ-কাল-পাত্রের খন্ড সীমায় গন্ডীভূত নয়। তাই একালের সাধনহীন, সত্যসিদ্ধ বিহীন, দেশ-কাল-পাত্রে সীমাবদ্ধ পন্ডিতদের ধারণায় ঋষিবাক্য অনুধাবন অতি কঠিন। ঋষিগণের ১০৮ সংখ্যায় বিশেষ তত্ত্ব রয়েছে। ১ পরম পুরুষের প্রতীক, ০ অনির্ব্বচনীয়া মায়ার প্রতীক, ৮ অষ্টধা প্রকৃতির প্রতীক এবং (১+০+৮) বা ৯ ব্রহ্মের প্রতীক। ৯ কে যে-কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফলের সংখ্যা-সমষ্টি ৯ দ্বারা বিভাজ্য, তাই ৯ অব্যয় অক্ষয় ব্রহ্মের প্রতীক। ঐ ঋষিগণ আত্মিক শক্তি (Spiritual power) আয়ত্ব করে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের শাস্ত্রানুসারে বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয় ৩য়া) রবিবারে সত্য যুগ, কার্ত্তিক শুক্লা নবমী সোমবারে ত্রেতাযুগ, ভাদ্র-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবারে দ্বাপর যুগ এবং মাঘী পূর্ণিমা শুক্রবারে (১৫ জানুয়ারী ৩১০৩ খৃঃ পূঃ) আরম্ভ হয়েছে বর্ত্তমান মহাযুগের কলিযুগ। ঐ যুগাদ্যা তিথিগুলো প্রতি বৎসর পুণ্যাতিথি রূপে পালিত হয়। সাধারণত মানুষের দৈহিক উচ্চতা ও পরমায়ু ছিল—সত্যযুগে ২১ হাত (৩২ ফুট) লক্ষ বৎসরজীবী, ত্রেতায় ১৪ হাত (২১ ফুট) অযুতবর্ষজীবী, দ্বাপরে ৭ হাত (১০½ ফুট) সহস্রবর্ষজীবী, কলিতে ৩½ হাত (৫¼ ফুট) ১২০ বর্ষজীবী।

পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা ইত্যাদিও তেমনই ছিল। বিশাল ম্যামথের প্রতিভূ আজকের ক্ষুদ্রতর হাতী, ডাইনোসরসের প্রতিভূ টিকটিকি—গিরগিটি। ভাগবতের মুচুকুন্দ এর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বলা হয়েছে গঙ্গা কলিযুগের পাঁচ হাজার বৎসর পর অন্তর্হিত হবে। তাইতো গঙ্গাদূষণ চলছে বিগত প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্ব থেকেই।

কলির বহু পন্ডিতদের চিত্তগঙ্গারও হয়েছে দূষণ। এই প্রসঙ্গে "হাসির হুল্লোড়" জানুয়ারী, ১৯৮৬ সংখ্যায় একটি মজার টুকরো কথায় বলা হয়েছে কোন এক ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত এক ছাত্রকে বললেন "মূল মহাভারতের সংস্কৃত ভাষা মূল রামায়ণের সংস্কৃত ভাষার চেয়ে সহজ, তাই মহাভারতের অনেক পরে রচিত হয়েছে রামায়ণ তেমনি ভাগবতের লেখক ব্যাসদেব এবং মহাভারতের লেখক ব্যাসদেব আলাদা কারণ ভাগবতের ভাষা আর ছন্দ অনেক গম্ভীর, কঠিন"। এর উত্তরে ছাত্র বলল "শরৎচন্দ্রের বাংলা ভাষার চেয়ে বিদ্যাসাগরের বাংলা ভাষা অনেক কঠিন, তাই বিদ্যাসাগরের অনেক আগে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব! আবার 'বলাকার' কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে জন্মেছিলেন গীতাঞ্জলির সহজ ভাষার কবি আবেক রবীন্দ্রনাথ!"

—শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী

(ভূমিকা, পৃঃ ছ, জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ, ১ম সংস্করণ.)।

১২. দ্বাপর যুগের লোকের দীর্ঘায়ু

বিষ্ণু পুরাণ পঞ্চম অংশের ৩৭ অধ্যায়ে দেখা যায় কংসের পিতা আহুক এবং অন্যান্য সকল দ্বারকাবাসীকে যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দেহ-ত্যাগ বার্ত্তা জানাবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে (বলরামের দেহত্যাগের দৃশ্য দেখে বলেছিলেন। এ থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রায় ১২৭ বৎসর ৩ মাস বয়সে দেহত্যাগ কালে তাঁর ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ তাঁর মাতামহের পিতা আহুক পর্য্যন্ত) এবং অধস্তন তিন পুরুষ (প্রপৌত্র বজ্র, যাঁকে তখন বীর যুবক বলা হয়েছে) জীবিত ছিলেন।

১৩. শ্রীকৃষ্ণকে রাজসূয় যজ্ঞের অর্ঘ প্রদানের কারণ বলতে গিয়ে ভীষ্ম বলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তুলনায় বয়সে বালক হলেও গুণে সকলের মধ্যে অনন্য, শ্রেষ্ঠ।

১৪. স্যামন্তক উপাখ্যান (বিষ্ণু পুরাণ, ৫ম অংশ) থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ স্যামন্তক মণি জাম্বুবানের নিকট থেকে উদ্ধার করে ঐ মণির প্রকৃত

মালিক সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দেন। 'ঐ মণি শ্রীকৃষ্ণই সত্রাজিতের ভাই প্রসেনকে হত্যা করে আত্মসাৎ করেছেন'—এরকম একটা কলঙ্ক রটনার মূলে সত্রাজিৎ। তাই, শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে সত্রাজিৎ ঐ মণির বিনিময়ে তাঁর সুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু এতে অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা যাঁরা ঐ কন্যাকে পত্নীরূপে পেতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শতধন্বাকে নিহত করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। বারাণাবাতে জতুগৃহ দগ্ধ হয়ে পাণ্ডবগণের মৃত্যু ঘটার দুঃসংবাদ ছড়িয়ে যায়। এ-সংবাদ শুনে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বারণাবাতে যান। এই সুযোগে শতধন্বা কৃতবর্মা ও অক্রুরের পরামর্শে সত্রাজিতকে হত্যা ক'রে স্যামন্তক মণি অপহরণ করেন। সত্যভামা এ সংবাদ জেনে দ্রুত বারাণাবাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে এর প্রতিবিধানের প্রার্থনা করেন, যেন সত্যভামার পৈত্রিক সম্পদ ঐ মণিটি শীঘ্র উদ্ধার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাই শীঘ্রই দ্বারকায় ফিরে এলেন। কিন্তু শতধন্বা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ঐ মণি অক্রুরের নিকট রেখে দ্রুতগামী এক ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন। অক্রুরের ঘোড়াটি দ্বারকা থেকে মিথিলা পর্যন্ত এসে ক্লান্তিতে মারা গেল। মৃত ঘোড়া ফেলে অক্রুব দৌড়ে পালাতে লাগলেন। এদিকে কৃষ্ণ ও বলরাম রথে চড়ে এসে ঐ মৃত ঘোড়ার নিকট এসে থামলেন। শ্রীকৃষ্ণ রথ থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে দুই ক্রোশ দূরে এসে শতধন্বাকে দেখে তাঁর সুদর্শন চক্র ছুঁড়লেন। সুদর্শন চক্রের আঘাতে শতধন্বার মস্তক ছিন্ন হল। কিন্তু ওর মৃতদেহ তল্লাসী করে ঐ মণি পাওয়া গেল না। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না ক'রে মনের দুঃখে কাশীতে চলে গেলেন। সেখানেই তখন দুর্যোধন বলরামের নিকট গদাযুদ্ধ শেখেন। তিন বৎসর পর উগ্রসেন ও অন্য যাদবগণ বুঝলেন ঐ মণি শ্রীকৃষ্ণ পান নি। তখন তাঁরা বলরামকে ফিরিয়ে আনলেন। এদিকে ঐ মণির প্রভাবে অক্রুর প্রচুর বিত্তশালী হয়ে নিত্য যজ্ঞ করছিল। এদিকে সাত্ত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্ন ভোজবংশীয়দের হস্তে নিহত হল। অক্রুর এরপর দ্বারকা থেকে পালিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর দ্বারকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু স্যামন্তক মণি যেখানে থাকে সেখানে দুর্ভিক্ষ হয় না। এতে শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন স্যামন্তক মণি অক্রুরের নিকটেই রয়েছে। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য প্রাচীন ব্যক্তি অন্ধকের পরামর্শে অক্রুরকে অভয় দিয়ে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনানো হল। অক্রুর মনের আনন্দে নিত্য যাগ-যজ্ঞ ও প্রচুর অর্থদান করতে লাগলেন। এভাবে ৫২ বৎসর চলে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন বলরামের এখনও সন্দেহ রয়েছে যে ঐ মণিটি শ্রীকৃষ্ণই আত্মসাৎ করেছেন। তাই একদিন এক উৎসব উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অক্রুর এবং অন্যান্য সকল যাদবগণকে নিমন্ত্রণ করে একত্রিত করলেন। তখন সকলের সামনে অক্রুরকে বললেন, "ঐ মণিটি আপনার কাছে আছে এবং এর ফলে দ্বারকার

সকলেই উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু বলরামের সন্দেহ, ঐ মণিটি আমার কাছেই আছে। তাই ঐ সন্দেহ দূর করার জন্য আপনি দেহবস্ত্রে লুকোনো ঐ মণিটি খুলে বের ক'রে সকলকে দেখিয়ে দিন।" অক্রূর তখন দেহত্ল্লাসীর অপমান এড়াতে বাধ্য হয়ে ঐ মণিটি দেহবস্ত্র থেকে খুলে দেখলেন।

উল্লিখিত অন্ধকের পিতা সাত্বত। অন্ধকের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বংশধারা এরকম—

(১) অন্ধক (২) কুক্কুর (৩) বৃষ্ণি (৪) কপোতরমন (৫) বিলোমন (৬) ভাব (৭) অভিজিৎ (৮) পুনর্বসু (৯) আহুক (১০) দেবক (ও উগ্রসেন) (১১) দেবকের কন্যা দেবকী (শ্রীকৃষ্ণের মাতা (১২) দেবকীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তাই, তখন শ্রীকৃষ্ণের উর্ধ্বতন (মাতার দিকে) এগার পুরুষ অন্ধকও জীবিত ছিলেন।

১৫. অর্জুন কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধেব অন্ততঃ ছয় মাস আগে বিরাট রাজার পুত্র উত্তরকে বলেছিলেন—"এই গাণ্ডীব ধনু বিগত ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসব যাবৎ আমার অধীনে আছে।"

খান্ডবদহনের ঠিক আগে এই ধনু অগ্নি অর্জুনকে দিয়েছিলেন। এবপব অর্জুনেব খান্ডবদহনে ৩৩ (তেত্রিশ) বৎসর সময় লেগেছে। এর কিছুকাল পব অর্জুন ১২ বৎসর প্রথম বনবাস, আবাব ১২ বৎসর দ্বিতীয় বনবাস এবং ১ বৎসব অজ্ঞতবাস কাটিয়েছেন (উত্তরকে ঐ কথা বলার দিন পর্য্যন্ত)। তাই (৩৩+১২+১২+১)=৫৮ বৎসর তো এখানেই পাওয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রথম দিনে অর্জুনের বয়স প্রায় ৮৯ বৎসর ১০ মাস। তাই ৮৯—৬৫=২৪ বৎসর বয়সে অর্জুন গাণ্ডীব ধনু লাভ কবেন। তখন পান্ডবদের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে। অন্য একটি হিসাব থেকে দেখা যায় পান্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় বনবাসে যাওয়ার আগে ৬০ (তিন কুড়ি) বৎসর ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। তাই ইন্দ্রপ্রস্থে আসাব সময় অর্জুনের বয়স ছিল ৮৯—(৬০+১৩) =১৬ বৎসর। এতে দেখা যায় দ্রৌপদীকে বিবাহের প্রাক্‌কালে অর্জুনের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর ছিল। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুও এরকম বয়সেই উত্তরাকে বিবাহ করেন, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইনি নিহত হন। মহাভারতের অন্য তথ্য থেকে জানা যায় মহাপ্রস্থানের সময় অর্জুনের বয়স ছিল ১২৬ এর বেশী (ষড়বিংষাধিকম্ শতম্)। অবশ্য মহাভারতের, ও বিষ্ণুপুরাণের এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থের কোন কোন পুঁথিতে অনেক শ্লোকেই লিপিকারের প্রমাদে বিকৃতি ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ আগেকাব বয়স বলা হয়েছে 'পঞ্চবিংশাধিকং শতম্' (১২৫ বৎসরের বেশী) এর বদলে 'বর্ষানামধিকং শতম্' (১০০ বৎসরের বেশী)। এভাবেই মনে হয় মহা-

ভারতের অনেক পুঁথিতে পান্ডবদের মহাপ্রস্থানকালে অর্জুনের বয়স ষড়বিংশাধিকং শতম্ (১২৬ এর অধিক) এর স্থলে 'ষড়াধিকম্ শতম্' লেখা হয়েছে।

১৬. সূর্যালোকের সাত রঙ্, সাতটি দৃশ্য গ্রহ (ভারতীয় নামে) এবং সাত বার।

সূর্যালোকে প্রধানতঃ ৭ রঙ্ রয়েছে। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই ৭ গ্রহের নাম অনুসারে সারা পৃথিবীতেই একই রকম ৭ গ্রহের নাম বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। ফলিত জ্যোতিষে ঐ ৭ গ্রহের ৭টি রঙ বিচার করা হয়। রাহু ও কেতু এই দুই অদৃশ্য গ্রহের রঙ অতিবেগনী (Ultra violet) এবং লাল-উজানী (Infrared) এই দুই অদৃশ্য রঙ্ ধরা যায়। সংস্কৃত গ্রহ শব্দে যাদের ফলিত জ্যোতিষ গণনার হিসেবে 'গ্রহণ' করা হয়েছে তাদেরই বলা হয়। তাই সূর্য, চন্দ্র, রাহু কেতুও গ্রহ।

১৭. নিম্বার্কের সিদ্ধিলাভ সম্পর্কে ভৃগুসংহিতায় বলা হয়েছে—
"সিদ্ধিলাভো ভবেত্তাত রাধাকৃষ্ণ প্রসাদতঃ।"
রাধাকৃষ্ণের কৃপায় এঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর দার্শনিক প্রবক্তা শ্রীনিম্বার্ক বলেছেন, বিশ্বের প্রতিটি আপাত 'বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর' সত্তাগুলোয় ব্রহ্ম (বৃহত্তম, পূর্ণতম মূল সত্তা) থেকে 'আপাত ভেদ' সত্ত্বেও অভিন্ন, এবং ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত জগৎ ব্রহ্মের অংশ হলেও অভিন্ন সত্তা, কারণ 'আপাত ভেদ' সম্বন্ধ অভেদ বৃক্ষ ও বৃক্ষের শাখার মতই অংশ ও অংশীরূপে বিদ্যমান। বস্তু (Matter), শক্তি (Energy) ও চেতনার (Spirit) মধ্যে সমন্বয় তথা মৌলিক এক সূত্রতার সন্ধানে এগিয়ে চলছে আজকের 'বিজ্ঞান'।

১৮. শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাকালের বয়স

বিষ্ণু পুরাণ থেকে জানা যায় শ্রীদামের অভিশাপ অনুসারে গোপবাসীগণের সংগে শ্রীকৃষ্ণের শতবর্ষব্যাপী বিরহ হয় প্রায় ১১ বৎসর ৬ মাস বয়সে কংস বধের জন্য তাঁর মথুরায় আগমনের দিন থেকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম শক্তি প্রকাশ করেন ব্রজ ও বৃন্দাবনলীলায়। তিনমাস বয়সে সূর্যদর্শন উৎসবে তিনি শকটভঞ্জন করেন। এর আগে ৬ষ্ঠ দিবস বয়সে পুতনারাক্ষসী বধ। ১০৮ দিবস বয়সে তৃণাবর্ত্তাসুর বধ। দুই বৎসর পূর্ণ হবার পর দামোদর লীলা। ৩ বৎসর পূর্ণ হবার পর ধেনু-বৎসচারণ। ৫ম বর্ষে গ্রীষ্মকালে কালীয় দমন। ৬ষ্ঠে গোচারণ। ৭ম বর্ষে ধেনুকাসুর বধ,

গ্রীষ্মে প্রলম্ববধ। অষ্টম বর্ষে আশ্বিনে বেণুগীত; কার্ত্তিকে (৭ বৎসর ২ মাস ১০ দিন বয়স অতীতে) গোবর্দ্ধন ধারণ, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণ-লোক-গমন, পূর্ণিমায় ব্রহ্মহ্রদাবগাহন, হেমন্তে বস্ত্রহরণ (শ্রীরাধা ও তাঁর সখীদের বয়স তখন ২ বৎসর ৩ মাস), গ্রীষ্মে ব্রাহ্মণ পত্নীদের নিকট অন্নভিক্ষা, নবম বর্ষের শরৎকালে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসলীলা, শিবরাত্রিতে অম্বিকাবনে গমন, দোলপূর্ণিমায় শঙ্খচূড় বধ। দশম বর্ষে স্বৈরলীলা, একাদশ বর্ষের চৈত্র পূর্ণিমায় অরিষ্ট বধ, দ্বাদশের গৌণ ফাল্গুন দ্বাদশীতে কেশীবধ, শিবরাত্রির দিন কংস বধ। নবম বর্ষান্তে (১০ বৎসব বয়সে) শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ কিশোররূপ ধারণ করেছিলেন। ......

শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরী, জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে শ্রীকৃষ্ণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫।

পরিশিষ্ট ২

১. শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অসীম ব্রহ্মের সুন্দরতম সসীম প্রকাশ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সীমার মাঝে অসীম'। শ্রীকৃষ্ণের নবলীলায় প্রকটিত হয়েছে তাঁরই গীতার বাস্তব রূপায়ণ। **Shelling** এর ভাষা **"The beautiful is the infinite represented in the finite form"** শ্রীকৃষ্ণে যথার্থই প্রযোজ্য। ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মের দুটি প্রকাশ, সাকার ও নিরাকার। তবে সাকার ব্রহ্মের সাহায্য ছাড়া নিরাকারকে জানা সম্ভব নয়, তাই সাধকের নিকট গুরুরূপে সাকার ব্রহ্ম আবির্ভূত হন। কিন্তু নিরাকার ও সাকার উভয় স্বরূপ যিনি তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে সর্বভূতে সমত্বানুভূতি প্রদান করে প্রসন্নাত্মা সাধককে নির্বিকার নিরাকার তত্ত্ব-ধারণে সক্ষম করান এবং এভাবে সকল বন্ধন মুক্ত করে পরিণামে পরাভক্তি রসের আনন্দ স্বরূপে অবগাহন করান, জাগতিক অস্থায়ী সুখদুঃখের অতীতে উপনীত মোক্ষপ্রাপ্ত 'আত্মা'কেই তিনি পরাভক্তি রসের নিত্যানন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন আপন যোগমায়া শক্তির প্রভাবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিত্যানন্দস্বরূপ। তিনিই অস্তিত্ববাচক সৎ, পূর্ণচেতনবাচক চিৎ ও পরমসুখ বাচক সর্ব্বাকর্ষণকারী আনন্দ,—এককথায় সচ্চিদানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ শব্দে সকল আত্মাদের আকর্ষণকারী পরমাত্মাকেই বোঝানো হয়। সাধককে তাঁতে চিত্তসংযোগ করিয়ে, এই আকর্ষণ করান তাঁরই যোগমায়া শক্তির দ্বারা। তাঁর এই মূর্ত্ত যোগমায়া তাই সুখদা, মোক্ষদা দেবী, বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী। বিষ্ণু মানে যে সত্তা সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, অর্থাৎ পরমাত্মা। তাই গীতা কবচে 'শ্রীকৃষ্ণেতি পরমাত্মা'—শ্রীকৃষ্ণকেই পরমাত্মা বলা হয়েছে। এই সর্ব্বাকর্ষক সত্তাতে সবাই আকৃষ্ট, তাই তিনি 'কৃষ্ট'ও বটে। যা থেকে পাশ্চাত্যে যীশু খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী আগেও 'খৃষ্ট' নামে পূজিত হতেন। ইউরোপে, বহু মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ **Khrist** নামে পূজিত হতেন—যীশু খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগেই এ কথা লিখে গেছেন হেরোডোটাস ও মেগাস্থেনিস। এ সম্পর্কে নয়াদিল্লি থেকে **Mr. A. L. Rodrigues,** যিনি নিজেও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, লিখেছেন—

"Magasthenes and Herodotus have alluded to the existence of Krishna (Pronounced Khrist) and Vishnu Temple in the West. One of Vishnus's name is Hari. The common

GOD PARIS OF 400 B.C.
Sri Krishna as a cow-boy of 3 (Gopal) in Europe ? [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

Greak greeting is "Hari Tu to'' i. e. "Let God (Hari) bless You" Hercules is Heri-culees, i. e. Lord of Hari's clan, viz Vishnu.

"Countries as widely separated as Japan and Iraq, professing non-Hindu religions have published postal stamps depicting the flute playing Lord Krishna, Amsterdam has hotel named after Krishna such as Kranapolsky".

"Paul Brunton dubs Jesus as a "mysterious Galilean (whose biography is still largely imagintive)''.........

সম্পাদককে লেখা মূল পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল The Astrological Magazine। April 1980 সংখ্যায়।

২. ভারতীয় জাতীয় সংহতিতে ও কৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

সারা ভারতজুড়ে এক ন্যায়নিষ্ঠ প্রশাসনের অধীনে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি কংস ও জরাসন্ধের মত অত্যাচারী রাজাদের বধের ব্যবস্থা করেন। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা তথা দুর্বাসার কুটিল বায়নার হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি নারীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেছেন। সংহতি ও শান্তি-নীতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রোধের প্রয়াসে দূতরূপে গিয়ে দুর্যোধনের নিকট প্রত্যাখ্যান ও অপমানও সহ্য করেন। এসম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা অত্যন্ত সুযুক্তিপূর্ণ।

[পরিশিষ্ট ১ : ৯]।

শ্রীকৃষ্ণের রাখাল বালকদের সঙ্গে আনন্দে গোচারণ, মাত্র আট বৎসর বয়সে তিন বৎসর বয়সী বালিকাদের সঙ্গে আনন্দনৃত্য, গীত ও মধুর মুরলিধ্বনিতে আকাশ বাতাস গুঞ্জরিত করা, ইত্যাদি নিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিমে গুজরাট দক্ষিণে উচ্চাঙ্গ কথাকলি থেকে লোক নৃত্য অবধি এক ব্যাপক সংস্কৃতি ও কাব্য-সাহিত্যের ধারা পাঁচহাজার বৎসরেরও বেশী কাল ধরে বহমান—যা ভারতকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ঐক্য বন্ধ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করে মথুরার সিংহাসন কংসের পিতা উগ্রসেনকেই ফিরিয়ে দেন, নিজে রাজা হয়ে বসেন নি। জরাসন্ধ বধের পর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকেই মগধের রাজা করেন। সম্রাট হবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট করেন, এবং শুভ বুদ্ধি ও পরামর্শ যুগিয়ে এই সম্রাটকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য তথা পরিচালিত করেন। যুধিষ্ঠিরকে

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদেরও ভীষ্মের মাধ্যমে রাজনীতি ও সমাজ নীতি শিক্ষা দেন। সমাজবাদের এক চমৎকার বাণী নারদ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলার এক অনবদ্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে—

যাবদ্ ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৮)

(যেটুকু ধন ভরণ পোষণে প্রয়োজন, সেটুকুতেই দেহীর অধিকার। এর বেশী যে চায় সে চোর, তাই সে দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।)

৩. শ্রীকৃষ্ণ, যোগমায়া ও অর্জুনের দুর্গাস্তব

এক + অনংশা = একানংশা. এক অবিভাজ্য সত্তা শ্রীকৃষ্ণের (গোপেন্দ্র) অনুজা যোগমায়া ও শ্রীকৃষ্ণ একই সত্তা যাঁর স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ, ইচ্ছা-ক্রিয়া -জ্ঞান শক্তিত্রয়ীর সমন্বিত রূপ ত্রিপুরশ্রী বা ত্রিপুরা (শ্রী ও হ্রী স্বরূপা) এবং হরি (হ = শিব, র = শক্তি)। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এঁদের প্রকৃত জন্ম-মৃত্যু (মোহ গ্রস্ত জীবের মত) নেই, মর্ত্যলীলায় আবির্ভাব-তিরোভাবই শুধু আছে। নিত্য সিদ্ধগণও সেরূপই, যেমন শ্রীশ্রী রামঠাকুর ডঃ গোপীনাথ কবিরাজকে বলেছেন—"অনন্যচেতার দেহ জীবদেহ নহে ঐ দেহের মৃত্যু নাই তিরোভাব আছে মাত্র।"

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—বলহীন ব্যক্তি আপন আত্মসত্তাকেও বুঝতে পারে না, জ্ঞান লাভের জন্য শ্রদ্ধাশীলও হ'তে পারে না, ফলে কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধি হারা ও দিশাহারা হয়ে অনেক ভুল করে। তাই আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমে দুর্গাস্তব করান, পরে গীতাজ্ঞান উপদেশ দেন ও পরাভক্তিতে উন্নীত করেন, স্তরে স্তরে, যেন ভগবানের সংগে যুক্ত থেকে যুদ্ধ তথা জীবন সংগ্রামে অর্জুন যেন যথার্থ কর্ম করে জয়ী হ'তে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দেন যোগভ্রষ্ট হলেও আবার ভগবান সুবুদ্ধি প্রেরণা দিয়ে জন্মান্তরে সাধনার উন্নত স্তরে এগিয়ে নেন। শঙ্করাচার্যও ভক্তি তথা ঈশ্বরে আকর্ষিত হওয়ার প্রয়াসকেই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছিলেন;—গেয়েছিলেন "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ় মতে।" অবশ্য গীতায় ভগবান বলেছিলেন পরম ভক্তি রস (অকারণ ভক্তির উপলব্ধি, বা অহৈতুকী ভক্তি) একমাত্র গুরু রূপী ভগবানই চুম্বকের মত সাধকের মধ্যে সঞ্চারণ করতে পারেন। তাই

তিনি গীতায় বলেছেন—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।।

সমাজবাদের উচ্চতম আন্তরিক প্রতিষ্ঠায় কোন সাধকব্যক্তি যখন সকল আকাঙ্খা ও অনুশোচনার উর্দ্ধে নিজেকে প্রসন্নচিত্তে সর্বভূতেরই সুখে দুঃখে সমভাবে উপলব্ধি করে অর্থাৎ কারুণ্য ও মৈত্রীতে সুপ্রতিষ্ঠ হন, তখনই ভগবান অহৈতুকী ভালবাসার ক্ষমতা ও আনন্দরস সেই সাধককে দান করেন। এবং এরই জন্য নানা মুনির নানা মতে বিভ্রান্ত না হয়ে অর্জুন যেন তাঁর গুরুতে একনিষ্ঠ থাকেন, তাই পূর্ণ শরণাগতি (Complete surrender to God) উপদেশ দিলেন—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ।।"

নানারকম ধর্মীয় বিধিনিষেধের ঝামেলায় না গিয়ে (তোমার গুরু রূপী) একমাত্র আমার আশ্রয় নাও, আমিই তোমাকে সকল পাপ (দুঃখ-গ্লানি, দুর্বুদ্ধি, অসুস্থতা, অনুশোচনা) থেকে মুক্ত করব।

নিরাকার নিরবয়ব নির্গুণে ব্রহ্মের অরূপের তেমন কোন মূল্য নেই যদি না তাতে সচেতন কোন রূপকার মাধুর্যময় চিরসুন্দর রূপে সীমার মাঝে রূপায়িত হয়ে (সগুণ সাকার ব্রহ্ম রূপে) সীমিত দেহধারীর নিকট 'তারক ব্রহ্ম' রূপে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। কারণ গীতার ভাষায় নির্গুণের সাধনায় অধিকতর ক্লেশ,—যার পরিণতিতে দুঃখে পতন, "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং, অব্যক্ত হি গতির্দুঃখং।"

৪. ভারতীয় আধ্যাত্ম চৈতন্য বাদ বা ব্রহ্মবাদ—মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যের ব্যাখ্যা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্যকে বলেছেন ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার নন, চিদাকার। জগৎ মিথ্যা নয়, ঈশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি, যা দিয়ে সাকার রূপ প্রতিভাত করেন, অবশ্য অন্ধ ব্যক্তি বা জীব তাও দেখতে পায় না। জীব তটস্থা শক্তি, ঈশ্বর চিৎশক্তি (অন্তরঙ্গা শক্তি) মাধ্যমে ঐ দুই শক্তি (জগৎ ও জীব) চালিত করেন। ঐ চিদাকার কেন্দ্রীণ সত্তাই পরমাত্মা বা বিশ্বাত্ম যিনি সর্বময় সর্বত্র প্রবিষ্ট, তাই তাঁর নাম বিষ্ণু, এবং অপর দুই শক্তি তাঁরই, সৃষ্টি এবং তাঁর দ্বারাই ধৃত। তটস্থা জীব ও বহিরঙ্গ জগৎকে যোগ মায়া শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ অনুভূত করান, এবং মায়া শক্তি দ্বারা আপাত মোহ-গ্রস্ত করে বিকর্ষণ করান। আকর্ষণে আকৃষ্ট হলে দিব্য শাশ্বত

আনন্দ অনুভূত হয়, মায়া-শক্তিতে বিকর্ষিত হলে অশাশ্বত জাগতিক সুখ দুঃখে জীব বিমোহিত হয়। প্রণব (সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চক্রে চির নূতন রূপ) ঈশ্বরের বাঙ্ময় মূর্তি। তইচ্ছা জীবে ও বহিরঙ্গা জগতে (জাগতিক আপাত জড় বস্তুতে) ইচ্ছা বা এষনার দুই ভাব 'পছন্দ' ও 'অপছন্দের' দ্বন্দ্বে বিবর্তন চলে। অচেতন সত্তার 'পছন্দ' বা 'অপছন্দ' কোন ভাবই থাকতে পারে না।

৫. হেগেলের চৈতন্যবাদ ও মার্ক্সীয় জড়বাদ

তাই হেগেলেব দর্শনে সর্ব-সত্তাতেই চেতনার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। **Nothing** থেকে **Something** হয় না। চেতনার প্রকাশে বা অপরের বোধ-গম্যতায় তারতম্য থাকতে পারে বটে। তাই মার্ক্সীয় জড়বাদে 'পছন্দ'-'অপছন্দের' দ্বন্দ্ব এক অদ্ভুত গোঁজামিল—সোনার পাথর বাটির মত। অবশ্য মার্ক্সীয় জড়বাদ নিউটনের পদার্থ বিদ্যার ভাবনায় কল্পিত। **Physics** এবং **Bio-physics** এব যোগসূত্রের সন্ধান বা বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা এতে নেই। জড়-বাদে (**Materialism**) তথা অচেতনকে মূল সত্তা ধরে নিলে দ্বন্দ্বের প্রশ্নই আসে না।

৬. জওয়াহরলালের মত

জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর **"The Basic Approach"** প্রবন্ধে কেন তিনি 'মার্ক্সবাদের' দার্শনিকতায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি সে-কথা বলতে গিয়ে এবং মার্ক্সবাদের সীমাবদ্ধতা তথা অবাস্তবতা বোঝাতে গিয়ে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন—

"Science itself has arrived at a stage when vast new possibilities and mysteries loom ahead. Matter and energy and spirit seem to overlap."

একদেশদর্শী মার্ক্সীয় জড়বাদে আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, যদিও বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে তা পাওয়া যায় না। ব্যক্তি ও সমাজকে সুচরিত্র-গঠনেও ন্যায় ও সুসমঞ্জস মূল্যবোধের বিধানে (**discipline**) উন্নয়ণ ও প্রতিষ্ঠায় মার্ক্সীয় দর্শনে নেই কোনো সুস্পষ্ট তত্ত্ব। 'ব্রহ্ম' শব্দ শুধু উন্নত 'বৃহৎ' বুঝায় না, 'বৃহৎ' করানোও বোঝায়—বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্ম, বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম।

৭. ত্রিকালজ্ঞতা

ব্রহ্ম বা পূর্ণ সচেতন সত্তায় কোন জীবসত্তা সচেতন সংযোগ প্রতিষ্ঠা করলেই সে জীব অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, যে কোন কালেরই যে কোন ঘটনার জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই ব্রহ্মজ্ঞ সর্বজ্ঞ হতে পারেন। ভারতের ভৃগু সংহিতা, ভবিষ্যপুরাণ ইত্যাদিতে তাই অমোঘ ভবিষ্যৎবাণীও পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অপ্রকট হওয়ার পূর্বরাত্রিতেই টোটা গোপীনাথের মন্দিরে (আষাঢ় দ্বিতীয়া বা রথযাত্রার চারদিন পর ৬ষ্ঠী তিথির দিনে, ৭মী তিথি আরম্ভের পর) শয্যাশায়ী অবস্থায় বলেন—

"পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব কথা।
কালি দশ দণ্ড মুই চলিব সর্বথা।"

(চৈঃ মঃ জয়ানন্দ)

৮. শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটলীলার তারিখ

সত্যিই পরদিন আষাঢ় সপ্তমী তিথি রবিবার তিনি অপ্রকট হন সূর্যোদয়ের দশ দণ্ড (চার ঘণ্টা) পরে সকাল বেলা। জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ তখন পুরীতে গুণ্ডিচা বাড়ীতে যেখানে একজন ব্রাহ্মণ দিব্য নেত্রে মহাপ্রভুর জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন; বেলা তৃতীয় প্রহরে (মধ্যাহ্নের পর)। ঐ ব্রাহ্মনের দিব্য দর্শনের বর্ণনা রয়েছে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে—

"এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগৎ রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাও কপাট, প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ী মধ্যে প্রভু হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

এ ঘটনা ঘটে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন (৩১ আষাঢ়), রবিবার, শুক্লা ৭মী তে।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর ডঃ গোপীনাথ কবিরাজকে এ বিষয়ে বলেন—"মহাপ্রভুর দেহ চিন্ময় ছিল, তাহাতে বস্তুতঃ অস্থি, রক্ত-মাংস ছিল না। যদি থাকিত তাহা হইলে তিনি টোটা গোপীনাথের অঙ্গে লুকাইয়া গেলেন কিরূপে?"—(সাধু-দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, রামঠাকুরের কথা, পৃঃ ১৪৯)।

ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে এ ধরণের চিন্ময় দেহে পরিবর্তিত হয়ে অপ্রকট হয়েছেন যশোদাসুতা 'যোগমায়া', শঙ্করাচার্য, অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। কবীরেব শবদেহ রূপান্তরিত হয়েছিল পুষ্প স্তূপে।

৯. জৈবচৌম্বক-প্রভাব (Bio-magnatism)

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "নাস্তি বুদ্ধি অযুক্তস্য, ন চাযুক্তস্য ভাবনা।" ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে যিনি যুক্ত হন না তেমন ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর বুদ্ধি ও ভাবনা বস্তুত যথার্থ না হয়ে ভ্রমাত্মকই হয়। ভগবদ্ভক্ত তথা গুরু ভক্তে জৈব চুম্বকীয় প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি ও জ্ঞান লাভের উদাহরণ অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তেমনটি আবার দেখি শঙ্করাচার্যের নিরক্ষর শিষ্য 'গিরি'র মহাজ্ঞানী 'তোটকাচার্যে' রূপান্তরণে।

এ প্রসঙ্গে তিনটি বৈদিক সিদ্ধান্ত রয়েছে—(১) সম্বন্ধ, (২) অভিধেয়, (৩) প্রয়োজন। ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অভিধেয় অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজন্তে মামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্য……… ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি—সুদুরাচারী ব্যক্তিও ভগবানে ভক্তি লাভ করলে (পূর্ব জন্মের সুকৃতি প্রভাবে সদ্‌গুরু কৃপায়) শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে নিত্য শান্তি লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য তথা আনন্দ আস্বাদন (সর্বত্র সর্বাবস্থায়) প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের নর জীবনলীলা ধারণ ভক্তকে সহজতর পথে ঈশ্বর লাভে তথা সর্বত্র সর্বকর্মে ভগবদুপলব্ধির অনাবিল ব্রহ্মানন্দে তথা পরাভক্তি রসে উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যেই। তাঁর নরজীবনলীলা তত্ত্বতঃ বুঝতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর দিকে আকর্ষিত হওয়া যায়। কলিযুগের স্বল্পায়ু স্বল্প-মেধার মানুষের সহজতর সাধনার এই সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যেই কলির প্রাক্‌কালে দ্বাপরযুগের শেষ প্রান্তে (যুগ সন্ধিতে) তাঁর নররূপে আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং নতুন ধর্ম—প্রেম-ভক্তি-ধর্ম সংস্থাপন।

চৈম্বকচৌম্বক প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম ও কর্মময় জীবন কাহিনী জানার প্রয়োজন কেন ?

জন্মকর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥
[গীতা চতুর্থ অধ্যায়, শ্লোক ১১]

যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ তাঁর দিব্য জন্ম-কর্মের অর্থাৎ লীলা তত্ত্বতঃ জানলেই বৃহৎ হওয়া যায়, ভূমা স্বরূপ সেই বৃহৎকে পাওয়া যায় ।

(এই লেখকের জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে বইটির ৫০ পৃষ্ঠা থেকে লওয়া হয়েছে)

পরিশিষ্ট ৩

শ্রীকৃষ্ণলীলার তথ্য

১। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঃ যোগনিদ্রাকে বিষ্ণুর নির্দেশ।

(পরাশর উবাচ)

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।
অবিদ্যয়া জগৎ সর্ব্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

নিদ্রে গচ্ছ মমাদেশাৎ পাতালতল-সংশ্রয়ান্।
একৈকত্বেন ষড়্গর্ভান্ দেবকীজঠরং নয় ॥
হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি ॥
গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যান্যা রোহিনী স্থিতা।
তস্যাঃ স সম্ভূতিসময়ং দেবি নেয়স্তবয়োদরম্ ॥
সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্ রোধোপরোধতঃ।
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি ॥
গর্ভসংকর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ।
সংজ্ঞমাবাপ্স্যাতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ ॥
ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে।
গর্ভে ত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্ ॥
প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যাসি ॥
যশোদাশয়নে মান্তু দেবক্যাস্তুামনিন্দিতে।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি ॥
কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে।
প্রক্ষেপ্স্যাত্যন্তরীক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যাসি ॥
ততস্তুাং শতদৃক শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি ॥
ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ।
স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যাসি ॥
ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষান্তির্দ্যোঃ পৃথিবী ধৃতিঃ।
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা ॥

যে স্বামার্য্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ।
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমংকরীতিশ্চ ॥
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্লে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং হি প্রার্থিতং সর্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥
সুরামাংসোপহারৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি ॥
তে সর্ব্বে সর্ব্বদা ভদ্রে মৎ প্রসাদাদসংশয়ম্।
অসন্দিগ্ধা ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ৫ম অংশ ১ম অধ্যায় ৭০—৮৬ শ্লোক)

২। বিষ্ণুর নির্দেশ পালন যোগমায়া দ্বারা

পরাশর উবাচ।

যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ তদা।
ষড়্গর্ভ-গর্ভবিন্যাসং চক্রে চান্যস্য কর্ষণম ॥
সপ্তমে রোহিনীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভং ততো হরিঃ।
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরে তদ্বদ্ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশে ভুবং যাতে ঋতবশ্চাভবন্ শুভাঃ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ৫ম অংশ ২য় অধ্যায় ১—৪ শ্লোক)

৩। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির প্রসন্নতা ও আনন্দ উৎসব

তজ্জন্মদিনমত্যর্থমাহ্লাদ্যমলদিঙ্মুখম্।
বভূব সর্বলোকস্য কৌমুদী শশিনো যথা ॥
সন্তঃ সন্তোষমধিকং প্রশমং চণ্ডমারুতঃ।
প্রসাদং নিম্নগা যাতা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥
সিন্ধবো নিজশব্দেন বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥
সসৃজুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবা ভুব্যন্তরীক্ষগাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥
মধ্যরাত্রেঽখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টি মুচো দ্বিজ ॥

(বিষ্ণু পুরাণ ৫ম অংশ ৩য় অধ্যায় ৩—৭ শ্লোক)

৪। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে "পুষ্পবৃষ্টি"

ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে পুষ্পবৃষ্টি বলা হয়। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি সকল গ্রন্থেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে মথুরায় মধ্যরাত্রে পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে ৩-য় অধ্যায়ে এর বর্ণনা হল ঃ—

সসৃজুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবা ভুব্যন্তরীক্ষগাঃ।
জজ্বলু শ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥
মধ্যরাত্রে হখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টি মুচো শ্বিজ ॥

৫। শ্রীকৃষ্ণের ও যশোদা কন্যার জন্ম তিথি অষ্টমী-নবমী সন্ধি

(চান্দ্র শ্রাবণ, কৃষ্ণপক্ষ)

"অষ্টমী নবমী সন্ধ্যো তৃতীয়া খলু কথ্যতে। তত্র পূজ্যা ত্বহং পুত্র যোগিনীগণ সংযুক্তা ॥ অষ্টম্যাঃ শেষ দণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ। অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা।"

তিথিতত্ত্বধৃত কালিকাপুরাণ।

৬। "শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়, জন্মরাশি, জন্ম নক্ষত্র ও জন্ম কাল"।

[ভবিষ্য পুরাণ, জন্মাষ্টমী ব্রত মাহাত্ম্য]

সিংহরাশি গতে সূর্যে গগনে জলদাকুলে। মাসি ভাদ্র পদেঽষ্টম্যাং কৃষ্ণপক্ষেঽর্ধরাত্রকে। বৃষরাশিস্থিতে চন্দ্রে নক্ষত্রে রোহিণী যুতে ॥ ১৪

ভবিষ্য পুরাণ ২য় খণ্ড

সম্পাদক শ্রীরামশর্মা আচার্য।

৭। শ্রীকৃষ্ণ ও যোগমায়া

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

গীতা, ৪/৬

"নিগুর্ণ, জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা আমি (পরমব্রহ্ম) ভূত-সকলের ঈশ্বররূপে আত্মমায়ায় নিজেরই 'প্রকৃতিতে' অধিষ্ঠিত হয়ে সসীম মূর্তিতে আবির্ভূত হই।"

ঈশ্বর যেহেতু স্বাধীন (মুক্ত) সেহেতু তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বাইরেও বিশেষ নিয়ম (যা অলৌকিক বলে মনে হয়) সৃষ্টি ও পরিচালিত করেন। সাধারণ মায়াবন্ধ জীবে এবং মায়াধীশ মুক্ত ভগবানে এই আপাত ভেদ বোঝানোর জন্যই 'ভেদাভেদ' বা দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীচৈতন্য। এই তত্ত্ব মায়াবন্ধ জীবের চিন্তায় যথার্থ বোধগম্য নয়, তাই শ্রীচৈতন্য একে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' তত্ত্ব বলেছেন।

অর্জুনের দুর্গাস্তবে দুর্গাকে 'কোকমুখি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 'কোক' শব্দের একটি অর্থ বিষ্ণু (যিনি যদুকুলে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন)। আবার দুর্গাস্তবেই "গোপেন্দ্রস্যানুজে" জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে বলা হয়েছে, যার মানে দুর্গা ও যশোদাসুতা যোগমায়া একই সত্তা (জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আদ্যা শক্তি)। এই যোগমায়া শক্তিকে লক্ষ্য করেই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে গৌতমীয় কল্পের বচন উদ্ধৃত করেছেন—

"য কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ
যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

এতে চিৎ-শক্তি রূপিনী দুর্গা ও সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভেদই স্থাপিত হয়েছে।

শাস্ত্রীয় বিধিমতে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করার পূর্বে ঋষ্যাদি ন্যাস করার সময় কৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে দুর্গার স্মরণ ও হৃদয়ে ন্যাস করতে হয়। তাই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা 'চিৎ' শক্তি। এখানে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্বই প্রমাণিত হয়েছে।

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছ কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারঙ্গ আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

(চৈঃ চঃ আদি—৪র্থ অধ্যায়)

শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় রাসলীলার প্রথম শ্লোকে যোগমায়া শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

"যোগমায়া পরাখ্যা অচিন্ত্যশক্তিঃ॥ যত্র তত্র বিহরতি তত্র তত্রৈব সূর্যঃ স্বদীপ্তিভিরিব সদাপ্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিকতাদুরণশক্তিত্বং ব্যাপিতম।" অর্থাৎ সূর্য এবং তাহার কিরণ যেমন সর্বত্রই একত্র থাকে, সেইরূপ যেখানে শ্রীহরি

বিহার করেন সেইখানেই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তিস্বরূপ যোগমায়া সহযুক্ত হইয়াই থাকেন। শ্রীসনাতন অর্থ করিয়াছেন—"শ্লেষেণ যোগঃ সংযোগ, তদার্থং মায়া, কৃপা, মায়া দম্ভে কৃপায়াং চ ইতি বিশ্বঃ।" বিশ্বশেষ অভিধানে 'মায়া' শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কৃপা। শ্রীহরির সহিত যুক্ত হইবার কারণে তাঁহার যে কৃপা তাহাই যোগমায়া। এই অর্থে যোগমায়া কৃপাশক্তিরই নামান্তর। এই কৃপা শক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচণ্ডী বলিয়াছেন—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী।
সৈবা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥"

—তিনি বিদ্যাস্বরূপা। তিনি সনাতনী, প্রসন্না হইলে জীবের মুক্তির হেতুভূতা। নারদপঞ্চরাত্র এই শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবহখিলেশ্বরঃ।"........"

৮। বস্ত্র হরণ লীলা

শ্রীকৃষ্ণ ৭ বৎসর ১০ মাস ১০ দিন বয়সে কার্তিক মাসে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ভয়ংকর বৃষ্টি ও প্লাবন থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেন। সেই থেকে তাঁর নাম গোবিন্দ হয়। এর ২ বৎসর আগে থেকেই তিনি অন্যান্য গোপ-বালকদের সঙ্গে গোপাল রূপে গোচারণ ও গোপালনে যোগদান করেন এবং নানা-রকম খেলায় গোপ-বালকদের আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন। গোপ-বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম নৃত্য ও গীতে প্রায়ই মাতোয়ারা হয়ে অবসর বিনোদন করতেন। শ্রীকৃষ্ণকে গোপ-বালিকারাও খেলার সাথী হিসাবে পেতে চাইতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালিকাদের বললেন, ওদের কাত্যায়নীব্রত শেষ হলে তাঁর সঙ্গে খেলার সুযোগ দেবেন। কাত্যায়নী দেবী দুর্গা তথা শক্তিরই আরেক নাম। কাত্যায়নী ব্রতের জন্য গোপ-বালিকারা অগ্রহায়ণের শীতের সকালে যমুনায় স্নান করতে নামল। গোপ-বালিকাদের মধ্যে শ্রীরাধাও ছিলেন। শ্রীরাধার বয়স তখন মাত্র ২ বৎসর ৩ মাস। বালক শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য করলেন, গোপ-বালিকাদের বস্ত্র যমুনা-তীরের একটি গাছে ঝুলছে। ৭ বৎসর ৩ মাস বয়সের বালক শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন ঐ বালিকারা বিবস্ত্র হয়ে স্নান করছে যা শাস্ত্রানুসারে নিন্দনীয় (এ সম্পর্কে শর-শয্যাশায়ী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন বিবস্ত্র হয়ে স্নান করলে ঘোর পাপ হয়)। তাই তিনি বালিকাদের বস্ত্র লুকিয়ে রেখে গাছের ডালে বসলেন এবং বালিকাদের ডেকে বললেন, "তোমরা বিবস্ত্র হয়ে জলে নেমে জল দেবতাকে অপমান করছ। তোমরা জোড়-হাতে জল দেবতাকে প্রণাম করে ক্ষমা চাইলে বস্ত্র ফেরত দেব।" তাই বালিকারা কৃষ্ণের নির্দেশ

পালন করল। এভাবে গোপসমাজের একটি নিন্দনীয় প্রথা রোধের ব্যবস্থা করলেন সুচতুর বালক শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণে এ ঘটনার কিন্তু উল্লেখ নেই।

৯। বস্ত্র হরণ লীলা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে

কৃষ্ণ শব্দ পরমাত্মাকেও বুঝায়। গীতা কবচে তাই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণেতি পরমাত্মা," অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য—এই পরমাত্মা বলহীন ব্যক্তির লভ্য নয়। তাই কাত্যায়নী তথা শক্তির আরাধনা। শক্তির আরাধনায় সংযম ও পবিত্রতার জন্য ব্রত পালন ও স্নান করেছিল গোপ বালিকারা। বস্ত্র কামনা বাসনা-রূপ আবরণের প্রতীক। এই আবরণ ত্যাগ না করলে পরমাত্মাকে পাওয়া (উপলব্ধি করা) সম্ভব নয়।

১০। রাসলীলা

বস্ত্রহরণ লীলার প্রায় ১ বৎসর পর বালক শ্রীকৃষ্ণ গোপ বালিকাদের নিয়ে শরৎ পূর্ণিমার রাত্রে নৃত্য-গীতের উল্লাসে মাতোয়ারা হলেন পূর্বকথা মত। মাঝে মাঝে শ্রীরাধা সহ লুকোচুরি খেললেন। যমুনার তটের বালুকায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন অনুসরণ করে বালিকারা শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পেল। শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র ৮ বৎসর ৩ মাস, আর শ্রীরাধার বয়স ৩ বৎসর ৩ মাস।

১১। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রাসলীলা

রাসলীলার চমৎকার যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলেছেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর ডঃ গোপীনাথ কবিরাজকে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ এর বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে। বিশ্বের সকল সত্তাই একটি কেন্দ্রানুবর্তী। বিজ্ঞানের ভাষায় এই কেন্দ্র হল নিউক্লিয়াস (Nucleous)। রাসলীলায় এই কেন্দ্রীন পরম সত্তার আকর্ষণে সকল ক্ষুদ্রতর সত্তার আনন্দ-আবেগ-উল্লাসের রূপায়ণ। কেন্দ্রীন সত্তার সংযোজনী শক্তি যোগমায়ার প্রভাব এতে প্রকটিত হয়েছে।

বিশ্ব সত্তার কেন্দ্রীন পরম সত্তা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর আকর্ষণে প্রেম-ভক্তিরস ও শরণাগতির অনুভূতি ও উপলব্ধি হয়। এই তত্ত্বের প্রকাশ পায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানে—"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহরো, সেই খানেতে তোমার সাথে যোগ আমারও" এবং "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও এ কোন্ সুর।"

'ন চ বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'—সঙ্গীতের চাইতে শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা নেই। এই সঙ্গীতের মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য ও আনন্দ বিতরণ যেমন করা যায়, ভগবানের আরাধনা তথা আত্মোপলব্ধির আনন্দ লাভও তেমনি করা যায়, ভগবানে মিশে যাওয়া তথা ভগবৎ সত্তায় একাকার হওয়া যায়।

১২। ভগবান কে?

ভগবান তিনিই যার মধ্যে 'ভগ' অর্থাৎ জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য, ধর্ম, ঐশ্বর্য এই ছটি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ ও অবতার তত্ত্ব ঃ

(১) সৃষ্টির পূর্বে ইনি যা অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম।
(২) সৃষ্টি হইলে ইনি যা:অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর।
(৩) সৃষ্টির অস্বচ্ছন্দতা নিবারণের জন্য ইনি যা অর্থাৎ অবতার।
(৪) সকল সময়ে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ইনি যা অর্থাৎ আত্মা।

১৪। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী দুর্গনগর প্রতিষ্ঠা কবে করেছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণের প্রায় ১২ বৎসর বয়সে কংসের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ মথুরা আক্রমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সফল প্রতিরোধে জরাসন্ধ পরাজিত হন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দয়াতেই সেবার জরাসন্ধকে বলরাম নিহত করেন নি। শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের শক্তিতে মথুরা যাদবদের অধিকারে রইল। কিন্তু লোকক্ষয় নিবারণের জন্য আরবসাগরে বহু দ্বারবিশিষ্ট দুর্গনগরী নির্মাণ করিয়ে যদুকুলের রাজা উগ্রসেন ও প্রধান ব্যক্তিদের নিরাপদে রাখেন। দ্বারকা থেকেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবগণের জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদ শুনে বারাণাবাতে যান। এই সুযোগেই শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎকে হত্যা করে স্যমন্তক মণি অপহরণ করে। জতুগৃহদাহের সময় যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিল প্রায় ১৫ বৎসর ৬ মাস। অর্জুন যুধিষ্ঠির থেকে প্রায় ১ বৎসর ৮ মাস ছোট, তাই জতুগৃহদাহকালে বয়স ছিল ১৩ বৎসর ১০ মাস এবং শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ১৪ বৎসর ৪ মাস। কিন্তু কাশীরামদাসের মহাভারত থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় স্থায়ীভাবে বাস করেন ১০৫ বৎসর (স্বর্গারোহণের সময় পর্য্যন্ত)। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রায় ১৩ বৎসর বয়সে দ্বারকা নগরী তৈরী করিয়ে যাদব প্রধানদের এবং স্ত্রীলোকদের সুরক্ষিত রাখলেও প্রায় ২২

বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মথুরায় অন্ততঃ ১৮ বার এসে জরাসন্ধের আক্রমণ থেকে মথুরাকে রক্ষা করেন।

১৫। কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ

"কৃষ্ণ = কৃষ্ + নক্

(১) কর্ষতি (পরাভবতি) শত্রূন্ মহাপ্রভাব শক্ত্যা ;

(২) কর্ষতি (নাশয়তি) ভক্তানাং পাপানি ;

(৩) কর্ষতি (আত্মস্যাৎ করোতি) ভক্তানাং মনাংসি।

পুরানকারের মতে 'কৃষি' শব্দের অর্থ সংসার এবং 'ণ' শব্দের অর্থ নিবৃত্তি বা মোচন করা ; সংসার হইতে মোচন করেন যিনি (৫মী তৎ) অর্থাৎ পরব্রহ্ম।"

১৬। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে দেবদূতের অনুরোধ

তদতীতং জগন্নাথ পঞ্চবিংশাধিকং শতম্।
ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতা যদি রোচতে॥ ১৯॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ,

হে হরি করুণাসিন্ধু জগত জীবন।
আর কেন ধরা পরে করেন শোভন॥
ক্ষিতিভার হেতু হরি হইলা অবতার।
তবে সে লাঘব সব্ব হৈল ক্ষিতিভার॥
একশত পঁচিশ যে বৎসর গণন।
উদিয়া ধরার পরে হইলা শোভন॥

তিনকড়ি বিশ্বাসের বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশে পৃঃ ২৫১।

১৭। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃকনিষ্ঠা

যশোদা শুনিলা কন্যা প্রসবে কীর্ত্তিদা।
ত্রৈলোক্য মোহিনী কন্যা নামটি শ্রীরাধা॥
অন্ধ শুনি চলে রানী কন্যা দেখিবারে।
যতনে করিয়া ক্রোড়ে লয়ে গদাধরে॥
বলরামে ক্রোড়ে লয়ে চলিলা রোহিনী॥......

-বৃহৎ সারাবলী (রাধামাধব ঘোষ প্রণীত) ৮৪ পৃষ্ঠা, শ্রীরাধিকা জন্ম

১৮। শ্রীরাধার জন্ম তিথি নক্ষত্র ও সময়

ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং বিশাখা নক্ষত্রে দিনার্দ্ধেঽভিজিতে ক্ষনে॥
(শ্রীরাধাষ্টমী ব্রতকথা, ভবিষ্যৎ পুরাণ)

১৯। শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ:

শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম বর্ণ ইউরোপীয়দের ধারণায় ছিল লালচে বাদামী।

শ্রীকৃষ্ণে "কালে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই শ্যাম বর্ণ ছিলেন না; দেখা যাচ্ছে—সেই যুগের আর্য কুলের সর্ব শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্, শস্ত্রবিদ্ ও ধর্মবেত্তা নর নারীর মধ্যে আরও অনেক কৃষ্ণ-বর্ণ বা শ্যাম-বর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন (বেদ-ব্যাস) শুকদেব গোস্বামী, দ্রোণাচার্য, নারদমুনি, অর্জুন, উদ্ধব, অভিমন্যু, পরীক্ষিত, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দ্রৌপদী ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি,—

১৯৬১ সালে অজন্তা-ইলোরা যাওয়ার পথে ট্রেনের সংরক্ষিত কামড়ায় আমেরিকার দু'জন সাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তারা 'শ্রীকৃষ্ণ' সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। আমাকে এক সময় তাদের একজন জিজ্ঞেস করলে—'Why the colour of Lord Krishna is blue?' তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম —'Blue is the colour of sky which is without beginning or end. So blue is the Symbol of eternal existence. God is eternal. Lord Krishna is also regarded in the same way. So he is painted blue. This is a philosophical idea'. আমার উত্তরে তারা খুশি হয়েছিল বুঝতে পেরেছিলাম।

গর্গ মুনির পরিকল্পনা মত দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকে গোকুলে নন্দালয়ে রাখার কিছু দিন পর গর্গমুনি শিশুটিকে দেখতে নন্দালয়ে এলেন। তখন নন্দ ঘোষ রোহিনী-নন্দনের (এক বৎসর আগে জন্ম হয়েছিল) এবং দেবকী-নন্দনের নামকরণ করার জন্য অনুরোধ করেন। আচার্য গণনায় জানতে পারলেন—অগ্রজ এই এই শিশুটি অসাধারণ 'বল'এর অধিকারী হবে; তাই তিনি তার নাম রাখলেন বলরাম। দেবকী-নন্দনের (তাঁর ঈপ্সিত কংস নিধন-কারী) নাম করণের পূর্বে ধ্যানস্থ হয়ে জানতে পারলেন—এই শিশু জগতের সবাইকে আকর্ষণ করবে; তাই তিনি দেবকী-নন্দনের নাম রাখলেন 'কৃষ্ণ' কালো অর্থে নয়, আকর্ষণ করার অপূর্ব ক্ষমতা থাকবে এই জাতকের; সেই অর্থে তাঁর নাম রাখলেন 'কৃষ্ণ'।"

উদ্ধৃতিগুলো দেওয়া হল শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা সাহিত্য বিশারদ মহাশয়ের 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের পৃঃ ৬ এবং ৭ থেকে।

পরিশিষ্ট ৪

মহাভারতের তথ্য

১। বাসুদেব ও অর্জুন নর ও নারায়ণ

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহরথৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্ব্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৯
অজয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ।
নারায়ণো নরশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধা কৃতম্ ॥ ২০
(মহাভারত, উদ্‌যোগ পর্ব)

২। অর্জুনের ৩৩ বৎসর যাবৎ খাণ্ডবদাহন

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহ্বয়ে খাণ্ডবেহগ্নিমতর্পয়ৎ
জিগায় চ সুরান্ সর্বান নাস্য বিস্মঃ পরাজয়্ ॥ ১০ ॥
—মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৫২ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাঃ সমাহ্বয়, তান্ সর্বান্
জিগায়, অগ্নিমতর্পয়চ্চ।.........
অত্র "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমা বর্ষানি অতীতা
ইত্যর্থঃ। সন্ধিরার্ষঃ।" ইতি নীলকণ্ঠব্যাখ্যানম্।

৩। মহাভারত ঃ ভীষ্ম পর্ব 3rd Chapter, 29th Sep.

জম্বু খণ্ড বিনির্ম্মাণ পর্ব্ব,
সংবৎসরস্থায়িনৌ চ গ্রহৌ প্রজ্বলিতাবুভৌ।
বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতি শনৈশ্চরা। ২৫
কৃত্তিকাসু গ্রহস্তীক্ষ্ণো নক্ষত্রে প্রথমে জ্বলন্।
বপূংষ্যপহরবন্মাসা ধূমকেতুরিব স্থিত ঃ ॥ ২৬
ত্রিষু পূর্বেষু সর্বেষু নক্ষত্রেষু বিশংপতে।
বুধঃ সংপতেঽভীক্ষ্ণং জনয়ন্‌স্তুমহদ্‌ভয়ম্ ॥২৭
চতুর্দশীং পঞ্চদশীং ভূতপূর্বাং চ ষোড়শীম্
ইমাং তু নাভিজানামি অমাবস্যাং ত্রয়োদশীম্ ॥ ২৮ ॥
চন্দ্র সূর্যাবুভৌ গ্রস্তারেকমাসে ত্রয়োদশীম্।
অপর্বনি গ্রহাবেতৌ প্রজাঃ সংক্ষাপয়ষ্যতঃ ॥ ২৯ ॥
পূর্ণিমান্ত (উত্তরভারত) ; অমান্ত মাস (দক্ষিণ ভারত)

৪। কর্ণ-কৃষ্ণ সংবাদ

মহাভারত : উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৩৪ অধ্যায় (কর্ণ কৃষ্ণকে বললেন)—

স্বপ্না হি বহবো ঘোরা দৃশ্যন্তে মধুসূদন।
নিমিত্তানি চ ঘোরানি তথোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৬ ॥
পরাজয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রে বিজয়ঞ্চ যুধিষ্ঠিরে।
শংসন্ত ইব বার্ষ্ণেয় ! বিবিধারোমহর্ষণাঃ ॥ ৭ ॥
প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণো মহাদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরঃ পীড়য়তি পীড়য়ন্ প্রাণিনোধিকম্ ॥ ৮ ॥
কৃত্বা চাঙ্গারকো বক্রং জ্যেষ্ঠায়াং মধুসূদন।
অনুরাধাং প্রার্থয়তে মৈত্রং সং গময়ন্নিব ॥ ৯ ॥
নূনং মহদ্ভয়ং কৃষ্ণ ! কুরূণাং সমুপস্থিতম্।
বিশেষেণ হি বার্ষ্ণেয় ! চিত্রাং পীড়য়তে রাহুঃ (গ্রহঃ) ॥ ১০ ॥

৫। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ

ভীষ্ম পর্ব্ব, ৩য় অধ্যায় (ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন)—

শ্বেতো গ্রহস্তথা চিত্রাং সমতিক্রম্য তিষ্ঠতি।
অভাবং হি বিশেষেণ কুরূণাং তত্র পশ্যতি ॥ ১২ ॥
ধূমকেতুর্মহাঘোরঃ পুষ্যকাণ্ডাব্রম্য তিষ্ঠতি।
সেনয়োরশিবং করিষ্যতি মহাগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥
মঘাঙ্গারকো বক্র শ্রবণে চ বৃহস্পতিঃ।
ভগং নক্ষত্রং আক্রম্য, সূর্যপুত্রেণ পীড়্যতে ॥ ১৪ ॥
শুক্রঃ প্রোষ্ঠপদে পূর্ব্বে সমারুহ্য বিরোচতে।
উত্তরে তু পরিক্রম্য সহিতঃ সমুদীক্ষতে ॥ ১৫ ॥
শ্যামো গ্রহঃ প্রজ্বলিতঃ সধূম ইব পাবকঃ।
ঐন্দ্রং তেজস্বি নক্ষত্রং জ্যেষ্ঠামাক্রম্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥
ধ্রুবঃ প্রজ্বলিতো ঘোরমপসব্যং প্রবর্ত্ততে।
রোহিণীং পীড়য়ত্যেবমুভৌ শশিভাস্করৌ।
চিত্রাস্বাত্যন্তরে চৈব বিষ্ঠিতঃ পরুষগ্রহঃ ॥ ১৭ ॥
বক্রানুবক্রং কৃত্বা চ শ্রবণং পাবকপ্রভঃ।
ব্রহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

আলক্ষে প্রভয়াহীনাং পৌর্ণমাসীঞ্চ কার্ত্তিকাম্ ।
চন্দ্রোভ্যুদয়ান্নবর্ণশ্চ পদ্মবর্ণে নভস্থলে ॥ ২৩ ॥
সংবৎসর স্থায়িনৌ চ গ্রহৌ প্রজ্বলিতাবুভৌ।
বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতি শনৈশ্চরৌঃ ॥ ৩৭॥
কৃত্তিকাসু গ্রহস্তীক্ষ্ণো নক্ষত্রে প্রথমে জ্বলন্ ।
বপূংষ্যপহরংস্তাসাং ধূমকেতুরবস্থিতঃ ।
কৃত্তিকাং পীড়য়ন্তীক্ষ্ণং নক্ষত্রং পৃথিবীপতে ॥৩০॥
অভীক্ষ্ণং বাতা বায়ন্তে ধূমকেতুমবস্থিতাঃ ।
বিষমং বৈদয়ন্ত্যেত আক্রন্দ জনানাং মহৎ ॥৩১॥

৬। সুশর্মা ও দুর্যোধনের বিরাট রাজ্য আক্রমনের তিথি

কৃষ্ণা সপ্তমীতে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা সসৈন্যে বিরাট রাজ্যের দক্ষিণ পূর্বদিকে উপস্থিত হলেন। পরদিন কৌরবগণ উত্তরদিকে গেলেন। পাণ্ডবগণের নির্বাসনের ত্রয়োদশবর্ষ যেদিন পূর্ণ হল সেদিন (কৃষ্ণা সপ্তমী) সুশর্মা বিরাটের বহু গোধন হরণ করেন এবং মধ্যাহ্নের পর মৎস্যসেনার সঙ্গে ত্রিগর্ত সেনার স্পর্শ হল। বিরাটকে বন্দী করে কৃষ্ণানদীর তীরে নিয়ে গেল। সে রাত্রে যুদ্ধ-স্থানের নিকটেই পাণ্ডবগণ ও বিরাট রাত্রি যাপন করলেন। মহাভারত সারানুবাদ— রাজশেখর বসু (বিরাট পর্ব)

৭। মহাভারত : কাশীরামদাস

১. আষাঢ়ের সিতপক্ষ পঞ্চমী দিবসে।
সুশর্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্য দেশে ॥

২. সহদেব বলে, প্রভু হইয়াছে শেষ।
চতুর্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্বের লিখিত।
তব আজ্ঞা লইতে আছে উদিত ॥

তিন দিন পরে পঞ্চপাণ্ডব স্নান করে শুক্লবসন পরে রাজযোগ্য আভরণে ভূষিত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করে বিরাট রাজার সভায় উপস্থিত হলেন।

এই তথ্যগুলি থেকে দেখা যায় :

জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা সপ্তমীতে পাণ্ডবগণের বনবাসের ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হয়। এর ২০ দিন পর আষাঢ়-শুক্লা একাদশীতে পাণ্ডবগণ বিরাট রাজসভায় আত্মপ্রকাশ

করার জন্য আলোচনা করেন। এর তিনদিন পর আষাঢ়ের পূর্ণিমা বৃহস্পতিবার সকাল বেলা পাণ্ডবগণ বিরাট রাজার সভায় আত্মপ্রকাশ করেন।

ভীষ্মের কথা থেকে জানা যায় অর্জুন কৌরবদিগকে পরাজিত করে বিরাট রাজার গোধন পুনরুদ্ধার করেন আষাঢ় শুক্লা পঞ্চমীতে যে দিন পাণ্ডবদের বন-বাস আরম্ভের তারিখ থেকে ১৩ বৎসর ৫ মাস ১২ দিন পূর্ণ হয়েছিল। বিরাট পর্ব ৪৭ অধ্যায়ের সেই শ্লোকটি হল : ভীষ্ম উবাচ—

তেষামভ্যাধিকা মাসাঃ পঞ্চদ্বাদশ চ ক্ষপা।
ত্রয়োদশানাং বর্ষানামিতি মে বর্ত্ততে মতঃ ॥

মহাভারত থেকে জানা যায় পাণ্ডবদের নির্বাসন শুরু হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টমীতে।

৮। ভীষ্মের শরশয্যা ও দেহত্যাগের কাল

অনুশাসন পর্ব

১৫৬ অধ্যায়

অষ্ট পঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানাস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষ শতং তথা ॥ ২৭
মাঘোয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ পুণ্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোয়ং শুক্লো ভবিতু মর্হতি ॥ ২৮
উষিত্বা শর্বরীঃ শ্রীমান পঞ্চাশন্নগরোত্তম্।
সময়ং কৌরবাগ্রস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ। ৫
স নির্যযৌ সজনপুরোদ্যাজকৈঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্টবা নিবৃত্তমাদিত্যং প্রবৃত্তং চৌত্তারায়ণম্ ॥

ভীঃ পর্ব ১৩ অধ্যায়

পাররক্ষ্য স সেনাং তে দশরাত্রমনীকহা।
জগামাস্তমিবাদত্যঃ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ১১ ॥
যঃ ম শত্রু ইবাক্ষোভ্যো বর্ষন্ বানান্ সহস্রশঃ।
জঘান যুধি যোধানামর্বুদং দশভিদিনৈঃ ॥ ১২ ॥
স শেতে নিহতো ভূমৌ বাতরুগ্ণ -ইব দ্রুমঃ।

ভীঃ পঃ ১১৪ অধ্যায়

এবম্ভূতস্তব পিতা শরৈবিশকলীকৃতঃ।
শিতাগ্রেঃ ফাল্গুনেনাজৌ প্রাক্ শিরাঃ প্রাপতদ্রথাৎ ॥ ৯০ ॥
কিঞ্চিচ্ছেষে দিনকরে পুত্রানাং তব বশ্যতাম্।
হাহেতি দিবি দেবানাং পার্থিবানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৯১ ॥

সঞ্জয় উবাচ

সায়াহ্নে ন্যপতম্ভূমৌ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বিষাদয়ন।
প্রাঞ্চালান্ হর্ষয়ংশ্চৈব ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
স শেতে শরতলস্থো মেদিনীমস্পৃশংস্তদা ॥ ৭ ॥
"ভীষ্ম সায়াহ্নে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন।"

ভীষ্মের পতন

(এই ভাবে সূর্য্যমণ্ডলের কিছু অবশিষ্ট
থাকিতে আপনার পুত্রদের সমক্ষে,
অর্জুনের সুতীক্ষ্ণ বাণে ক্ষতবিক্ষতদেহ
আপনার পিতা (জ্যেষ্ঠতাত) ভীষ্ম
পূর্বশিরা হইয়া রথ হইতে সমরভূমিতে নিপতিত হইলেন।)
ভীঃ পঃ ১১৫ অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ

ব্যুষ্টারান্তু মহারাজ, শর্বর্য্যাং সর্ব পার্থিবা।
পণ্ডবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ উপতিষ্ঠান্ পিতামহম্ ॥১

(সঞ্জয় বললেন,—"মহারাজ রাত্রি প্রভাত হলে সকল রাজা, পাণ্ডবগণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হলেন।)

৯। রাজা পাণ্ডুর দেহত্যাগ কখন হয়েছিল ?

সুপুষ্পিতবনে কালে কদাচিন্মধুমাধবে।
ভূতসম্মোহনে রাজা সভার্য্যো ব্যচরদ্বনম্ ॥

মহাভারত আদি পর্ব, ১২০ অধ্যায়, বঙ্গদেশীয় সংস্করণ [কিন্তু ১৪৩ অধ্যায়, দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণ]

এতে জানা গেল পান্ডুর মৃত্যু হয় চৈত্র-বৈশাখের সন্ধি সময়ে।

১০। পান্ডু ও মাদ্রীর শবদেহ সহ পঞ্চপাণ্ডবদের নিয়ে তপস্বীগণের রাজধানী হস্তিনাপুরে যাওয়ার পরামর্শ।

তস্যেমানাত্মজান্ দেহং ভার্য্যাঞ্চ সুমহাত্মনঃ
স্বরাজ্য গৃহ্য গচ্ছামো ধর্ম্ম এব হি নঃ।
মহাভারত আদি— (১।১২০।৪)

"সেই মহাত্মার এই পুত্র কয়টি, মহিষী, শবদেহ ও মহিষীর শবদেহ—এইগুলি লইয়া চলুন, আমরা তাঁর রাজধানীতে যাই, এটাই আমাদের ন্যায়সঙ্গত কাজ"— তপস্বীগণ বললেন।

১১। পাণ্ডুর মৃত্যুর ১৭ দিন পর তাঁর শবদেহ হস্তিনাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল :—

[মহাভারত ১।১২০।৩৭]

বর্তমান ঃ সতাং বৃত্তে পুত্রলাভমবাপ্য চ।
পিতৃলোকং গতঃ পাণ্ডুরিতঃ সপ্তদশে হনি ॥

১২। **পাণ্ডবরা কোথায় কতদিন ছিল ?**

মহাভারত আদি, ১২০ অধ্যায় (মুম্বয়ী নির্ণয় সাগর যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে ১৩৪ অধ্যায়)

পাণ্ডবানামিহায়ুর্যা শৃনু কৌরব নন্দন।
জাগাম হস্তিনাপুবঃ ষোড়শাব্দো যুধিষ্ঠিবঃ ॥১০॥
ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্বৈ চতুর্দ্দশঃ।
ত্রয়োদশাব্দৌ চ যমৌ জগ্মতুর্নাগস হ্বয়ম্ ॥১১॥
তত্র এয়োদশাব্দানি ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ।
ষন্মাসান্ জাতুষগৃহান্মুক্ত জাতো ঘটোৎকচঃ ॥১২॥
ষন্মাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীনি বর্ষানি বিংশতিম্*।
দ্বাদশাব্দানথৈকঞ্চ বভূবুর্দ্যূত নির্জ্জিতাঃ ॥ ১৪ ॥
ভুক্ত্বা ষট্ত্রিংশতং রাজন্ সাগরান্তাং বসুন্ধরাম্।
মাসৈঃ ষড় ভির্মহাত্মানঃ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ। ১৫ ॥
রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্টাং গতিমবাপ্নুবন্।
এবং যুধিষ্ঠির স্যাসীদায়ুর ষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৬ ॥

* ত্রীনি বর্ষানি বিংশতিম = ৩×২০ = ৬০ বৎসর।

এই শ্লোকগুলিতে কিছু ভুল রয়ে গেছে। ১০ নং শ্লোকে 'ষোড়ষাব্দো' না হয়ে দশমাব্দো হওয়া উচিত। এভাবে অন্য কয়েকটি শ্লোকেও ভুল রয়েছে। বিশেষতঃ ১২ নং শ্লোকে এয়োদশাব্দানি না হয়ে পঞ্চ বর্ষানি, ১৬ নং শ্লোকে "এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুর ষ্টোত্তরং শতম্" না হয়ে

"যুধিষ্ঠিবস্যাসীদায়ুরষ্টাবিংশোত্তরং শতম্" হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আদি পর্ব প্রথম অধ্যায়, ৭৭ নং শ্লোক থেকে জানা যায় পাণ্ডবগণ যখন প্রথম (পাণ্ডুর শবদেহসহ) হস্তিনায় আসেন তখন তাঁরা ছিলেন শিশু। তাই যুধিষ্ঠিরের বয়স ১৫ বছর হতে পারে না :—

ঋষিভিশ্চ তদানীতা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রতি স্বয়ম্ ।
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭৭॥
পুত্রাশ্চ ভ্রাতরশ্চেমে শিষ্যাশ্চ সুহৃদাশ্চ বঃ ।
পাণ্ডবা এত ইত্যুক্ত্বা মুনয়োঽন্তর্হিতাস্তঃ ॥৭৮॥

ম. ভা. আ. ১ম অ

১৩। মহাভারতে বাসুদেব কৃষ্ণ

ভগবান বাসুদেবশ্চ কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ ।
স হি সত্যামৃতঞ্চৈব পবিত্রং পুণ্যমেব চ ॥ ২২৮

এই মহাভারতে সনাতন (নিত্যসিদ্ধ) ভগবান বাসুদেবের কীর্ত্তন করা হয়েছে। তিনি সত্য, ঋত, পবিত্র ও পুণ্যজনক চরিত্র।

১৪। মহাভারতের বুদ্ধ

মহাভাবতের প্রস্তাবনা ভাগে দেখা যায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরূপী তক্ষক উতঙ্কের কুণ্ডল হবণ করে। উতঙ্ক পাতালে গিয়ে সেই কুণ্ডল উদ্ধার করেন এবং সেটি গুরুদক্ষিণা দেন। ঐ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজা জন্মেজয়কে উত্তেজিত করেন (আদি পর্ব ৩-য় অধ্যায়)।

[খৃঃ পূঃ ৩১০১ এ ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ, খৃঃ পূঃ ২০৯০ তে কনকমুণি বুদ্ধ ও খৃঃ পূঃ ১০১৪ তে কাশ্যপ বুদ্ধ, খৃঃ পূঃ ৬৩৩-এ গৌতম বুদ্ধ-এর আগে ১২০ জন বুদ্ধ.(পাশ্চত্য ঐতিহাসিকদের মতে)।]

১৫। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের তিথি—অমাবস্যা [অগ্রহায়ণ]
—ম. উ.পর্ব ১৩৪ অধ্যায়।

ভীষ্ম দশদিন যুদ্ধ করেন, এরপর শরশয্যায় কাটান ৫৮ দিন।

সেই হিসেবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ৯ই নবেম্বর শুক্রবার ৩১৪০ খৃঃ পূঃ চান্দ্র অগ্রহায়ণের বা মাগশীর্ষ অমাবস্যার শেষ প্রান্তে, (ঋতুর হিসেবে কার্ত্তিকী অমাবস্যায়) পৌষের শুক্লা প্রতিপদের প্রাক্‌কালে (ঋতুর হিসেবে অগ্রহায়ণের) মধ্যাহ্নের আগে সকালবেলা যার প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণকে বলা এই কথা—

ব্রুয়াঃ কর্ণ ! ইতো গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপম্ ।
সৌম্যোদয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপয়ব সন্ধেনঃ ॥ ১৬ ॥
সর্বোষধিবন স্ফীতঃ ফলবানল্পমক্ষিবঃ ।
নিষ্পঙ্কো রসবত্তয়ো নাত্যুষ্ণশিশিরঃ সুখঃ ॥ ১৭ ॥
সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদমবস্যা ভবিষ্যতি
সংগ্রামো যুজ্যতাং তাস্যাং তাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাম ॥১৮ ॥

[কর্ণ ! আপনি দ্রোণ, শান্তনুনন্দন (ভীষ্ম) ও কৃপকে বলবেন—সুখজনক এই অগ্রহায়ণ মাস এসেছে। এখন ঘাস ও কাঠ সহজলভ্য, বনগুলি ঔষধি লতায় পরিপুষ্ট, ধান্যাদি শস্য ও ফল জন্মেছে, মাছি কমে গেছে, কাদা নেই, জল সুস্বাদু, গরম ও অধিক নয়, শীতও অধিক নয়। আর আজ থেকে সাত দিন পর অমাবস্যায় যুদ্ধ আরম্ভ হোক। কারণ অমাবস্যার দেবতা যুদ্ধ-নিপুণ ইন্দ্র।]

১৬। সঞ্জয়ের গীতা বর্ণনার তিথি

যদিও কৃষ্ণ গীতা-উপদেশ দেন অমাবস্যায় ৯ই নবেম্ভর শুক্রবার ৩১৪০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে, গীতা জয়ন্তী পালন করা হয় এর পববর্তী শুক্লা একাদশী তিথির ভিত্তিতে, কারণ দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মেব শরশয্যা গ্রহণের পর যুদ্ধ-সাংবাদিক সঞ্জয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার সংবাদও বলেন। তাই গীতার প্রথম শ্লোকটি ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসাবাক্য এবং ২য় থেকে ৩০ নং শ্লোক সঞ্জয়ের উক্তি। ভীষ্ম পর্ব্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় ভীষ্মের পতন সংবাদ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

সঞ্জয় উবাচ—

সঞ্জয়োঽহং মহারাজঃ নমস্তে ভরতর্ষভঃ।
হতো ভীষ্মঃ শান্তনবো ভারতানাং পিতামহঃ॥
ককুদং সর্ব্বযোধনাং সর্ব্বধনুষ্মতাম্‌।
শরতল্পগতঃ সোঽদ্য শেতে কুরুপিতামহঃ॥
যঃ স শক্র ইবাক্ষেভ্যো বর্ষন্‌ বানান্‌ সহস্রশঃ।
জঘান যুধি যোধানামর্বুদং দশভির্দিনৈঃ।

১৭। ভীষ্মের শরশয্যাকাল

উত্তরায়ণ আরম্ভের পর শুক্লাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে যেদিন চন্দ্র ছিল সেদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্ম দেহত্যাগ করেন। খৃঃ পূঃ ৩১৩৯ সালে ঐ তারিখটি ছিল ১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার। ঐ দিন ভীষ্ম বলেছিলেন যে তিনি ৫৮ রাত্রি শরশয্যায় কাটিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ৯ই নবেম্বর খৃঃ পূঃ ৩১৪০ সালে। ভীষ্ম ১০ দিন যুদ্ধ

ক'রে দশম দিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালে শরশয্যায় শায়িত হন (১৮ নবেম্বর) তাই হিসেবটি দাঁড়াচ্ছে ঃ—

নবেম্বর ১৩ রাত্রি
ডিসেম্বর ৩১ রাত্রি
জানুয়ারী ১৪ রাত্রি

মোট ৫৮ রাত্রি

১৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিসেব কেন ভুল ?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় লিখেছেন, যুধিষ্ঠিরের জন্ম খৃঃ পূঃ ৩১৭৩ এর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায়, ভীমের জন্ম খৃঃ পূঃ ৩১৭২ সালে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমীতে এবং অর্জুনের জন্ম ফাল্গুনী পূর্ণিমায় (খৃঃ পূঃ ৩১৭১), কিন্তু তিনি যে গ্রহ সংযোগ এঁদের জন্ম কালে দেখিয়েছেন তার সবই ভুল, যেমন ঃ—শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রাশি চক্র যা ২৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে তার সঙ্গে বৃহস্পতি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, রাহু, কেতু এই ছয়টি গ্রহের অবস্থানের কোন মিল নেই। খৃঃ পূঃ ৩১৭২ সালের শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী ছিল ১৩ই জুলাই সোমবার। ঐ দিন মথুরায় নিশার্দ্ধের আগেই কৃষ্ণা-নবমী তিথি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৩১০১ সালে কলিযুগে, কিন্তু ৩১০০ সালের ১৪ই জানুয়ারী যেদিন সূর্যের উত্তারায়ণ শুরু হয়েছিল সেদিন ছিল কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। ভীষ্মের মৃত্যু তিথি ছিল শুক্লাষ্টামী। তাই শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের ঐ হিসেব কোন রকমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিথির হিসেব নিচে দেওয়া হলো (**Sri N. C Lahiri's Tables of the Sun** অবলম্বনে)

		Days
(–) 3100 AD (3101 BC)………		21·62
+ 1 Year………		10·63
January 14………		14·00
	Total	46·26
Less period of Moon……	(–)	29·53
3000BC January 14, Tithi……	Total	16·73

16·73 Tithi = (15 + 1·73), which means 2nd lunar day (Tithi) of Dark-half (Krishna Paksha).

১৩ই জুলাই, খৃঃ পূঃ ৩১৭২ এর গ্রহসন্নিবেশ (মথুরায় মধ্যরাত্রে) ছিল এরকম ঃ—

লগ্ন—বৃষ ; চন্দ্র—বৃষে রোহিণীতে ; রবি—সিংহে; বৃহস্পতি—মিথুনে ; মঙ্গল—মেষে ; বুধ—সিংহে ; শুক্র—কর্কটে ; শনি—তুলায় ; রাহু—কর্কটে ; কেতু—মকরে। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের হিসেবে খৃঃ পূঃ ৩১৭২ এর শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে তারিখ ও বার দেননি, গ্রহ সন্নিবেশ ছিল এই রকম ঃ—লগ্ন, চন্দ্র ও কেতু—বৃষে ; বৃহস্পতি—মীনে ; রবি—সিংহে ; বুধ —কন্যায় ; শুক্র ও শনি—তুলায় ; রাহু—বৃশ্চিকে ; মঙ্গল—মকরে। এতে লগ্নমালিকা-যোগ (চক্রধর মালিকাযোগ) হয়নি। লগ্নমালিকা-যোগের আরেক নাম চক্রধর মালিকা-যোগ কারণ চক্রধর শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে এই যোগ হয়েছিল। এই যোগে রাহু, কেতু ছাড়া বাকি ৭টি গ্রহই লগ্ন থেকে পরপর ৫টি, ৬টি, বা ৭টি ঘরে মালার মতো সাজানো থাকে। খৃঃ পূঃ ৩২৩০ সালের ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার এই অসাধারণ লগ্ন মালিকা-যোগ মথুরায় মধ্য রাত্রে ঠিকই পাওয়া যায়। (পৃষ্ঠা ১৩ দ্রষ্টব্য)

পরিশিষ্ট ৫

ঐতিহাসিক তথ্য

১। মিহির কুল

Table of Kashmir Kings থেকে দেখা যায় বসুকুলের পর মিহির কুল খৃঃ পূঃ ৭৯২ সাল থেকে খৃঃ পূঃ ৭২২ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। **Hieun Tsang** হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন। তিনিও বলেছেন যে তাঁর আগমনের বহু শতাব্দী পূর্বে মিহিরকুল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি বিদেশী হূন ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত নির্দয় ও দুর্ধর্ষ রাজা ছিলেন। তিনি সিংহল আক্রমণ ক'রে সিংহলের রাজাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি কখনও কাহারও নিকট পরাজিত হননি। **Vincent A. Smith** একে ভুল করে বিদেশী হূন মনে করেছিলেন। মিহিরের পিতা ছিলেন বসুকুল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ভুলবশতঃ মিহিরকুলকে তার বহুপরবর্তী কালের রাজা তোরমানের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

২। তোরমান

তোরমান ছিলেন কাশ্মীরের রাজা হিরণ্যের ছোট ভাই এবং মন্ত্রী। তিনি তাঁর নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। এতে কাশ্মীরের রাজা ক্ষুণ্ণ হয়ে তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ রাখেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাশ্মীরের রাজা হিরণ্যের রাজত্বকাল ১ থেকে ৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তোরমানের নামাঙ্কিত মুদ্রা পশ্চিম ভারতে, বিশেষতঃ সৌরাষ্ট্রে পাওয়া গিয়েছে। তোরমানের পূর্বে কাশ্মীরের মুদ্রা দেবী পার্বতীর নামাঙ্কিত থাকত। তোরমানকেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বিদেশী হূন বলে উল্লেখ করেছেন।

৩। কণিষ্ক ঃ ভারতীয় ঐতিহ্য ঃ রাজতরঙ্গিণী

কল্হন তাঁর রাজতরঙ্গিনীতে বলেছেন, যে দিন তিনি রাজতরঙ্গিণী লেখা শেষ করেন সেদিন থেকে ২৩৩০ বৎসর আগে তৃতীয় গোনন্দ কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। কল্হন তাঁর রাজতরঙ্গিনী লেখা সমাপ্ত করেন ১০৭০ শালিবাহন শকাব্দে (১১৪৮ খৃঃ)। তৃতীয় গোনন্দের পূর্ববর্তী রাজা অভিমন্যু ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। অভিমন্যুর পূর্ববর্তী কাশ্মীরের রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তিনি ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই হিসেবে কণিষ্কের

রাজত্বকাল শুরু হয় (২৩১০+৫০+৩০−১১৪৮)=১২৬২ খৃঃ পূঃ।
কল্হন নামটি এসেছে সংস্কৃত কল্যাণ শব্দ থেকে।

৪। মৌর্য সম্রাট অশোক বর্দ্ধন ঃ

কল্হন এর মতে অশোক থেকে কণিষ্ক পর্যন্ত মোট ৬ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। কণিষ্কের পূর্ববর্তী ৫ জন রাজার রাজত্ব কাল যদি ১৫০ বৎসর ধরা যায় তবে অশোক বর্দ্ধনের রাজত্ব আরম্ভ হয় ১২৬২+১৫০=১৪১২ খৃঃ পূঃ।

৫। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ঃ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বিভ্রান্তি

অশোক বর্দ্ধনের পিতা বিন্দুসার ও পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মোট প্রায় ৭৩ বৎসর রাজত্ব করেন। অশোক রাজত্ব করেছেন ৩৬ বৎসর সুতরাং এই হিসেবে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিল ১৪১২+৭৩+৩৬=১৫২১ খৃঃ পূঃ।

"TABLE OF INDIAN KINGS" থেকে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত খৃঃ পূঃ ১৫১৮ থেকে রাজত্ব আরম্ভ করেন। যা উল্লিখিত হিসাব অনুসারে গ্রহণ যোগ্য। ইনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত।

Vincent A. Smith স্বীকার করেছেন, "The Kashmir chronicle, composed in the twelfth century, which is the nearest approach to a work of regular history in extant Sanskrit literature... It is also of high value as a trustworthy record of local events for the period contemporary to, or slightly preceding, the author's life time."

—"THE EARLY HISTORY OF INDIA", Page 10.

তাই গ্রীক ঐতিহাসিকগণ আলেকজান্ডার ও সেলুকাসের সমকালীন যে চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ করেছেন তিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত নন। গুপ্তরাজ বংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তকেই ভুলক্রমে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মনে করেন।

কণিষ্ক ছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অধঃস্তন ৬ষ্ঠ রাজা ইন্দ্রপালিতের নিকটকালীন সম্রাট। TABLE OF INDIAN KINGS থেকে জানা যায় ইন্দ্রপালিত খৃঃ পূঃ ১৪০৪ থেকে ১৩৩৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, এবং কণিষ্কের রাজত্বকাল ছিল খৃঃ পূঃ ১৩৫১ থেকে ১৩০১ পর্যন্ত।

কল্হনের মতে তৃতীয় গোনন্দের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে খৃঃ পূঃ ১১৮২

সালে। কিন্তু TABLE OF KASHMIR KINGS থেকে জানা যায় তৃতীয় গোনন্দের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিল খৃঃ পূঃ ১২৭১ সালে। এই থেকে বুঝা যায় কল্হন তাঁর হিসাবে প্রায় ৯০ বৎসরের গোলমাল করে ফেলেছিলেন, যা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ন্যায় এত মারাত্মক নয়।

৬। পশ্চিম দেশীয় সত্রপ

পারস্য সম্রাট Darius খৃঃ পূঃ ৫০৭ এর কাছাকাছি সময়ে ভারত আক্রমণ করেন। তখন ভারতে ১৯ তম অন্ধ্ররাজ পুরীন্দ্রসেনার রাজত্বকাল (৫০৯ থেকে ৪৯৭ খৃঃ পূঃ)।

Darius সেকালের পশ্চিম ভারতের পঞ্জাব, গান্ধার এবং কাবুল জয় করে তাঁর কয়েকজন সেনাপতির নিকট শাসনভার দিয়ে যান। Darius এবং তাঁর সেনাপতি কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতাপে ভারতের অভ্যন্তরে বেশীদূর প্রবেশ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে Darius এর সেনাপতিদের কোন কোন বংশধরগণ (সত্রপ ভূমক চাস্তানা (Chastana) প্রভৃতি) শক্তিশালী হয়ে উঠে। চাস্তানার শাসনকাল ছিল খৃঃ পূঃ ৪৬৮—৪৫৬।

৭। ভারতে গ্রীক আক্রমণ

ভারতীয় পুরাণ অনুসারে পহ্লব, যবন, শক প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তি অন্ধ্রাজত্বের শেষ ভাগে ভারত আক্রমণ করেছিল। তাই এদের পরেই গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমন করেছিলেন শেষ শক্তিশালী রাজা চন্দ্রশ্রীর রাজত্বকালে। কিন্তু চন্দ্রশ্রীর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করতে আলেকজাণ্ডার-এর সৈন্যগণ রাজী হননি। চন্দ্রশ্রীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দুর্ধর্ষ গঙ্গাহৃদি সৈন্যবাহিনী। আলেক্জাণ্ডার তাই ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে পিছু হটে যেতে বাধ্য হন। তাই ভারতীয় পুরাণ, জৈন বা বৌদ্ধ কোন গ্রন্থেই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের উল্লেখ নেই। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাদের সম্রাটকে তোয়াজ করেছেন বিজয় অভিযানের অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে।

৮। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু বেতাল ভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নাণি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য॥
—জ্যোতির্বিদাভরণ, ২২ অধ্যায়, ১০ নং শ্লোক।

৯। যুধিষ্ঠির শকাব্দ (জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থোক্ত)

যুধিষ্ঠির শকাব্দ জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতের পান্ডব যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ভারতে একই নামে একাধিক রাজা সন্ন্যাসী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ছিলেন। কাশ্মীর রাজবংশ তালিকায় তৃতীয় গোনন্দ থেকে ২১ তম রাজার নাম ছিল অন্ধ যুধিষ্ঠির যাঁর রাজত্বকাল ছিল খৃঃ পূঃ ৩০৬ থেকে ২৫৬ অবধি। যুধিষ্ঠিরাব্দের শুরু ধরা হয় ৪৬৮ কল্যব্দ (খৃঃ পূঃ ২৬৩৩) থেকে।

১০। শ্রীহর্ষ সম্বৎ

খৃঃ পূঃ ৪৫৮ সালে শ্রীহর্ষ নামে এক রাজা শ্রীহর্ষসম্বতের প্রবর্তক। সম্ভবতঃ রাজপুতনার হর্ষপুর ছিল এঁরই নির্মিত এবং এঁরই রাজধানী। এই সম্বৎ নেপালে এবং উত্তর ভারতের কিছু অঞ্চলে এখনও প্রচলিত রয়েছে।

১১। বিক্রমাব্দ কয়টি ?

বর্তমানে প্রচলিত বিক্রমাব্দ হিসেব করা হয় খৃঃ পূঃ ৫৮ থেকে। ভবিষ্য পুরাণে বলা হয়েছে প্রমর বংশের (চারটি অগ্নিকুলের একটি বংশ) এক রাজা গন্ধর্বসেনার দ্বিতীয় পুত্র বিক্রম মালব জয় ক'রে 'আদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন (উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণের দিন) খৃঃ পূঃ ৫৮ সালে। এইটি সম্ভবতঃ পরবর্তী বিক্রমাব্দ যেটিতে হারিয়ে গেছে পূর্ববর্তী বিক্রমাব্দ (যা প্রচলিত হয়েছিল উপকথার বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৫২৩ থেকে) তাই দুটি বিক্রমাব্দের প্রথমটি প্রচলিত করেছিলেন সেই বিক্রমাদিত্য যাঁর রাজসভা কালিদাস, বরাহমিহির, বেতাল ভট্ট প্রভৃতি "নবরত্ন" অলঙ্কৃত করতেন। ইনি উপকথায় প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আদি শঙ্করাচার্যের জন্ম (খৃঃ পূঃ ৫০৮) এঁরই প্রচলিত ১৪ বিক্রমাব্দে তাই এই বিক্রমাব্দ আরম্ভ হয় খৃঃ পূঃ ৫২৩ সালে (শূন্য বিক্রমাব্দ) যখন তিনি উজ্জয়িনীতে মালব রাজ্যের রাজসিংহাসনে আরোহন করেন। এঁর পিতা চন্দ্রশর্মা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু মাতা রাগমঞ্জরী ছিলেন মথুরার ক্ষত্রিয় রাজা শৃঙ্গার শেখরের কন্যা। চন্দ্রশর্মার অপর তিন পত্নী (১) ব্রাহ্মণকন্যা শীলাবতী যার পুত্র বররুচি, (২) বৈশ্যকন্যা সুমতি, যার পুত্র ভট্টি এবং (৩) শূদ্রকন্যা মদনরেখা, যার পুত্র ভর্তৃহরি। বিক্রমাদিত্যের সভায় তাঁর এই তিন বৈমাত্রেয় ভাই-ও নবরত্নের তিন রত্ন। বিক্রমাদিত্য মাতামহের সৈন্য ও সম্পদবলে বলীয়ান হয়ে পিতার নামে চন্দ্রপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং মালবরাজ্য

জয় করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পিতা চন্দ্রশর্মাই সন্ন্যাসাশ্রমে যোগীন্দ্র গোবিন্দ নাম ধারণ করেন এবং ইনিই আদি শঙ্করাচার্যের গুরু।

এই বিক্রমাদিত্যের জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ উল্লেখ করেছেন শ্রীনারায়ণ দত্ত শ্রীমালী তাঁর জ্যোতিষ গ্রন্থ কুণ্ডলী দর্পণে (হিন্দি ভাষার এই বইটি কর্ণেল **H. K. DEBBARMAN** মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)। ঐ গ্রহসংযোগের মোটামুটি সামঞ্জস্য মেলে খৃঃ পূঃ ৫৪৮ সালের ১৬ মার্চ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে (স্থানীয় সময়ে)। এতে মনে হয় বিক্রমাদিত্য ২৫ বৎসর বয়সে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১২। গুপ্তাব্দ

গুপ্তবংশীয় ১ম চন্দ্রগুপ্ত (বিজয়াদিত্য) খৃঃ পূঃ ৩১৬ সালে মগধরাজ্যের অধিপতি হন এবং সেই থেকে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয়। এঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত (অশোকাদিত্য) দিগ্বিজয়ী মহাপরাক্রান্ত সম্রাট যাঁর বিশাল সাম্রাজ্য এবং শিল্প, সংগীত ও বিদ্যাচর্চার গৌরবগাথা আজও বিস্ময় জাগায়। এঁর পুত্র, (এই বংশের ২-য় চন্দ্রগুপ্ত) বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু ইনি গুপ্তাব্দের পরিবর্তে নতুন বিক্রমাব্দ প্রচলন করেছেন—এর সমর্থনে প্রামাণ্য দলিল কোথায় ?

এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৫৮-২২২ সাল। এই বিক্রমাদিত্যেরই নিকট আত্মীয় প্রতাপাদিত্য কাশ্মীর-মন্ত্রীপরিষদের আমন্ত্রণে কাশ্মীর-সিংহাসনে আরোহণ করেন ও খৃঃ পূঃ ২৫৫ থেকে ২২৪ অবধি রাজত্ব করেন [**Table of Indian Kings** দ্রষ্টব্য]

ভবিষ্যোত্তর পুরাণের কলিযুগরাজবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় দক্ষিণ ভারতের শ্রীপর্বতের (শ্রীশৈলের) গুপ্তরাজ বংশের চন্দ্রগুপ্ত (১ম) ৩১-তম অন্ধ্ররাজা চন্দ্রশ্রীর (চন্দ্রসেনার) সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রশ্রীকে হত্যা করে তাঁর শিশু পুত্র পুলোময়ীকে (৪র্থ) মগধ-রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (রাজধানী পাটলিপুত্র)। ৭ বৎসর পর পুলোময়ীকে হত্যা করে চন্দ্রগুপ্ত (১ম) নিজেই রাজা হয়ে বসেন খৃঃ পূঃ ৩১৬ সালে, যখন থেকে গুপ্ত সম্বৎ প্রচলিত হয়। এর ফলে পূর্ববর্তী বিক্রম সম্বৎ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। গুপ্ত সম্বৎকে শুধুমাত্র "সম্বৎ"ও বলা হত। এই চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ছিলেন অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যার রাজত্বের ১-ম ভাগে সেলুকাস ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হয়ে সমুদ্রগুপ্তকে কন্যাদান করেন এবং দূতরূপে মেগাস্থেনিসকে প্রেরণ করেন (সমুদ্রগুপ্তের

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির তথ্য)। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। যেহেতু এঁর পিতামহের কাল থেকে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হয়েছিল, ইনি কোন নূতন বিক্রমাব্দ প্রচলন করেন নি।

১৩। শ্রীহট্টের ভাটেরা তাম্রশাসনে গুপ্তাব্দ

শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে পাওয়া দুটি তাম্র শাসনের একটিতে পাণ্ডব কুলাধিপানামাব্দ ২৩২৮ এবং অপরটিতে ১৭ সংবতীয় ১ বৈশাখ লেখা রয়েছে। জৈন যুধিষ্ঠিরাব্দের হিসেবে ২৩২৮+৪৬৮=২৭৯৬ কল্যব্দ (৩০৫ খৃঃ পূঃ) পাওয়া যায় ১ম তাম্র শাসনের কাল। ২য় তাম্র শাসনের কাল ১৭ সংবৎ অবশ্যই ছিল গুপ্ত সম্বৎ, যা সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৩১৬ থেকে চন্দ্রগুপ্ত প্রচলন করেছিলেন। তাই ২য় তাম্র শাসনটি লিখিত হয়েছিল ৩১৬−১৭= ২৯৯ খৃঃ পূঃ কালে।

১৪। যুধিষ্ঠির-পরবর্ত্তী পাণ্ডব বংশের রাজত্বকাল

আসামের ঐতিহ্য অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলিযুগের ১ম বৎসর থেকে যুধিষ্ঠির ও তাঁর বংশের পরবর্তী রাজাদের (২৯ জন) মোট রাজত্বকাল ছিল ১৪১২ বৎসর। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর জরাসন্ধের পৌত্র থেকে মোট ২২ জন রাজা এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেন। **Table of Kashmir Kings** থেকে দেখা যায় জন্মেজয়ের ভ্রাতা* হর্ণদেব (স্বর্ণদেব ?) থেকে সুন্দরসেনা অবধি ২২ জন রাজা প্রায় এক হাজার বৎসর রাজত্ব করেছেন।

ভারত-পূর্ব্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যের ঐতিহ্যের হিসাব পাওয়া যায় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিবসাগর থেকে প্রকাশিত খৃষ্টান মিশনারীদেব মাসিক পত্রিকা অরুণোদয়ের জুন সংখ্যায় দেওয়া কিছু তথ্য থেকে যা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল ঃ—

---

* যুধিষ্ঠিরের পূর্বপুরুষ চন্দ্র থেকে ৮ম রাজা জন্মেজয়ের (পুরুর পুত্র) ভ্রাতাদের নাম ছিল শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। মনে হয় বর্তমানে প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে ভুলক্রমে পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয়ের ভ্রাতাদের নামও শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন লেখা হয়েছে।

অমৃতলোদয় জুন, ১৮৫১, পৃঃ ৮০

১।	কলেরাদৌ ভবেৎ রাজা যুধিষ্ঠির চতুর্দ্দশশতং বর্ষং দ্বাদশ বৎসর (যুধিষ্ঠির বংশ)	১৪১২ বৎসর
২।	নন্দ পঞ্চশতংজ্ঞেয়ং	৫০০ "
৩।	গৌতমশ্চ চতুঃশতং	৪০০ "
৪।	ময়ূরশ্চ করেৎ রাজ্যং ষষ্ঠাধিক শতত্রয়ং	৩৬০ "
৫।	সপ্তাধিক শতং পঞ্চ সোম রাজামকারয়েৎ	৫০৭ "
	মোট	৩১৭৯ বৎসর
	এরপর শকাব্দ শুরু হয়। শকাব্দ জুন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে,	১৭৭৩ বৎসর
	কলি	৪৯৫২ বৎসর

(এই পত্রিকাটি শ্রীত্রিপুরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (Joint Director, Industries) মহোদয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

১৫। আসাম রাজ্যে পাওয়া তাম্রশাসন ও শিলালিপি

Dr, D Sarma সম্পাদিত KAMARUPASASANAVALI গ্রন্থে আসাম রাজ্যে পাওয়া বিভিন্ন শিলালিপি ও তাম্র লিপির মধ্যে ২৭টির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ভাস্করবর্মার ডুবি তাম্রশাসন (The Dubi plates of Bhaskaravarma) থেকে জানা যায়, ভূমি-পুত্র নরকের পর (নরকের পুত্র ভগদত্ত থেকে) পুষ্যবর্মা অবধি ৩০০০ বৎসর রাজত্বকাল গত হয়েছিল। নরক শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েছিল। নরকের পুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছিলেন (The line of kings as given in the dubi plates of Bhaskaravarma is as follow :—

The first king to rule this state was Bhauma Naraka of hoary antidquity ; he was followed by his son Bhagadatta, then his son Vajradatta. In this family of Bhauma Naraka, after a lapse of three thousand years, came the king Pusyavarma,.........KAMARUPASASANAVALI, page-13. সম্পাদক Dr, D. Sarmaর মতে পুষ্যবর্মা খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর রাজা ছিলেন)।

১৬। প্রকৃত যুধিষ্ঠিরাব্দ ঃ জন্মেজয়ের কিষ্কিন্ধ্যা তাম্র শাসন

Mr, A. S. Somayajulu উল্লেখ করেছেন কিষ্কিন্ধ্যার একটি মন্দিরে পাওয়া তাম্র শাসনে ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দে ভূমিদানের বিবরণ রয়েছে। এই যুধিষ্ঠিরাব্দ অবশ্যই খৃঃ পূঃ ৩১৪০ সালের নবেম্বরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের ভারতসম্রাটরূপে হস্তিনাপুরে সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকে প্রচলিত হয়েছিল। যুধিষ্ঠির প্রায় ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এরপর পরীক্ষিৎ রাজত্ব করেছিলেন প্রায় ২৫ বৎসর। খৃঃ পূঃ ৩০৭৭ সালে সপ্তর্ষি অব্দের শুরু থেকে জনমেজয়েব রাজত্ব আরম্ভ হয় (পরীক্ষিতান্ত বা পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর থেকে)। ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দ (৩১৩৯—৯০)=৩০৪৯ খৃঃ পূঃ সাল বোঝায় (১ম অব্দ "০" শূন্য অব্দ ধরে)।

১৭। ভারতীয় ঐতিহ্য ঃ বুদ্ধ—মহাবীর—কুমারিল—শংকর

(১) বুদ্ধ অযোধ্যার সূর্য বংশীয় রাজা রাম থেকে ৫২ তম বংশধর। বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ১৮৮৬তে জন্মগ্রহণ করেন।

(২) হিন্দু ও বৌদ্ধ সকল গ্রন্থানুসারেই মহাবীর খৃঃ পূঃ ৫২৮ এ দেহত্যাগ করেন।

(৩) কুমারিল ভট্ট (খৃঃ পূঃ ৫৫৬—৪৯২) জৈন ধর্মের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন।

(৪) শংকরাচার্য বুদ্ধেব জন্মের প্রায় ১৪০০ বৎসর পর বৌদ্ধ ধর্মকে পরাজিত করেন। তিনি দ্বাবকা, পুরী ইত্যাদি মঠে রক্ষিত গুরুকুলপঞ্জী অনুসারে এবং শংকর বিজয় গ্রন্থানুসারে ২৫৯৩ কল্যব্দে (খৃঃ পূঃ ৫০৮) জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোকাংশটি হল ঃ—

"তিষ্যেপ্রয়াত্যনলসেবাধিবান নেত্র……"
অনল ৩, সেবাধি ৯, বান ৫,
নেত্র ২, "অঙ্কস্যবামাগতি।"

তাই সংখ্যাটি হল ২ ৫ ৯ ৩ কলিগতাব্দ (২৫৯৪ তম কল্যব্দ)

(৫) শংকরাচার্যের দেহত্যাগেব তারিখ ঃ—

জৈন গ্রন্থ জিনবিজয়ে লেখা রয়েছে আদি শংকরের মৃত্যুবর্ষ।

ঋষিবানস্তথাভূমিমর্ত্ত্যাক্ষৌ বামমেলনাৎ।
একত্বেন লভেতাংকস্তাম্রাথস্তত্র বৎসরঃ ॥
ঋষি ৭, বান ৫, ভূমি ১, মর্ত্ত্যাক্ষ ২,

অঙ্কস্য বামাগতি, তাই বিপরীত ভাবে (in the reverse order) সাজিয়ে পাওয়া যায় ২১৫৭ যুধিষ্ঠিরাব্দ (জৈন)।

সুতরাং (২১৫৭+৪৬৮)=২৬২৫ কলিগত (২৬২৬ তম কল্যব্দ) বা খৃঃ পূঃ ৪৭৬

শঙ্করের আয়ুষ্কাল ২৬২৫ – ২৫৯৩ = ৩২ বৎসর

জিনবিজয় (জৈন ধর্ম গ্রন্থ) অনুসারে ঃ—

পশ্চাৎ পঞ্চদশেবর্ষে শঙ্করস্য গতে সতি।
ভট্টাচার্য কুমারস্য দর্শণং কৃতবান শিবঃ ॥

শঙ্করাচার্য পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হবার পর (অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষে) কুমার (কুমারিল) ভট্টাচার্যকে দর্শন করেছিলেন (শিব = শঙ্কর)। বৃহৎ শঙ্করবিজয় গ্রন্থে চিৎসুখের বক্তব্য থেকে জানা যায় কুমারিল ভট্ট শঙ্করাচার্যের জন্মের ৪৮ বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

জিনবিজয় গ্রন্থানুসারে ২১০৯ জৈন যুধিষ্ঠিরাব্দে (২১০৯+৪৬৮=২৫৭৭ কল্যব্দে) মহাবীরের দেহত্যাগের ২ বৎসর পর কুমারিল ভট্টাচার্য জৈনদের দ্বারা বিতাড়িত হন এবং ঐ বৎসরটি—

"নন্দাঃ পূর্ণে নেত্রে মনুজানাং চ বামতঃ"
নন্দা ৯, পূর্ণ ০, ভূমি ১, নেত্র ২,

অঙ্কের বামগতিতে সংখ্যাটি হল ২১০৯ (জৈন যুধিষ্ঠিরাব্দ)।

১৮। কলিযুগের আসাম পদ্ধতির রাজবংশতালিকা (শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দত্তের তালিকা অনুযায়ী)

রাজবংশ	রাজত্বকাল বৎসর—মাস—দিন
২৯ জন যুধিষ্ঠির বংশ	১৪১২— ০—২১
১০ জন নন্দ বংশ	৪৯৯—১১—২৭
১৭ জন গৌতম বংশ	৪০০— ৩— ৯
১০ জন ময়ূর বংশ	৩৬০— ০— ০
১৭ জন সোম পাল বংশ	৫০৬— ৮— ১
মোট প্রায়	৩১৭৯— ০— ০
১৩ জন—শকাদিত্য বংশ	২৬৩— ৮— ০

অরুণোদই, জুন ১৮৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য (Sri T. M. Gangopadhyaya, Joint Director of Industries, Tripura মহোদয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

অরুনোদই, জুন, ১৮৫১ (৭৯ পৃঃ)

কলিযুগের রাজবংশ তালিকা

পুরাণানুসারে শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দত্ত (দারোগার) লেখা

যুধিষ্ঠির বংশ

রাজার নাম	বৎসর	মাস	দিন
১। যুধিষ্ঠির	৩৩	৯	২০
২। পরীক্ষিত	৪০	১	২২
৩। জন্মেজয়	৮২	৫	২৭
৪। অশ্বমেধ	৮০	৪	২৪
৫। উত্তম	৮১	৪	২৪
৬। মইজলিপ	৭৯	৭	১৩
৭। চিত্রসেন	৭৫	৫	৫
৮। দণ্ডপাল	৬১	২	১২
৯। উগ্রসেন	৭২	৬	১৪
১০। ভূপতি	৫৪	৪	৪
১১। রঞ্জিত	৫০	৪	৬
১২। রহুদ পাল	৫১	৩	৪
১৩। সুকমন	৪৬	০	৫
১৪। নরহরদেব	৫২	২	২
১৫। সুজিতপ্রভু	৫৪	৫	৫
১৬। শুরসেন	৪৫	০	২
১৭। ভূষন	৫৪	৪	৮
১৮। নরপতি	৪০	৭	৫
১৯। আসামি	৪০	৩	২
২০। তোরমন	৩৮	৫	২৮
২১। ডিম্বন	৩৭	১	২৫
২২। নরহর দত্ত	৩৬	৪	২১
২৩। দণ্ডবান	৩৩	২	১১
২৪। স্বর হংস	৩২	৩	১৫
২৫। রূপ	৩০	৬	১৮
২৬। অশ্ববরণ	২৯	২	১৩
২৭। দৈত্যপাল	২৮	০	২১
২৮। ভিম	২৬	৮	৯
২৯। লখমন	২৪	২	১৬
মোট	১৪১২	০	২১

নন্দ বংশ

রাজার নাম	বৎসর	মাস	দিন
১। নন্দ	৭৩	৫	১৫
২। দশ্বপাল	৫৮	৪	৯
৩। লহ্নসেন	৫৮	৫	১৫
৪। বির বাহু	৪৪	৭	১১
৫। ভীম সেন	৫৯	৯	১৩
৬। সুরপতি	৪৬	৬	১৪
৭। অশ্জুর্ন সেন	৫৯	৮	১৩
৮। শ্রীপতি	৩৫	৪	১৫
৯। হরদেব	৪৭	৩	২১
১০। পিথুমন	৩৬	৪	২১
	৪৯৯	১১	২৭

গৌতম রাজ বংশ

রাজার নাম	বৎসর	মাস	দিন
১। গৌতম	২৯	৬	১১
২। বীরবাহু	২৮	১	১৪
৩। নারায়ণ	২৬	৯	২৩
৪। হয়াত সিংহ	২১	৮	১৭
৫। ধনপতি সিংহ	৩১	৫	১৪
৬। সভাচন্দ	৩০	৭	১৭
৭। নুর সেন	২৫	৮	১
৮। চিত্র সেন	১১	৩	৭
৯। উচ কান	১৪	২	১৩
১০। জস মতি	১৫	৪	০
১১। বলবাহু	২৬	৫	৬
১২। কামপান	৩৮	১	৭
১৩। ভুবন সিংহ	১৫	৩	৯
১৪। জিবন সিংহ	২১	২	২২
১৫। হরি কুল্য	৩৩	৩	১০
১৬। সুরগত	১১	২	৯
১৭। আদভুত সিংহ	২০	০	৯
	মোট ৪০০	৩	৯

ময়ূর বংশ

	রাজার নাম	বৎসর	মাস	দিন
১।	ময়ূর সেন	৪১	৬	৭
২।	ধিরহর সিংহ	৩৮	৬	১
৩।	বলভন সিংহ	৪৫	১১	১১
৪।	সুরসেন সিংহ	৩৪	৪	৭
৫।	মহাধ্বজ সিংহ	২৮	৫	১
৬।	হরিনাথ সিংহ	২৯	৩	২১
৭।	জিবন সিংহ	৩৮	৭	১০
৮।	উদয় সিংহ	৩৭	২	২
৯।	ইন্দ্রজয় সিংহ	৪৪	১	০
১০।	শাল্ব	২২	১	০
		মোট ৩৬০	০	০

সোমপাল রাজার বংশ

	রাজার নাম	বৎসর	মাস	দিন
১।	সোমপাল	৪৪	১১	১৩
২।	সম্পদ পাল	৩৩	৭	২১
৩।	চন্দ্রপাল	২৯	৯	১৩
৪।	সিন্ধু পাল	৩১	১০	১১
৫।	দহন পাল	৩৯	৮	১৭
৬।	নরসিংহ পাল	২৫	৯	১৩
৭।	সদর পাল	৩৮	৬	১৪
৮।	রাম পাল	২৭	৫	১৪
৯।	খরিদ পাল	৩৮	৭	১৪
১০।	অম্রিত পাল	২২	৯	১৫
১১।	সম্ভ পাল	৩১	৪	১৩
১২।	ব্রিহত চন্দ্র পাল	১৯	৪	১৬
১৩।	মোহ পাল	১৮	১১	১১
১৪।	ভিম পাল	২২	১০	১১
১৫।	ধর্ম পাল	২৭	১	১৮
১৬।	বিক্রম পাল	২৫	৬	৯
১৭।	কর্ম পাল	২৮	৩	১৮
		মোট ৫০৬	৮	১

শকাব্দ শংকর ১ শকে

১।	শকাদিত্য	১৪	০	০
২।	বিক্রমাদিত্য	৫২	০	০
৩।	ভোজদেব	৫২	০	০
৪।	মলুক চন্দ	৫	৪	২০
৫।	বিক্রম চন্দ	৩২	৩	১৯
৬।	কর্মনি চান্দ	৫	৩	২২
৭।	রাম চান্দ	১৮	১১	২
৮।	ইন্দ্র চান্দ	১৯	৯	২
৯।	কল্যাণ চান্দ	১২	৮	৫
১০।	ভিম চান্দ	১৯	৭	১১
১১।	নন্দ সেন	১৮	৬	২১
১২।	গোবিন্দ চন্দ্র	১৬	১০	১১
১৩।	মোহন মতি	১	৩	৭
	মোট	২৬৩	৮	০

মহাভারত, শান্তি পর্ব ঃ ধর্ম ও শাক্যসিংহ

ভীষ্ম কথিত দেবর্ষি নারদ ও গালবের সংবাদ, পুরাতন ইতিহাস—

"নারদ বলিলেন, বৎস গালব! শাস্ত্র চতুর্বিধ, তন্মধ্যে 'ধর্ম্ম নাই' এই এক বেদবহির্ভূত শাস্ত্র, দ্বিতীয় শক্যসিংহাদি-কল্পিত চৈত্যবন্দনাদিরূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্র, 'তৃতীয় বেদোক্ত ধর্ম্মই ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে', চতুর্থ 'ধর্ম্মাধর্মের অতীত বস্তু মাত্র আছে, আর কিছুই নাই।' এই সমুদয় শাস্ত্র সঙ্কল্পানুসারে পৃথক পৃথক রূপে কল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি যাহাকে শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই শ্রেয়।"

অবুদ্ধ-বুদ্ধ বিবরণ—জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সাধন

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায় (ম. ভা. শান্তি পর্ব)

বশিষ্ঠ কহিলেন, "মহারাজ! অতঃপর বুদ্ধ ও অবুদ্ধের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরমাত্মাকে বুদ্ধ এবং জীবাত্মাকে অবুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।…"

পরিশিষ্ট ৬

বিবিধ তথ্য

১। **শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পূর্বপুরুষের ক্রমানুযায়ী তালিকা**

ঈশান (১)

|

হলধর, লীলমাধব সাঙ্গধর (২)

|

শ্রীহরি তর্ক পঞ্চানন (৩)

|

রাম, নরসিংহ, দয়াকর (৪)

|

কালীপ্রসাদ (৫)

|

গঙ্গাপ্রসাদ (৬)

|

শ্রীবল্লভ, রাধাবল্লভ (৭)

|

রাধাবল্লভ বিদ্যালংকার (৮)

|

রামানন্দ, হরিদাস, রুদ্রদেব, কৃষ্ণরাম (৯)

|

জগন্নাথ, রামশংকর, রামজয় (১০)

|

রাধামাধব, রাজচন্দ্র (১১)

|

কালীকুমার, জগবন্ধু, শ্রীশ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ (১২)

| |

সতীন্দ্র, গিরিন্দ্র, মহেন্দ্র, সুরেন্দ্র |
(মাতা : প্রসন্নময়ী দেবী) |

|

যতীন্দ্র, যোগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র (১৩)
(মাতা : প্রসন্নকুমারী দেবী)
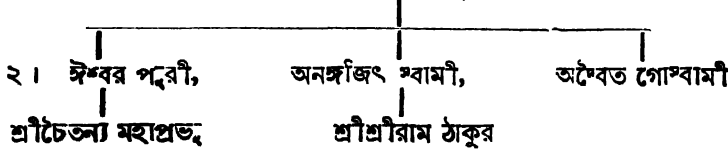
২। শ্রীশ্রীরামঠাকুর ঃ ফলিত জ্যোতিষ প্রসঙ্গে

"জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের যে অবস্থান থাকে, তাহার ভিতর দিয়া আসিবার সময় তাহাদের যে দৃষ্টি পড়ে, সে অনুসারে জীবনের পথ তৈয়ারী হইয়া থাকে। তাহার মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। এক ইঞ্চি ডাইনে বা বাঁয়ে সরিবার উপায় নাই। এই পথের নাম ভাগ্য-ভাগ-অংশ। এই ভাগ্য ভোগ করা ছাড়া ক্ষয় করিবার অন্য কোন উপায় নাই।'

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের জীবন আলেখ্য (পৃঃ ২৫২),
সংকলক ঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায়।

৩। ১ অক্ষৌহিনী

১ অক্ষৌহিনীতে

রথ	২১,৮৭০
হস্তী	২১,৮৭০
পদাতি	১,০৯,৩৫০
অশ্ব	৬৫,৬১০
মোট	২,১৮,৭০০

৪। রামায়ণ-মহাভারতের কালে সেনাবিন্যাস

(গোস্বামী তুলসীদাসের রামায়ণে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে)

সংজ্ঞা	রথ		হস্তী		অশ্ব		পদাতি	সমষ্টি
পত্তি	১	+	১	+	৩	+	৫	১০
সেনামুখ	৩	+	৩	+	৯	+	১৫	৩০
গুল্ম	৯	+	৯	+	২৭	+	৪৫	৯০
গণ	২৭	+	২৭	+	৮১	+	১৩৫	২৭০
বাহিনী	৮১	+	৮১	+	২৪৩	+	৪০৫	৮১০
পৃতনা	২৪৩	+	২৪৩	+	৭২৯	+	১২১৫	২৪৩০
চমূ	৭২৯	+	৭২৯	+	২১৮৭	+	৩৬৪৫	৭২৯০
অনীকিনী	২১৮৭	+	২১৮৭	+	৬৫৬১	+	১০৯৩৫	২১৮৭০
অক্ষৌহিনী	২১৮৭০	+	২১৮৭০	+	৬৫৬১০	+	১০৯৩৫০	২১৮৭০০

৫। মহাভারতের কালে কুরুক্ষেত্রের আয়তন

যে গোলাকার স্থানে ভারত যুদ্ধ হয়েছিল তার ব্যাস ছিল পঞ্চ যোজন (২০ ক্রোশ অর্থাৎ প্রায় ৪০ মাইল)। এই কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে পূর্ব্বমুখী হয়ে পাণ্ডবগণ ৭ অক্ষৌহিনী সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, এর বিপরীতদিকে পশ্চিমমুখী হয়ে দুর্য্যোধনের ১১ অক্ষৌহিনী সেনার সমাবেশ করা হয়েছিল।

[মহাভারতে ১৮ পর্ব্ব, ভারত-যুদ্ধ হয়েছিল ১৮ দিন, গীতায় রয়েছে ১৮ অধ্যায়, যুদ্ধ করেছিল ১৮ অক্ষৌহিনী সৈন্য। ১ পরম পুরুষের বা এক অদ্বৈত পরমাত্মার প্রতীক। ৮ অষ্টধা প্রকৃতি (পঞ্চ তন্মাত্র, মন, বুদ্ধি ও অহংকার) এবং পুরুষ=(১+৮) বা ৯ প্রণব বা ব্রহ্মের প্রতীক। ০ শূন্য অনির্ব্বচনীয়া মায়ার প্রতীক।]

৬। কলিযুগ-মাহাত্ম্য

বেদব্যাস বিষ্ণুপুরাণ ৬ অংশে কলিযুগ, শূদ্র ও স্ত্রীদিগের মহত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন।

একদিন ব্যাসদেব অর্দ্ধস্নাত অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী সলিলে অবস্থান করছিলেন। তখন কয়েকজন মুনি তাঁর নিকট উপস্থিত হন। ব্যাসদেব স্নান সেরে জাহ্নবী তীরে উঠেই মুনিদের শুনিয়ে বললেন—"কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু কলিকালে শূদ্রই সাধু, শূদ্রই ধন্য। কলিকালের স্ত্রীগণই সাধু, স্ত্রীগণই ধন্য।.........সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করে, ত্রেতাযুগে এক বৎসর পরিশ্রম করে এবং দ্বাপর যুগে একমাসকালীন পরিশ্রম করে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হয়ে থাকে, হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য এক দিবা-রাত্রির পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করে থাকে, এই নিমিত্তই কলিকে 'সাধু' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছি।

সত্যযুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যানযোগ করে, ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপরযুগে বহুতর অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তন করেই মনুষ্য সেই ফল লাভ করতে পারে।

কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করেই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই কলির উপর অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি।

দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে অধিকারী হয়ে থাকে, তারপর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করে তাঁহাদেরকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করতে হয়।

তাঁরা অসংযত হয়ে যদি বৃথা কথা কিংবা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে

কালক্ষেপ করে, তাহা হলে স্বধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে থাকে। হে দ্বিজগণ! যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হলে, তাঁরা পাপের ভাগী হন এবং তাঁরা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করতে পারেন না।

সমস্ত কার্যেই তাঁহাদেরকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হয়ে চলতে হয়। ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করে ধর্ম্ম অর্জ্জন করতে পারলে, তবে পরকালে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবা দ্বারাই শূদ্র পাক-যজ্ঞের ফল পাওয়ার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, এই জন্যই ইহাদিগকে সাধু বলেও কীর্ত্তন করেছি।

পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করবে এবং তারা সৎপাত্রে অর্পণ করবে ও তাহা দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই অর্থের উপার্জ্জনও তা রক্ষা করতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পেতে হয়, আবার তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করাও দুষ্কর জেনো।

হে দ্বিজসত্তমগণ! এই সমস্ত ও অন্যান্য বাহুবিধ ক্লেশ সহ্য করে স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করতে পারলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমূহ গমন করতে সমর্থ হয়ে থাকে।

কিন্তু হে দ্বিজগণ! স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করেই অতিশয় ক্লেশ না করেও পুরুষদিগের ন্যায় সেই সকল লোকে গমন করতে পারে; এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হতে তৃতীয়বার "স্ত্রীগণ সাধু" এই কথা শুনতে পেয়েছেন।

৭। মহাভারতের কালে রোমে ও ভারতে মাসগুলোর হিসেব কি একই রকম ছিল?

রোমের মাস গুলোর নামকরণ থেকে বুঝা যায় মার্চ মাস ছিল প্রথম মাস কারণ ডিসেম্বর মানে দশম মাস, নভেম্বর ছিল নবম মাস, এভাবে জানুয়ারী ছিল একাদশ আর ফেব্রুয়ারী ছিল দ্বাদশ মাস। মার্চ শব্দটা এসেছে সংস্কৃত মেষম্ যার আরেক নাম বৈশাখ (মেষম্ বা মেষরাশির অধিপতি মঙ্গল বা Mars থেকে ফলিত জ্যোতিষের দৃষ্টিতে। কলিযুগ আরম্ভের বছর খৃঃ পূঃ ৩১০২ সালে ১লা মার্চ ছিল ১লা বৈশাখ) থেকে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় সারা পৃথিবীতে বার গুলোর নামের অর্থ একই, যেমন —**Monday = Moon's Day** = সোমবার বা চন্দ্রের বার, এরকম **Sunday** = রবিবার।

যুধিষ্ঠিরের নবাংশ চক্র ঃ জন্ম ২১ এপ্রিল ৩২৩১ খৃঃ পূঃ

ভীমের রাশি চক্র

ভীমের নবাংশ চক্র

জন্ম ৪ ফেব্রুয়ারী ৩২৩০ খৃঃ পূঃ

শ্রীরাধার নবাংশ চক্র ঃ জন্ম ২ জুলাই ৩২২৬ খৃঃ পূঃ

অর্জুনের নবাংশ চক্র ঃ জন্ম ১ জানুয়ারী ৩২২৯ খৃঃ পূঃ

শ্রীগৌর চন্দ্র সাহা সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের হিসেব কেন ভুল ?

শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা সাহিত্যবিশারদ মহাশয় তার শ্রীকৃষ্ণ (১ম খণ্ড) বইটির ৩২ পৃষ্ঠার প্রমাণ করতে চেয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খৃঃ পূঃ ১৫৫১ সালের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মধ্যরাত্রে বুধবার। তিনি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়ের হিসেব আংশিক ভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৭০ বৎসর। প্রকৃত পক্ষে জ্যোতির্গাণিতিক হিসেবে খৃঃ পূঃ ১৫৫১ সালের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি পাওয়া যায় ২২শে জুলাই শুক্রবার (১০ ভাদ্র)। ঐ তারিখে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি দিবা ১টা পর্যন্ত ছিল ; মধ্যরাত্রে ছিল নবমী তিথি। এর আগের দিন বৃহস্পতি বার মধ্যরাত্রে অষ্টমী তিথির মাত্র প্রথমাংশ ছিল এবং নক্ষত্র কৃত্তিকা (রোহিণী নয়) ছিল। ঐ তারিখে মধ্যরাত্রে গ্রহ সন্নিবেশ ছিল এরকম ঃ—

রবি, সিংহ রাশিতে ; মঙ্গল ধনু রাশিতে ; বুধ কর্কটে ; শুক্র কন্যায় বৃহস্পতি মকরে ; শনি তুলায় ; রাহু চন্দ্র ও লগ্ন বৃষে ; কেতু বৃশ্চিকে। এই গ্রহ সন্নিবেশের রবি, চন্দ্র, শনি ও লগ্ন ভিন্ন বাকি সকল গ্রহই (বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু, কেতু, মঙ্গল) তাঁর গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া রাশিচক্রের গ্রহ-সন্নিবেশের সঙ্গে মেলেনা। তাঁর দেওয়া ভুল গ্রহসন্নিবেশ এই গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় প্রভুপাদ শ্রীল রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতম, ২৩৪ পৃঃ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ঐ ভুল রাশিচক্র এবং শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা মহাশয়ের দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের তথাকথিত রাশিচক্র হুবহু এক।

প্রয়াত ডঃ সুধা বসুর গবেষণা গ্রন্থের কিছু ভুল মন্তব্য

ডঃ সুধা বসুর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৯৬৭ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। লেখিকার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ **ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ** (১ম প্রকাশ মার্চ ১৯৭৮), পৃষ্ঠা ১২তে মন্তব্য রয়েছে ঃ—"মহাভারতে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। তাহার ভিত্তিতে আধুনিক ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদগণ ভারত যুদ্ধের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল তথ্য এত পরস্পরবিরোধী যে, ইহার ভিত্তিতে কোন নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে।" কিন্তু এই গ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে যে মহাভারতের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ও তিথি যা দেওয়া আছে তা পুরোপুরি ঠিক এবং বিজ্ঞান-সম্মত এবং লিপিকারের কিছু প্রমাদ যা রয়েছে তাও সহজেই শোধরানো যায়।"

চণ্ডীরূপা গৌরহরির স্তব

জয় জয় জগত জননী! মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে অন্যে কে দিবেক সীমা ॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা—তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তি-ভেদ।
সর্বপ্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্ব মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥
তুমি ত্রিজগতহেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্ব জীবেব বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥
জগতজননী তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল মাতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥
সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুব ঘবে তুমি কালরূপাকৃতি ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী! দিয়া চবণেব ছায়া ॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিবে আব ॥
সবাব উদ্ধাব লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেবে মাতা! কর নিজ দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত-বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর (চৈঃ ভাঃ মধ্য-১৮)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর প্রসঙ্গে

একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের অবস্থান নিয়া ভক্ত মহলে নানা প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইত। এ বিষয়ে কোন কোন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাও করিতেন। উত্তরে ঠাকুর তাহার স্বভাবসুলভ নিম্নস্বরে বলিতেন, "অমন হয়; ওতে মন দেবার কোন দরকার নেই।"

অনেক সময় দেখা যাইত ঠাকুর ভক্তগৃহে একখানা চাদর মুড়ি দিয়া নিশ্চল অবস্থায় শুইয়া আছেন। ভক্তগণ জানিতেন যে ঠাকুরের দেহ এখানে রহিয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এখনে নাই। হয়ত কোন গুরুতর প্রয়োজনে তিনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। এই নিশ্চল অবস্থায় কেহ তাহাকে ডাকিতেন না। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে আবার ঠাকুর উঠিয়া বসিতেন এবং স্বাভাবিক ভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শীত, গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই একখানা চাদর ঠাকুরের পায়ের দিকে থাকিত। কোন কোন ভক্ত এই চাদরখানাকে তাঁহার **safety valve** (রক্ষা কপাট) বলিয়া আখ্যা দিতেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি ঘটনা সন্নিবেশিত হইল।

একবার ঠাকুর ঢাকা শহরে (বাংলাদেশ) এক ভক্তের গৃহে কিছুদিন ছিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই জানেন যে ঠাকুর আগের দিন ঢাকা হইতে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সতীনবাবুর বাসাতে মৈমনসিংহ শহরে চলিয়া গিয়াছেন এবং সেইখানেই আছেন ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু কোন এক ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দত্ত মহাশয় কে ও অন্যান্য ভক্তদের বলিলেন, "আপনাদের ঠাকুরকে নবাবপুর রোডে (ঢাকা শহরে) মালী টোলার ওখানে দেখে এলাম।" একথাটা শুনিয়া সকলেরই ধাঁ-ধাঁ লাগিয়া গেল।

(শ্রীশুভময় দত্ত কৃত শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব পৃঃ ৪৯-৫০)

অনুরূপ ঘটনার কথা বাল্যকালে আমার মাতৃদেবীর নিকট শুনিয়াছি।—

—ঠাকুর তখন বাহেরক গ্রামে ৺অম্বিকাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। সে সময় আমার দিদিমা গভীর রাত্রে কোন লোককে তাহার ঘরের পাশ দিয়া যাইতে এবং প্রভাত হইবার পূর্বে ফিরিয়া আসিতে টের পাইতেন। বৃদ্ধাবস্থায় দিদিমার নিদ্রা স্বাভাবিক কারণে খুব কমই হইত। তিনি মাঝে মাঝে এইরূপ যাওয়া আসা প্রায়ই বুঝিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তিনি একদিন "রামকে" জিজ্ঞাসা করিলেন (দিদিমাও অন্যান্য বৃদ্ধারা তখন তাহাকে 'রাম' বলেই ডাকিতেন)। জবাবে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তিনি তার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর সঙ্গে দেখা করিতে যান—তিনি এখন বৃন্দাবনে আছেন।

ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা উপকণ্ঠে টালিগঞ্জে থাকেন। একবার তাহার বাড়ীতে রাম নবমী উপলক্ষে তিনি উৎসবের আয়োজন করেন। ঠাকুর তখন কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। অতুলবাবু উৎবের পূর্বেই ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উৎসব দিবসে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর ইহাতে স্বীকৃত হন। সেই অনুসারে অতুল বাবু উৎবের দিন ঠাকুরকে তাহার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সেখানে উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। যথারীতিভাবে কীর্ত্তন ও মহোৎসব সম্পন্ন হইল। ঠাকুর সমস্তদিন ঐভাবে কাটাইয়া সন্ধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। গৃহকর্ত্তা ও সমবেত আশ্রিত ও ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের দর্শন বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখিত হইলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতার ইন্‌কামট্যাক্সের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার) ঐ বাড়ীতে গিয়াছিলেন। অতুলবাবুর অনুরোধে তিনি ঠাকুরকে সমস্ত দিন ঐ ভাবে শুইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন। তাহার উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "সব জায়গায়ই দেখিতে হয়।" ঠাকুরের এইরূপ জবাবের মর্মার্থ সে সময়ে উপস্থিত ভৎবৃন্দ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু ইহাব ২।৩ দিন পবে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর এক আশ্রিত শ্রীদীনেশচবণ বসুর নিকট লিখিত তাহার পিতার একখানা চিঠিতে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল। ঠাকুর যে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আশ্রিত বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন কবেন তাহা প্রকাশ পাইল।

দীনেশবাবু তখন কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি তাহার পিতার লিখিত চিঠিখানা মনীন্দ্রবাবুকে দেখাইলেন। ঢাকা জেলার বাহেরক নামক গ্রাম হইতে দীনেশবাবুর পিতা শ্রীকান্ত বসু লিখিয়াছেন :—

গত রামনবমীর উৎসব বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের দিবস বেলা আনুমানিক ১১টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তিন চারি ঘণ্টা কাল এখানে অবস্থান করেন। অপরাহ্নে তাহারা ঠাকুরকে কলিকাতা যাইবার জন্য "বহর" ষ্টেশনে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়াছেন। উত্তবপত্রে শ্রীকান্তবাবু ঠাকুরের পৌছাসংবাদ জানাইবার জন্য তাহার পুত্রকে লিখিয়াছেন। উক্তপত্র পাইবার পর দীনেশবাবু ও মণীন্দ্রবাবু কৌতুহলী হইয়া ঠাকুরের নিকট গমন করেন। ঠাকুর তখন কলিকাতাতেই ছিলেন। তাহারা উক্ত পত্রের সত্যতা সম্পর্কে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ঠাকুর পূর্ব্বের উত্তরই পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন সেখানেও দেখিতে গিয়াছিলেন। অথচ ভক্তগণ উক্ত তারিখে ঠাকুরকে অতুলবাবুর বাড়ীতে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।

(শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব স্মরণে। পৃঃ ৫৭-৫৮)

ভক্তপ্রবর ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত (Dr. J. M. Das Gupta) মহাশয় কোন এক সময়ে তাহাদের পারিবারিক ব্যাপারে তাহার দুই ভ্রাতার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এই ভ্রাতৃকলহের একটা শেষ নিষ্পত্তি করিবার জন্য অস্থির ও ব্যগ্র হইয়া পড়েন।—কার্য্যস্থল হইতে তিনি গৃহাভিমুখে তাহার মোটরযোগে রওনা হইলেন। ইচ্ছা পথে একবার ডাঃ স্যার নীলরতনের (Sir Nilratan Sarker) বাড়ী হইয়া যাইবেন। তাহার মোটর বৌবাজার ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ের নিকট পৌছিতেই তিনি দেখিলেন যে রাস্তায় ঠাকুর একদিকের ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নিজের গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। নিকটেই ডিকসন লেনে ভক্তপ্রবর মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসা, ড্রাইভারকে সেখানে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন, উদ্দেশ্য ঠাকুরকে সেখানে রাখিয়া তিনি স্যার নীলরতনের বাড়ী যাইবেন এবং ফিরিবার পথে ঠাকুরকে মতিবাবুর বাসা হইতে নিয়া নিজ বাড়ীতে ফিরিবেন। গাড়ী চলিতে লাগিল, দু' একটি কথার পর ঠাকুর হঠাৎ ডাক্তার দাসগুপ্তকে বলিলেন, "দুর্য্যোধনেরা একশত ভাই ছিল, লোক কেহই ভাল ছিল না। তথাপি নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়া করিত না।" ঠাকুরেব এইরূপ কথা শোনাব সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভাইদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার সংকল্প শিথিল হইয়া গেল।

ঠাকুরকে নিয়া মতিবাবুব বাসাতে পেঁছিতেই এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঠাকুরকে পাইয়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আনন্দিত হইলেন। ঠাকুরকে দোতালার একখানি ঘরে বসান হইল এবং—মতিবাবু ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু ফল-মূলাদি আনিবার জন্য বাজারের দিকে রওনা হইলেন, আর ডাঃ দাশগুপ্ত স্যার নীলরতনের বাড়ীতে গেলেন। কিছুক্ষণ মধ্যেই বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে ঠাকুর তাহার বাসাতে নাই। স্বামী স্ত্রী-উভয়ে ব্যগ্রভাবে উপরে নীচে ঠাকুরকে খোজাখুজি করিতেছেন। ইতিমধ্যে ডাঃ দাসগুপ্তও ফিরিয়া আসিলেন এবং মতিবাবু ও তাহার স্ত্রী ওরূপভাবে ঠাকুর খোজাখুজি করিতে দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিলেন। মতিবাবু জানাইলেন যে, বাজার হইতে ফিরিয়া উপরের ঘরে গিয়া দেখেন যে ঠাকুর সেখানে নাই। তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও কিছুই বলিতে পারেন নাই। কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহারা আর ঠাকুরের দেখা পাইলেন না।

ঘটনাচক্রে কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল যে ঠাকুর সেদিন সেই সময় তাহার আশ্রিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ৺সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাসাতে সিমলাতে উপস্থিত ছিলেন।

ঠাকুরের এই কলিকাতাতে উপস্থিতি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য সত্যেন্দ্র বাবুকে নিয়া ডাঃ দাসগুপ্ত মতিবাবুর দোকানে গেলেন এবং মতিবাবুর দোকানের জমা খরচের খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সেদিন ঠাকুরের জন্য-মতিবাবু

যে ফলমূল কিনিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেই নিঃসন্দেহে বুঝা গেল ঠাকুর সিমলায় সত্যেন্দ্রবাবুর বাসায় এবং কলিকাতাতে রাস্তায় ও মতিবাবুর বাসায় একই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

(শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব স্মরণে। পৃঃ ৫৫-৫৭)

শ্রীকৃষ্ণ ও অনুরূপ লীলা করেছেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশঙ্করাচার্য ও এরকম যোগাবল প্রকাশ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের একই সময়ে বহু দেহধারণ

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম স্বরূপ, তাই তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান ও সমগ্র বিভূতির প্রভাবে একই সময়ে আলোর মত সর্ব্বত্র নিজেকে যে কোনও দেহ-রূপে প্রকাশিত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ ও প্রয়োজনানুসারে এরূপ লীলা করেছেন। ভাগবত গ্রন্থে রাসলীলাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়ে প্রত্যেক গোপীর হাত ধরে রাসমণ্ডলে নৃত্য করেছিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে ষোলহাজার পত্নীর ঘরে একই সময়ে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত

ডঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর The Philosophy of the Srimad Bhagavata-এ যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ

"The flute of Krishna played a vital part in establishing the relationship of the gopis with Krishna, which eventually culminated in the most profound unity between the cowherd women on the one hand and Krishna on the other......the flute stands for attractive power of Krishna......It is a part of his divine sport that he unfolds himself into diversity involving the plurality of individual souls. But it is a part of the same sport that he calls the soul back to his own self. From time immemorial the entire creation has been saturated with the resonance of divine music. It is said that the flute calls by the name of Sri Radha...The concept of Sri Radha stands for the individual soul."

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণকালে বয়স (ভাগবতের তথ্য)

ভাগবতের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণের আগে তাঁর বয়স ১২৫ বৎসরের বেশী ছিল। শ্লোকটিতে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পৃথিবীর লীলা শেষ করে স্বর্গে ফিরে আসতে অনুরোধ করেছিলেন—

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১। ৬। ২৫ শ্লোক।)

[হে পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণ আপনার জন্মের পব একশ পাঁচিশটি শরৎকাল অতীত হয়েছে।] হিসেব অনুসারে সপ্তবিংশাধিক হয়। সম্ভবতঃ লিপিকারের প্রমাদ রয়েছে।

হরিবংশ, বিষ্ণুপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদাকন্যার জন্মসময় ও তিথির তথ্য

অষ্টম্যাং শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণপক্ষে মহাতিথৌ।
রোহিন্যমর্ধরাত্রে চ সুধাশোরউদয়নমুখে ॥ ৫৯৭ ॥

[মহাতিথি শ্রাবণী কৃষ্ণাণ্টমীতে রোহিনী নক্ষত্রে চন্দ্রের উদয়ক্ষণে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।]

যোগ নিদ্রাকে বিষ্ণু বাক্য

তাংচোবাচ তদা নিদ্রাং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রময়ঃ।
গচ্ছ নিদ্রে ময়োৎ সৃষ্টা দেবকীভবনান্তিকম্ ॥ ২৬ ॥
সংকর্ষাণাৎ তু গর্ভস্য স তু সংকর্ষনো যুবা।
ভবিষ্যত্যগ্রজো ভ্রাতা মম শীতাংশু দর্শনঃ ॥ ৯ ॥
পতিতো দেবকীগর্ভঃ সপ্তমোঽয়ং ভয়াদিতি।
অষ্টমে ময়ি গর্ভস্থে কংসো যত্নং করিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
যা তু সা নন্দগোপস্য দয়িতা কংসগোপতেঃ।
যশোদা ন ভদ্রং তে ভার্যা গোপকুলোদ্বহা ॥ ৩৩ ॥
তস্যাস্ত্বং নবমোঽস্মাকং কুলে গর্ভো ভবিষ্যসি।
নবম্যামেব সংজাতা কৃষ্ণপক্ষস্য বৈ তিথৌ ॥ ৩৪ ॥
অহং ত্বভিজিতো যোগে নিশায়া যৌবনে গতে।
অর্ধরাত্রে করিষ্যামি গর্ভমোক্ষং যথাসুখম ॥ ৩৫ ॥
অষ্টমস্য তু মাসস্য জাতাবাবাং ততঃ সমম্।
প্রাপ্স্যাবো গর্ভব্যত্যাসংপ্রাপ্তে কংশস্য শাসনে ॥ ৩৬ ॥
তুল্যাকালংহি গর্ভিন্যো যশোদা দেবকী তথা।
দেবক্যজনয়দ্বিষ্ণুং যশোদা তাং তু কণ্যকাম্ ॥ ৩৭ ॥]

হরিবংশের অন্য শ্লোক থেকেও জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ শুধু দেবকীর অষ্টম সন্তান ছিলেন না, জন্মেছিলেন গর্ভকালের অষ্টম মাসে অষ্টমী তিথিতে, এবং নবম সন্তান-তুল্যা যশোদা-কন্যা মধ্যরাত্রে প্রায় একই সময়ে কিন্তু নবমী তিথিতে জন্মেছিলেন—

গর্ভকালে অসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

Mr. V. A, Smith সাহেবের একটি অদ্ভুত যুক্তি

"**The English** series of **ten reigns** from Charles-II to Victoria inclusive, 1649-1901......occupied **252 years**, and included **the two exceptionally long reigns of George III and Victoria, aggregating 123 years.** The resultant average, 25.2 years per reign, may be taken as the maximum possible. and consequently 252 years are the maximum allowable for the **ten Saisunaga reigns.** The Puranic figures of 321 (Matsya) and 332 (Vayu) years, obtained by adding together the durations of the several reigns, may be **rejected without hesitaiion as being incredible.** The Matsya accounts concludes with the statement, 'these will be the ten Sisunaga kings. The Sisunagas will endure 360 years, being kings with Kshatriya kingfolk !' **Mr. Pargiter suggests that** the figures '360' should **be interpreted as '163'**... ..and it would be **difficult to make Buddha contemporary with Bimbisara and Ajatasatru.** It is more probable, that the dynasty lasted for **more than two centuries.**"—The Early History of India by V. A. Smith (Page 56)

এতে এটাই প্রমাণ করে যে তিনি কি জঘণ্যভাবে নিজের খুশীমত ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক কালের হিসেব বিকৃত করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণের তারিখ ও সময়ের হিসেব

(কবি জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল কাব্যের তথ্যাবলম্বনে, শুক্লা সপ্তমী রবিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৫৩৩ খৃঃ ২৯শে জুন, দিবা দশ দণ্ড।)

Sri Chaitanya's great Departure time

Sunrise-time at Puri on June 29, Sunday 1533 A.D. + 4hours (i.e. 10 *dandas.*)

Elements for June 29, 1533 at 5-30 a.m. I.S.T. (0h G.M.T.)

L	(Trop Long. of Sun)	$= 105^\circ\ 59'\ 14''.75$
L'	(Sidereal Longitude of Sun)	$= 88^\circ\ 38'\ 14''.25$
E	(Earth's Obliquity)	$= 23^\circ\ 30'\ 2''.0$
A	(Ayanamsa)	$= 17^\circ\ 21'\ 0''.66$
ϕ	(Latitude of Puri)	$= 19^\circ\ 48'$N

(Values Computed on the basis of the data in N. C. Lahiri's The Tables of the Sun).

δ Sun's Declination.

C Ascensional difference (chara).

Sunrise time $= 6h - C$ (in time).

$$\begin{aligned}
\text{Sin } \delta &= \text{Sin } L \text{ Sin } E \\
&= \text{Sin } 105^\circ 59' 14'.75 \text{ Sin } 23^\circ 30' 2''.0 \\
&\text{Sin } 105^\circ 98743 \text{ Sin } 23^\circ.50055 \\
&= 0^\circ.96132\ 2144 \times 0^\circ.398757872 \\
&= 0^\circ.383334772 \\
&= \text{Sin } 22^\circ.54039974
\end{aligned}$$

Thus $\delta = 22^\circ.54039974$

$$\begin{aligned}
\text{Sin C} &= \text{Tan } \phi \text{ Tan } \delta \\
&= \text{Tan } 19^\circ 48' \text{ Tan } 22^\circ.54039974 \\
&= 0^\circ.353725782 \times 0^\circ.415039889 \\
&= 0^\circ.146810309 \\
&= \text{Sin } 8^\circ.442124295
\end{aligned}$$

$C = 8^\circ.442124295 = 33.76849718$ minutes (in time)

Sunrise time (approx) = 6hr. − 33.76849718m. L.M.T.

= 5hr. 26.23150282m. L.MT.

= 5hr. 26m. 13.9 Sec. L.M.T.

= (5hr. 26m. 13.9 Sec + 13m. 20 Sec) I.S.T.

= 5hr. 39m. 33.9 Sec. A.M. I.S.T.

Hence the Great Departure time of Sri Chaitainya (in I. S. T.)

=5hr. 39m. 34 Sec+4hr.

=9hr. 30m. 34 Sec. A.M. I.S.T.

=9hr. 26m. 14 Sec. A.M. L M.T. (approx)

Yudhisthira's period of stay at different places during his life since his birth at Satasringa (Hundred peaked) Mountain in the Himaiayan Ranges.

Place	Period	
	Years	**Months**
1. Sata Sringa Mountains in the Himalayas	9	11
2. Hastina	5	0
3. Jatugriha (Baranabata)	0	6
4. Eka chakra (up to Draupadi's marriage)	0	6
5. Panchala (in.Drupada's Capital)	1	6
6. Hastina	0	7
7. Indraprastha	60	0
8. Forests (during exile)	12	0
9. Virata's Palace	1	1
10. Upaplavya town	0	5
11. Kurukshetra	0	1
12. Hastina	36	11
13. World Tour (up-to his entrance in Heaven)	0	4
	128	10

২১ পৃষ্ঠায় দেওয়া '**যুধিষ্ঠির—মহাপ্রস্থান** অবধি' তথ্যগুলোর ভুল এখানে সংশোধিত হল।

পরিশিষ্ট ৭

The Table of Indian Kings' (3177 BC—646 AD), pages 141 to 150 of Shri A. Somayajulu's, book "The Dates in Ancient Indian History" based on the Puranas :—

TABLE OF INDIAN KINGS.

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
MAGADHA KINGS		
Barhadratha-dynasty		**B. C.**
1. Somapi	58	3139
2. Srutasrava	64	3081
3. Ayutayu	26	3017
4. Niramitra	100	2991
5. Sukshatra	56	2891
6. Brihat karma	23	2835
7. Senajit	50	2812
8. Srutanjya	40	2762
9. Ripunjaya	35	2722
10. Suchi	58	2687
11. Kshema	28	2629
12. Suvrata	64	2601
13. Dharmanetra	5	2537
14. Nirvruti	58	2532
15. Susrama (Sruta)	38	2474
16. Dhrudasena	48	2436
17. Sumati	33	2388
18. Subala	22	2355
19. Sunetra	40	2333
20. Satyajit	83	2293
21. Viswajit	25	2210
22. Puranjaya (Arinjaya)	50	2185
Total :	1004	

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
Pradyota dynasty.		B. C.
1. Pradyota	23	2135
2. Palaka	24	2112
3. Visakhayupa	50	2088
4. Ajaka (Janaka)	21	2038
5. Nandi Vardhana	20	2017
Total	138	
Sisunaga dynasty.		
1. Sisunaga	40	1997
2. Kakavarna	36	1957
3. Kshemadhanwa	36	1921
4, Kshatrauja	40	1885
5. Vidhisara	28	1845
6. Ajatasatru	25	1817
7. Darsaka	40	1792
8. Udayee	33	1752
9. Nandi Vardhana	42	1719
10. Maha Nandi	43	1677
Total :	363	
Nanda dynasty.		
1. Mahapadma Nanda	88	1634
2. Sumali	12	1546
3. Chanakya	16	1534
Total :	116	

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
Maurya dynasty		**B. C.**
1. **Chandragupta**	34	1518
2. **Bhadrasara (Bindusara)**	28	1484
3. **Asokavardhana**	36	1456
4, **Kunala (Suyasas)**	8	1420
5. **Dasaratha(Bandhupalita)**	8	1412
6. **Indraplıta**	70	1404
7. **Harshavardhana**	8	1334
8. **Samyuta (Sangata)**	9	1326
9. **Salisuka**	13	1317
10. **Deva Varma (Somasarma)**	7	1304
11. **Satadhanva**	8	1297
12. **Brihadratha**	88	1289
Total :	317	

Sunga dynasty.		
1. **Pushyamitra**	60	1201
2. **Agnımitra**	50	1141
3, **Vasumitra**	36	1091
4. **Sujyeshta**	17	1055
5. **Bhadraka (Udanka)**	30	1038
6. **Pulındaka**	33	1008
7. **Ghosha**	3	975
8. **Vajramitra**	29	972
8. **Bhagawata**	32	943
10. **Devabhumi**	10	911
Total :	300	

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
Kanva dynasty.		B C.
1. Vasudeva	39	901
2. Bhumimitra	24	862
3. Narayana	12	838
4. Susarma	10	826
Total	85	
Andhra dynasty.		
1. Srimukha	23	816
2. Krishna	18	793
3. Satakarni I	18	775
4. Purnotsanga	18	757
5. Satakarni II	56	739
6. Skandastambi	18	683
7. Lambodara	18	665
8. Apilaka	12	647
9. Meghaswati Karni	18	635
10. Sataswati karni	18	617
11. Skandaswati karni	7	599
12. Mahendraswati karni	3	592
13. Kuntala swati karni	8	589
14. Sataswati karni	1	581
15. Pulomayee I (Patuman)	36	580
16. Arishta karma	25	544
17. Hala	5	519
18. Pattalaka	5	514
19. Pureendrasena	12	509
20. Sundara Satakarni	1	497
21. Chakora Swatikarni	½	496
22. Meghaswati karni	3	495

Name of the Kings.	Period of reign	Date of accession (Christian era.)
23. Sivaswati karni	28	492
24. Gautamiputra Sri satakarni	25	464
25. Pulomayee II	28	438
26. Vasishtiputra Sri satakarni	29	411
27. Pulomayee III (Siva Sri satakrni)	7	382
28. Sivaskanda satakarni	7	375
29. Yajnya Sri satakarni	29	368
30. Vijaya	6	339
31. Chandra Sri	10	333
32. Pulomayee IV	7	323
Total :	499½	

Gupta dynasty.

(Sri Parvatiya or Andra bhritya dynasty)

1. Chandragupta I (Vijayaditya)	7	316
2. Samudragupta (Asokaditya)	51	309
3. Chandragupta II (Vikramaditya)	36	258
4. Kumaragupta I (Mahendraditya)	42	222
5. Skandagupta (Parakramaditya)	25	180
6. Narasimhagupta (Baladitya)	40	155
7. Kumaragupta II (Kramaditya)	44	115 to 71
Total :	245	

WESTERN SATRAPS

Kshaharata dynasty,

1. Bhumaka	10	478
2. Nahapana	10	468

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
Daman dynasty.		B. C.
1. Chastana	12	468
2. Jayadaman	12	456
3. Rudradaman	20	444
4. Dama Jada	8	424
5. Jivadaman	2	416
6. Rudrasimha I	20	414
7. Rudrasena I	22	394
8. Sanghadaman	1	372
9. Prihwisena	3	371
10. Damasena	6	368
11. Dama Jadasri I	4	362
12. Veeradaman	2	358
13. Yasodaman	2	356
14. Vijayasena	10	354
15. Eswaradatta	4	344
16. Dama Jada Sri II	4	340
17. Rudrasena II	18	336
18. Viswasimha	2	318
19. Bhartrudaman	6	316
20. Simhasena	10	310
21. Viswasena	15	300
22. Rudrasimha II	9	285
23. Yasodaman	10	276
24. Swami Rudrasena	20	266
25. Rudrasimha II	10	246 to236
Total	252	

	Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
	KINGS OF UJJAIN		
	Nabhavahana	......	......
	Gardhabhilla	13	75 B.C,
	Kushan King	4	62 B.C.
1.	Vikramaditya	93	58 B.C.
2.	Siladitya	30	36 A.D.
3.	Chaitrapala	12	66 A.D.
	Salivahana	60	78 A.D.

INDRAPRASTHA KINGS

		y m d	A.D.
1.	Samudrapala	54 0 0	78
2.	Chandrapala	37 0 0	132
3.	Sahayapala	11 0 0	169
4.	Devapala	27 0 0	180
5.	Narasingapala	18 0 0	207
6,	Samapala	27 0 0	225
7.	Raghupala	22 0 0	252
8.	Govindapala	27 0 0	274
9.	Amritapala	37 0 0	301
10.	Balipala	12 0 0	338
11.	Mahipala	14 0 0	350
12.	Haripala	15 0 0	364
13.	Sisupala	12 0 0	379
14.	Madanapala	18 0 0	391
16.	Karmapala	16 0 0	409
16.	Vikramapala	25 0 0	425
	Total :	372 0 0	

Hun invasions	...	462 A.D.
Yasodharma (of Malwa)	60	500 A.D.
Pratapasila (of Malwa)	45	560 A.D.

Name of the Kings.	Period of reign	Date of accession (Christian era.)
KINGS OF THANESWAR.		
1. Prabhakara Vardhana	30	575 A.D.
2. Rajya Vardhana	1	605 A.D.
3. Sri Harsha Vardhana	40	606 A.D.
4. Arunaswa (Arjuna)	1	646 A.D.
Total :	72	

TABLE OF KASHMIR KINGS

	y m d	B. C.
1. Gonanda I	17 0 0	3177
2. Damodara I	13 0 0	3160
3. Yasovati	15 0 0	3147
4. Gonanda II	40 0 0	3132
5. Interval (Parikṣhit)	15 0 0	3092
Total	100 0 0	

Pandava dynasty

1. Harnadeva (Swarnadeva)	30 0 0	3077
2. Ramadeva	69 0 0	3047
3. Vyasadeva	56 0 0	2978
4. Drunadeva	58 0 0	2922
5. Simhadeva	54 0 0	2864
6. Gopaldeva	13 3 0	2810
7. Vijaya Nanda	25 0 0	2797
8. Sukhadeva	44 0 0	2772
9. Rama Nanda	57 0 0	2728
10. Sandhiman	65 0 0	2671
11. Marhandeva & Kamandeva	55 0 0	2606

	Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
12.	Chandradeva	52 0 0	2551
13.	Anandadeva	28 0 0	2499
14.	Drupadadeva	51 0 0	2471
15.	Harnamdeva	39 0 0	2420
16.	Sulkandeva	28 0 0	2381
20.	Sinaditya	17 0 0	2353
18.	Mangaladitya	39 0 0	2336
19.	Khimendra	66 0 0	2297
20.	Bhimasena	61 7 0	2231
21.	Indrasena	46 7 0	2169
22.	Sundarasena	41 0 0	2123
	Interval	0 2 0	
	Total	995 0 0	

1.	Lava	60 0 0	2082
2.	Kusa	7 0 0	2022
3.	Khagendra	30 0 0	2015
4.	Surendra	43 0 0	1985
	Total	140 0 0	

1.	Gudhara	37 0 0	1942
2.	Suparna	35 0 0	1905
3.	Janaka	32 0 0	1870
4.	Sachinara	40 0 0	1838
5.	Galgendra	45 0 0	1798
6.	Baladeva	43 0 0	1753
7.	Nalsena	25 0 0	1710
	Total :	257 0 0	

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
1. Gokarna	36 0 0	1685
2. Prahlada	11 0 0	1649
3. Bambru	8 0 0	1638
Total :	55 0 0	

1. Pratapaseela	36 0 0	1630
2. Sangrama chandra	1 4 0	1594
3. Larik chandra	31 0 0	1593
4. Biram chandra	45 0 0	1562
5. Babighana	17 0 0	1517
6. Bhagawanta	14 0 0	1500
Total :	144 0 0	

1. Ashoka	36 0 0	1486
2. Jalaukuja	22 0 0	1450
3. Damodara II	15 0 0	1428
Total :	73 0 0	

1. Hushka	28 0 0	141[illegible]
2. Jushka	34 0 0	1385
3. Kanishka	50 0 0	1351
4. Abhlmanyu	30 0 0	1301
	142 0 0	

Name of the Kings.	Period of reign	Date of accession (Christian era.)
1. Gonanda III	35 0 0	1271
2. Vibhishana I	53 6 0	1236
3. Indrajit	35 6 0	1183
4. Ravana	30 0 0	1147
5. Vibhishana II	35 6 0	1117
6. Nara I	40 9 0	1082
7. Siddha	60 0 0	1041
8. Nutpalaksha	30 6 0	981
9. Hiranyaksha	37 7 0	950
10. Hiranyakula	60 0 0	912
11. Vasukula	60 0 0	852
12. Mihirakula	70 0 0	792
13. Baka	60 0 13	722
14. Kshitinanda	30 0 0	662
15. Vasunada	52 2 0	632
16. Nara II	60 0 0	580
17. Aksha	60 0 10	520
18. Gopaditya	60 0 6	460
19. Gokarna	57 11 0	400
20. Narendraditya	36 3 10	342
21. Andha Yudhisbtira	50 0 10	306
	1014 9 9	

Name of the Kings.	Period of reign	Date of accession (Christian era.)
1. Pratapaditya	32 0 0	256
2. Jalaukasa	32 0 0	224
3. Tunjina	36 0 0	192
4. Vijaya	8 0 0	156
5. Jayendra	37 0 0	148
6. Sandhimati	47 0 0	111
	192 0 0	

Name of the Kings.	*Period of reign*	*Date of accession (Christian era.)*
1. Meghavahana	34 0 0	64 B C.
2. Pravarasena I	30 0 0	30 B.C.
3. Hiranya & Toramana	30 2 0	1 A.D.
4. Matrugupta	4 9 1	31 A.D.
Total :	98 11 1	

ABSTRACT.

Harnadeva to Matrugupta.		Kalhana's 52 kings.	
22 kings	995 0 0	1 Gonanda I	17 0 0
4 kings	140 0 0	1 Damodara I	13 0 0
7 kings	257 0 0	1 Gonada II (15+40+15)	70 0 0
3 kings	55 0 0	22 Pandava kings	995 0 0
6 kings	144 4 0	4 kings	140 0 0
3 kings	73 0 0	7 kings	257 0 0
4 kings	142 0 0	3 kings	55 0 0
21 kings	1014 9 9	6 kings	144 4 0
6 kings	192 0 0	3 kings	73 0 0
4 kings	98 11 1	4 kings	142 0 0
80 kings	3112 0 10	52 kings	1906 4 0

VISHNU PURANAM

Lunar Race—Line of Puru :

1. Brahmma 2. Atri 3. Soma (the Moon), who celebrated Rajasuya sacrifice 4. Budha 5. Pururavas (wife Urvasi) 6. Ayus 7. **Nahusa** 8. **Yayati** 9. **Puru** 10. Janmejaya 11. **Prachinvat** 12. Pravira 13. Manasyu 14. **Bhayada** 15. Sudyumna (Dhundu) 16. Babugava (Bahuvidha) 17. Samyati 18. **Ahamyati** 19. Raudraswa (Bhadraswa) 20. Riteyu (his brother Rantinara whose daughter Gauri was the mother of Mandhatri of the family of Ikshvaku of SOLAR DYNASTY), 21. Rantinara 22. Tamsu (his brother Apratiratha's son Kanva's son Medhatithi, the author of many hymns in Rig-veda, from whom the Kanwayana Brahmanas descended 23. Anila 24. **Dusyanta** (husband of SAKUNTALA) 25. **BHARATA** (the name from the chant of the gods, 'BHARASWA' i. e., 'cherish' thy son, Dushyanta ; treat not Sakuntal with disrespect) 26. Vitatha (Bharadwaja) 27. Bhavanmanyu 28. Nara (and his brother Garga's son Sini's and their descendants called Gargyas and Sainya, although Kshatriyas by birth, became Brahmanas)—Nara's elder brother (eldest) **Vrihatkshatra**, and his son, 29. Suhotra 30. **Hastin** (who founded the city of Hastinapur) 31. Ajamidha (one son of Ajamidha was Kanwa, whose son was Medhatithi. According to the Bhagabata, the elder son of Ajamidha was Priyamedhas (and therefor not Kanwa) from whom a tribe of Brahmanas descended) 32. Riksha 33. Samvarana 34. **KURU** (from whom the district termed KURUKSHETRA) 35. Sudhanush 36. Suhotra 37. Chyavana 38. Kritaka 39. **Uparichara** 40. **Vasu** 41. **Vrihadratha** (Brihadratha) 42. **JARASANDHA** 43. **Shadeva** (slain in the Great War) 44. Somadhi (Somapi/Somavit) 45. Srutasravas —'These were kings of Magadha)

35. Parikshit 36. Janmejaya) 35. JAHNNU 36. Suratha 37. Viduratha 38. Sarvabhauma 39. Jayasena 40. Arati 41. Ayutayus 42. Akrodhana 43. Devatîthi 44. Riksha 45. Bhimassna 46. **Dilipa** 47. Pratipa 48. SANTANU (whose elder was Devpi who adopted a forest life,) 49. BHISMA—his step brother. 49. VICHITRAVIRYYA (whose mother Satyavati, whose virgin child by PARASARA was **Krishna-dwaipayana**, ever obedient to his mother's wishe's to raise up offspring to Vichitraviryya, (his half-brother's according to the then law) by the widows of Vichitraviryya) 50. PANDU (Younger brother of blind DHRITARASHTRA) 51. YUDHISTHIRA, 52. PARIKSHIT, the grandson of ARJUNA (brohter of 51th).

VISHNU PURANAM

Future king – Descendents of Parikshit, ending with Kshemaka (29th from 1st kings Parikshit in Kali-Yuga).

Parasara said :—I shall now give you an account of the future kings :—

(1) Parikshit whose son shall be (2) Janamejaya, whose son (3) Sataneeka, whose son (4) Aswamedhadatta, whose son (5) Adhiseemakrishna, whose son (6) Nichakshu (who shall reside in Kausambi, when Hastinapur shall be at the bed of the Ganges), whose son (7) Ushna, whose son (8) Chitraratha, whose son (9) Suchiratha, whose son (10) Brishniman, whose son (11) Sushena, whose son (12) Suneetha, whose son (13) **Richa,**[1] whose son (14) Chakshu, whose son (15) Sukhabala, whose son (16) Pariplava, whose son (17) Suhaya, whose son (18) Medhabee, whose son

[1] Nripa according to some versions.

(19) **Nripanjaya,**[1] whose son (20) Mridu, whose son (21) Tigma, whose son (22) Brihadaratha, whose son (23) Vasudana, whose son the second (24) Sataneeka, whose son (25) Udayana. whose son (26) Aheenara, whose son (27) **Khandapani,**[2] whose son (28) Niramitra, whose son shall be (29) Kshemaka. "The family of Kuru, that has produced many Brahmanas and Kshatriyas, that has been ornamented by many a royal saint, shall end with Kshemaka in Kali Yuga."

LUNAR DYNASTY : YADU : BASUDEVA SRI KRISHNA

1. Hiranyagarbha (or Vishnu), **the supreme brahma** 2. Atri 3. Soma (the Moon i. e. Chandra) who celebrated Rajasuya sacrifice 4. Budha 5. Pururavas (husband of Urvasi, the celestial nymph) 6. Ayus 7. Nahusa 8. Yayati 9. **Yadu** 10. Sahasrajit 11. Satajit 12. Haihaya 13. Dharmanetra 14. Kunti (Kumbhi) 15. Sahanjit 16. Mahismat 17. Bhadrasena 18. Durdama 19. Dhanuka 20. Kritaviryya 21. ARJUNA 22. Madhu 23. Vrishni. (Sri Krishna's names) Madhava from Madhu, Varshneya from Vrishni Yadava from Yadu.

1. Yadu 2. Kroshtri 3. Vrijinivat 4. Swahi 5. Rushardu 6. Chitraratha 7. Sasavindu 8. Prithusravas 9. Tamas 10. Usanas 11. Siteyus 12. Rukmakavacha 13. Paravrit 14. Rukmesha 15. Jyamagha (husband of Saivya) 16. Vidarbha 17. Kratha 18. Kunti 19. Vrishni (Dhrisha) 20. Nirvriti 21. Dasaratha 22. Sakuni 23. Karambhi 24. Devaratha 25. Devakshatra 26. Madhu 27. Anavartha (Anavaratha) 28. Kuruvatsa 29. Anuratha 30. Puruhotra 31. Ansu 32. SATWATA (from whom the term Satwatas) 33. **Bhajamana**

[1] Ripunnjaya according to some versions.

[2] Dandapani.

34. Viduratha 35. Sura 36. Samin (Saurin) 37. Pratikshatra 38. Shyambhoja 39. Hridika 40. Devamidusha 41. Sura (his wife Marisha) 42. VASUDEVA 43. SRI KRISHNA 44. Pradyumna (by Rukmini) 45. Aniruddha 46. VAJRA (Vajranabha). 47. Bahu 48. Sucharu.

LINE FROM WHICH DEVAKI, SRI KRISHNA'S MOTHER CAME

32. Satwata 33. Andhaka 34. Kukkura 35. Vrishta 36. Kapotaraman 37. Viloman 38. Bhava 39. Abhijit 40. Punarvasu 41. Ahuka 42. Devaka (brother of Ugrasena) 43. DEVAKI (Devaka's daughter) 44. SRI KRISHNA.

CHIEF WIVES OF SHRI KRISHNA :

1. Rukmini 2. Satyabhama 3. Jambavati 4. Nagnajiti 5. Saivya (Mitravinda) 6. Madri 7. Kalindi 8. Rohini 9. Lakshmanaa 13. Bhadra (Princess of Kekaya).

(Samba was Jambavati's son)

SOLAR DYNASTY : AYODHYA KINGS

1. SUN, 2. MANU VAIVASWATA, 3. IKSHVAKU, 4. Vikushi (Sasada), 5. Puranjaya, 6. Anemas (Suyodhana), 7. Prithu, 8. Visvagasva, 9. Ardra (ANDHRA/ Ayu/Chandra), 10. Yuvanaswa-1, 11. Sravasta (founder of SRAVASTI city), 12. Vrihadeswa, 13. **Kuvalayasva** (DHUNDUMARA), 14. Dridhasva, 15. Haryyasva, 16. Nikumbha, 17. Sanhatasva, 18. Krisasva, 19. Prasenjit, 20. Yuvanasva. 21. MANDHATRI (father of MUCHUKUNDA and Ambarisha also), 22. Purukustha, 22. Ambarisha 21. Yuvanasva II, 23. Trasadasyu, 24. Sambhuta, 25. Anaranya, (slain by Ravana), 26. Prisadarsva, 27. Haryyaswa, 28. Suma-

nas, 29. Tridhanwan 30. Trayyaruna 31. Satyabrata (Trisanku) 32. **Harischandra** 33. Rohitaswa 34. **Harita** 35. Chunchu 36. Vijaya 37. Ruruka 38. **Vrika** 39. **Bahuka (Bahu)** who faced foreign invasion (by Yavanas) and had to take shelter in forest. The Yavana king was Father Bachchus most probably. 40. Sagara 41. Asamanjasa 42. Ansumat 43. Dilipa 44. Bhagiratha 45. Sruta 46. Nabhaga 47. Ambarisha 48. Sindhudvipa 49. Ayutasva 50. Rituparna (Aksha-Hridayajna, friend of Nala the husband of Damayanti) 51. Sarvakama 52. Sudasa 53. Saudasa (Kalmasapada) 54. Asmaka (son by Vasistha) 55. Mulaka (Narikavacha, Protected by ladies during Kshatriya destruction by Parasurama) 56. Dasaratha 57. Ilavila 58. Visvasaha 59. Khatwanga (**Dilipa-II**) 60. Dirghabahu 61. Raghu 62. Aja 63. **Dasaratha** 64. **RAMA** 65. Kusa 66. Atithi 67. Nisadha 68. Nala 69. Nabhas 70. Pundarika 71 Kshemadhanwan 72. Devanika 73. Ahinagu 74. Ruru 75 Paripatra 76. Dala 77. Chhala 78. Uktha 79. Vajranabha 80. Sankhanabha 81. Hiranyabha who was the pupil of the mighty Yogi Jaimini, and communicated the knowledge of **spiritual exercises to Yajnavalka.** 82. Pushya 83. Dhrubasandhi 84. Sudarsana 85. Agnivarna 86. Sighra 87. **MARU**, who through the power of devotion is still living in the village Kalapa, and in a future age will be the restorer of the Kshatriya race in the solar dynasty. 88. Prasusruta 89. Susandhi 90. Amarsha 91. Mahaswat 92. Visrutavat 93. VRIHADVALA, who was killed by Abhimanyu, the son of Arjuna, in the Mahabharata war in Kurukshetra (3140 B.C.). Thus from Bahuka (39th king) to Vrihadvala (93rd king) there were 53 kings of Ayodhya. [Some versions of Vishnu Puran indicate two more : after Sankhanabha : (1) Byuthitasha (2) Biswasaha.]

N.B. 60th king Dirghabahu is perhaps not at all a king, but an adjective meaning **Long-armed** 'Raghu', the mighty King, son of **Dilipa II.** There may be some more such errors committed by the copyists. YUVANASVA II & YUVANASVA I at serial No. 20 & 21 respectively appear to be the same person.

PREDECESSORS OF THE SUN, the 1st of SOLAR RACE

1. Hiranyagarbha (or Vishnu), the Supreme Brahmma, 2. Brahmaa 3. Daksha 4. ADITI (daughter of Daksha who was created by Brahma from the right thumb) and KASYAP (husband of Aditi) 5. The Sun.

SOLAR DYNASTY

CHRONOLOGY OF THE KINGS

Vrihadvala, Solar dynasty king of Ayodhya, was killed in the great Mahabharata War. His descendants as per the Vishnu Purana were :

1. Vrihatkshama, 2. Urukshepa, 3. Vatsa, 4. Vatsavyuha 5. Prativyoma, 6. Divakara (whose capital was also Ayodhya) 7. Sahadeva 8. Vrihadasva 9. Bhanuratha 10. Supratitha 11. Marudeva 12. Sunakshatra 13. Kinnara 14. Antariksha 15. Suvarna 16. Amitrajit 17. Vrihadraja 18. Dharman 19. Kritanjaya 20. Rañanjaya 21. Sanjaya **22. SAKYA (BUDDHA)** 23. Suddhodana 24. Ratula (Rahula).

(According to Amar Kosha, Haima Kosha and Mahavamsa Sakya or Siddhartha was the son of Suddhodana and Rahula was the son of Sakya (Siddhartha), the revivor of Buddhism.)

25. Prasenjit 26. Kshudraka 27. Kundaka 28. Suratha 29. Sumitra.

Comments : These are the kings of the family of Ikshvaku, descended from Vrihadvala, "The race of the descendants of Iksvaku will terminate with Sumitra : It will end in the kali age with him."—The Vishnu Purana, p. 371 (H. H. Wilson).

Sakya (Siddhartha i.e. Buddha) was a friend of Bimbisara who was the 5th Saisunaga king (32nd Magadha king from Somapi whose father Sahadeva died in the great Kurukshetra war of the Mahabharata).

It might be that Sakya was the **grandfather of Gautama Buddha** (who was also known as Sakymuni—a sage in the line of the mighty king **Sakya**.

Note : As Rahula became the king after Suddhodana in absence of Sakya (who became a monk termed the last Buddha or Gautama Buddha), Rahula (Ratula) is placed just after Suddhodana in the list of the Dynasty. Sakya was not a king. Hence the wrong insertion of his name just before Suddhodana who was actually the father of Sakya, as understood from the aforesaid evidences of Amara Kosha etc. Buddha was alive upto the reign of Rahula (23rd king after Vrihadvala, in his own line) as well as that of Bimbisara (32nd Magadha king from Somapi). Mr. Wilson assumes that some kings were omitted from the list (in between Vrihatkshema, 1st king and Sanjaya, 21st king) perhaps because their power reduced and capital transferred (lastly to Kapilavastu) from Ayoddhya.

Reign of 32 Magadha kings from Somapi to Bimbisara BC 3140 – 1817 = 1323 years = Reign of 23 kings from Vrihatkshema to Rahula (Buddha's son). The **Avatara** styled **Buddha** was a previous Buddha, born in Dwapara Yuga in **Asadha Sukla** Navami according to Hindu Tradition.

LUNAR DYNASTY IN KASHMIR FROM PARIKSHITA'S SECOND SON : SAPTARSHI ERA FROM 3077 B.C.

As Gonanda-II left no heir, Parikshit ruled Kashmir directly from Hastinapura for about 15 years, and then Harnadeva (Swarnadeva) second son of Parikshita was given the Kashmir throne in 3077 B.C from which the SAPTARSHI ERA of Kashmir is counted. The three reigns from Yasovati to Parikshita are :—

Yasovati·········15 years
Gonanda-II······43 ,,
Parikshit·········15 ,,

Total 70 up-to 3078 B.C. (or
———————— Feb. 3077 B.C.)

In the 8th year of Yasovati's reign the Mahabharata War occurred. Hence the calculation since Kurkshetra War :

	Period of reign		
Yasovati	8 years or	7 years	
Gonanda-II	40 ”	40 ”	
Parikshit	15 ”	15 ”	
B.C.	3077 or	3078	
	———	———	Traditional
	3140	3140 B.C.	year of the
	———	———	Mahabharata War.

Comments :

	Period of reign	
(i) Barhdratha dynasty	1004 years	(3139—2135 B. C.)
(ii) Pradyota ,,	138 ,,	(2135—1997 B. C.)
Total	1142 ,,	
(iii) Saisunaga ,,	363 ,,	
	1505 ,,	
(iv) Nanda	116 ,,	
(v) Maurya ,,	317 ,,	
(vi) Sunga ,,	300 ,,	
(vii) Kanva ,,	85 ,,	
(viii) Andhra ,,	500 ,,	
	2823 ,,	(3139—316 B.C.)
(IX) Gupta dynasty	245 ,,	
	3068 ,,	(3139—71 B.C)

(x) **Maghaa century of Saptarshi era starts from 3077 B. C. (Kashmirian era from Janmejaya's reign or Parikshitanta-Kalat, i. e, from the end of Parikshita's reign)**

Hence the period from 3077 B. C. to 316 B. C (Andhranta or the end of Andhra dynasty) covers 2761 years (i. e., after 2700 years or in the 2nd Maghaa century after completion of one cycle of 27 asterism @ 100 years per asterism), quite in conformity with the dicta :

(1) Yavatparikhito janma Yavannandavisechanam, Etadvarsasahasram Tu **Panchasatottaram** (1500 years), as found in one copy of the Matsya Purana, while five copies collected by Mr. H. H. Wilson read : 'Panchasaduttaram' or 1050 in place of 1500 (Panchasatottaram), surely due to the mistake committed by the copyists. 'Parikshit's birth (about three months after the Mahabharata war, i. e., in February, 3139 B. C.) to Nanda's accession was actually, according to the duration of the different intermediate dynasties, as enumerated by all the authorities, fifteen centuries; Viz.

Magadha kings..................	1000 years
Pradyota etc..................	138 "
Sisunaga, & c..................	362 "
Total	1500 years

(Referenee : Foot Note No. 80, page 389 of Mr. Wilson's aforesaid translation of the Vishnu Purana, 3rd edition, Indian)

(2) **Saptavimsaih Sataih Bhavishya Andhranante-nwaya Punah (Vayu Purana.)** [The races at the end of the Andhra will be after 2700 years.]

(3) **Saptavimsati Bhavyena Andhranantenthakat Punah. —the Matsya Purana.**

(Ref : Same Foot Note No. 80 as cited above, points out, "and at the close of the passage, after specifying as usual that the seven Rishis were in Maghaa in the time of Parikshit. Saptarshyayo Maghayuktah Kalai Parikshitah Same.")

(4) SAPTARSHAYASTATHA TESYUH PRADIPTA-GNINA SAMAM—Matsya, 'The seven Rishis are on a line with the brilliant Agni :' that is, with Maghaa (and not with Krittika as said by Mr. Wilson), the first asterism (constellation) in Simha Rasi (Leo, a Fire Sign), which is a Fixed Fire Sign according to Astrology, while a century assigned to each asterism is also a type of **astrological calculation for 2700-year-cycle**, i. e. the period of a complete revolution, something like **Jovian-year-cycle of 60 years** (South Indian) which has no perfect relation with Astronmy.

Thus the relevant reading, 'CHATURVIMSO' should be correctly, 'SAPTAVIMSO' in the following Slokas (verses) cited by Mr. Wilson in the same Foot Note No. 80 :

'The Vayu adds, **andhrante sa CHATURVIMSO Bhavishyanti sa TE mata'**··· ···**Brahmanastu Chaturvimso Bhavishyanti samah** , A hundred years of Brahma will be in the twenty-fourth (asterism).' Though Mr. Wilson observes that the said word indicating 2400 years' is obviously most inaccurate' but his interpretation 'Brahma' for **Brahmanah** is also most inaccurate, for Brahmanah here means 'Brahamanas' i. e., the sages (seven) and not 'Brahma', the **Creator god** of the **Trinity Forms of Brahman** (Manifest or Saguna).

Some other such inaccurate readings are :

(1) **Prayasyanti yada chaite Purvasadham maharshayah, tada Nandat prabhrityesah kalirbriddhim gamisyati.**

—Vishnu purana 4, 24. 39.

(2) **Yada maghaabhyo yasynti PURVASADHAM maharshayah tada nandat prabhrityesah kalirbriddhim gamisyati.**

For correct reading in conformity with the fact that the period from Parikshita to Nanda covers 1500 (fifteen hundred) years, the word 'Purvasadham' (the tenth asterism after Maghaa i. e., from Purvaphalguni) should be **'Purvabhadram'** (the fifteenth asterism after Magha, the tenth astersm of the Zodiac). Hence, **the aforesaid slokas, cited by Bankim Chandra Chattopadhaya in his book 'KRISHNA-CHARITRA' lead him to incorrect decision about the date of the Mahabharata war as well as that of Chandragupta Maurya.** He also misinterpreted the following Slokas of the Vishnu Purana, treating the word **Pravrittascha 'Kalirdwadasavdasatatmakah'** as twelve hundred years of Kali passed (**Pravritta** means 'startcd' and not 'passed' or past) to indicate that the Mahabharata war occurred in Kali 1200 year or 1900 B. C. quite in contradiction to the tradition that Kali age commenced with the reign of Parikshita. Mr. Wilson, however, correct in translating the Sloka thus, 'At the birth of Parikshit they (seven sages i. e, Saptarshis) were in Maghaa and the Kali age then commenced, which consists of 1200 (divine) years.' (1 Divine year = 360 human years; 1200 divine yeas = 1200 × 1360 = 432000 human years, quite in conformity with the Hindu scriptures and tradition) :

'Tena saptarshayo yuktastisthantya vdasatam nrinam te-tu parikshite kale maghaswasan dwijottama tada pravrittascha Kalirdwadasavdasatatmakam.'—Vishnu Purana, 4. 24. 33. 34.

It is, therefore, clear that **Buddha's** traditional birth date Kali 1215 (i. e. 1216th year of Kali Yuga) or 1886 B. C nicely corroborates to the periods of Viddhisara (Bimbisara) and Ajata-satru (reign from B. C. 1845 to 1792 in total for the two kings), as already shown in the aforesaid Table of Mr. A. Somayajulu. Thus Chandragupta Maurya reigned

from 1518 B. C. (Kali 1583 i. e., 1584th year of Kali-Yuga) and not in 322 B.C. as conjectured by Mr. V. A. Smith or in 315 B. C. as conjectured by Bankim Chandra chattopaddhaya.

Buddha's traditional birth date March 29th, **1886** **B. C.**, wednesday (Julian calendar), Vaisakhi Purnima (noon), i. e., Kali Yuga 1215 year past (1216th year) also corroborates to **Adi Sankara's traditional birth date** April 22nd, **508 B. C.**, Sunday, Vaisakha sukla panchami (noon), i. e. Kali 2593 past (2594th) as per records kept in Dwaraka and Puri Mathas, a well as in the book, the Sankara Vijaya (which also assert's Adi Sankara's death in Kali 2625 or 476 B. C. i. e., **after 1410 years from Buddha's birth**). All authorities accept that **Adi Sankaracharya preached his religion adout 1400 years after Buddha.**

And Adi Sankara's period (B. C. 508 to 476) again corroborates to Kumarila Bhatta's period (556-492 B. C., or, 2545-2609 Kali past), according to Jaina as well as Hindu tradition). The Jina Vijay alludes :

Paschat panchadase varse sankarasya gate sati,
Bhattacharyya kumarasya darsanam ,kritavan sivah.
(Sivah means Sankara)

Thus, Sankara met Kumarila in Kali 2593+16=2609 Kali past i. e., 492 B. C.

In order to defeat the Jains, Kumarila learnt the secrets of Jain philosophy as a disciple of **Vardhamana Mahavira** (**599-528 B. C.** according to jain traditions as well as Hindu tradition).

Adi Sankara was born in the **14 Vikrama Era** past i. e., 15th year of the reign of **Legendary Vikramaditya** whose father Chandrasarma became a Sanyasi (monk) with the adopted name **Govinda Yogindra'** the Guru of Sankaracharyya (**Adi Sankara**).

The Legendary Vikramaditya's birth is, however, available in 548 B. C. (Kali 2553 past) on the basis of the astronomical data maintained and discussed by the Hindu astrologers. He ascended the throne of Ujjain in Malawa in 523 B. C. (Kali 2578 past) in Dundubhi year (according to North Indian system of Jovian year) when Jupiter (posited in Kanya or Virgo) aspected the 9th place (of fate) and 11th place (his Moon-sign Vrisa i. e., Taurus). This **corroborates to Adi Sankara's birth year ISWARA** (508 B. C.) when Jupiter was in Dhanus (Sagittarius).

The legendary Vikramaditya was born in Sumukha year (now termed as Durmukha year, a name however not at all consistant with the happy position of Jupiter in his peak house Karkata, i. e. Cancer) in 548 B. C. when Sun, Moon, Jupiter etc, were in their peak houses and thus mostly corroborate to the position of planets as given in the horoscope at page 139 of Sri Narayan Dutta Srimali's book "**Kundali Darpan**" in Hindi.

Counting from 508 B. C. Iswara year, at the rate of 361-0492 days per Jovian year it is found that the year 1983-1984 was **Iswara** year (Nov 3, 1983—Oct. 24, 1984) when Jupiter was posited in Dhanus (Sagittaious). In the same way it is found that 3140 B. C. (the Mahabharata-war year) was **Vikrita** year with Jupiter mostly in Makara (Capricornus) in North Indian system of Jovian year, which corrobroates to the Hindu tradition (North Indian system of Jovian year). According to South Indian system of the Jovian year of the Barhaspatya Varsha, the years 1961 A. D. and 3140 B. C. (-3139 A. D) were Plava years and the years 3139 B. C. (i. e., –3138 A. D.) and 1962 A. D. (from Chaitra sukla Pratipada) were Sobhakrita or Subhakrit years (the calculation being simple for 60-Solar-year (sidereal) cycle, for instance 3138+1962=5100=85X60). It is said that the Asvamedha Yajna was performed by Yudhisthira in

Chaitra Purnima of the Sobhakrita year according to South Indian tradition. This is available in 3139 B.C. (March 23rd), after about 4.5 months from the date of commencement of the Kurukshetra war (November 9th, Friday, 3140 B. C. in Amabasya or New Moon that started just before noon). Bhisma died on January 15th 3139 B, C. (Sukla-Astami with Moon in Rohini asterism) in Uttayaana (Northerly rotation of the Sun) that commenced previous night at about 8 P. M. I. S. T (14th January, Monday). In this 20 th century A. D. the Moon cannot be in Rohini asterism in Suklastami on such a day adjacent to the winter Solstice which now falls on December 22nd mostly, for meanwhile the vernal equinox point moved backward about 70° from Rohini asterism to Uttarabhrapada (in which Moon may posit during Suklaastami on such a Winter Solistice day). For instance, December 22nd, Sunday, 1974 A. D. was winter solstice day (Uttarayana started at 11h. 26m. A. M. I. S. T) with Suklastami when the Moon was in Uttarabhadrapada Nakshatra (asteriem), while this was not Magha Suklastami, but Margasirsa or Agrahayana Suklastami (Bhisma died in Magha Suklastami with Rohini Nakshatra in Sidereal Phalguna, which is available on January 15th, 3139 B. C.). And destruction of Yaduvamsa (Yadu clan) occurred 36 (thirty-six) years after the great Mahabharata war according to the curse of Gandhari, mother of Duryodhana.

The peculiar solar eclipses, one prior to the Mahabharata war and another prior to the destruction of Yadavas (and demise of Sri Krishna), as referred to in the Mahabharata, are also available on the 12th September, 3140 B. C., and 23rd September, 3103 B. C., respectively.

The position of each and every planet (as alluded in the Mahabharata) prior to the Mahabharata war is also found most correctily in 3140 B.C. (September 12th to Nove-

mber 9th), though the relevant descriptions in the Mahabharata are very much mingled with astroloogical terms.

Bhishma was in the bed of arrows for 58 nights (November 18th, 3140 B. C. to January 14th, 3139 B, C, i. e., 13+31 +14=58) and this also nicely corroborates to the above account.

Date of open Appearance of Pandavas in the court of The king Virata.

According to the Bengali translation of the Mahabharata by Kasiram Das (in Virata parva) the Pandavas openly appeared in the royal court of the king Virata on Asaadha Purnima, Thursday, about six months before the great Kurukshetra War. This date is available on **May 31st, 3140 B. C.**, Thursday, Asaadh Purnima. This also corroborates to the statement of Uttaraa in Stree Bilapa parva (just after the end of Kurukshetra War), indicating clearly that her union with Abhimanyu, "had been ordained only for six months, for on the seventh" (lunar month) her husband Abhimanyu, a great hero had "been bereft of life" (Ref : The Mahabharata of K. D. Vyasa translated in English by Pratap Chandra Roy, C I.E, Voll. II, pages 36-37).

Date of Sri Krishna's Demise

As already stated Yadavas' destruction occurred and Sri Krishna 'shuffled off' his mortal coil after 36 (thirty-six) years from the date of Gandhari's curse (just after the end of the great Kurukshetra War), "I shall curse thee,··· O Govinda, thou shalt be the slayer of thy own kinsmen : On the 'thirty-sixth' year from this,......thou shalt, after causing the slaughter of thy kinsmen and friends and sons,

perish by disgustful means within the wilderness ;......" (The Mahabharata, translated by Pratap Chandra Ry, Vol-II, Section XXV, page 37). Accordingly after 36 years Sri Krishna warned his kinsmen (Yadavas) about the peculiar occurrence of the Solar eclipse on the 13th day of the Dark-half after Full Moon (or followed by a Full Moon) that occurred on the 15th day of the bright-half, similar to that very peculiar occurrence prior to the great Mahabharata War. Such similar occurrence may be available after a period of about 37 years 10 days, and the said Solar eclipse is available on September 23rd, 3103 B.C., Thursday. According to the Bengali Mahabharata of Kashiram Das, Sri Krishna himself said to Daruka just before his demise, that on the next seventh day Dwaraka would be inundated by the ocean in Full Moon with Krittika asterism (in lunar Kartika) which actually occurred on October 7th, Thursday, 3103 B.C., and hence, the date of Sri Krishna's demise was 1st October, Friday, 3103 B.C. at noon or afternoon in Sukla Navami (Akshaya Navami, the holy Tithi of lunar day of Treta-yugaadya as well as of Jagaddhatri Puja).

Sri Krishna's age at the time of his Demise

According to the Vishnu Purana (most of the hand-written copies) as well as the Bhagavata, a messenger from the God (Brahmma Himself according to the Bhagavata) came to Sri Krishna after the occurrence of the aforesaid Solar eclipse and said with reverence,"......A period exceeding a century and twenty-five years have passed since thy birth in the earth ; now. if it be thy pleasure, return to Svarga.......But should such not be thy will, then remain here as long as it may be desirable to thy dependants......" And to this Sri Krishna replied,......The burdens of the

earth are not removed until the Yadavas are extirpated. I will effect this also in my descent, and quickly ; for it shall come to pass in seven nights. When I have restored the land of Dwarka to the ocean, and annihilated the race of Yadu, I will procceed to the mansions of the immortals...."

Thus, Sri Krishna was above 125 at the time of his demise. But according to the Hindu tradition Sri Krishna's age was above 90 years while Arjuna's age was about 90 years at the time of Kurukshetra War. Besides, it is said according to Hindu tradition that Arjuna was above 126 years of his age at the timc of Mahaprasthana (the great departure) of Pandaba few days after Sri Krishna's death. Hence, Sri Krishna's age at the time of his demise was above 127 year (90+37=127). It may however be mentioned that in some copies of The Vishnu Puarna the word "Varsanam adhikam satam" has been written wrongly in place of the correct reading "Panchavimsadhikam Satam" (which has been accepted by Bankim Chandra Chattopadhyaya and many others to corroborate to the Sloka with the word "Panchavimsadhikam satam" in the Bhagavata). In Virata Parba it is also found that Sri Arjuna says to Uttara, "Panchasasthincha Varsani Tat Partha Svetabahanah Mahaviryam Mahadivyametaddhanur-Anuttamam." This means Gandiva, the great bow had been in possession of Arjuna for 65 ycars prior to May, 3140 B.C. and thus he got Gandiva from Agni, the God of fire prior to the burning of Khandava forest at about his age of 25 years. And this burning of Khandava took 33 years as indicated in the Mahabharata, chapter 52 by the words of Dhritarastra, "Trayastrinsath Samah Samahooya, sarvan Jigaya, Agnimatarpayachcha". According to Nilakantha the words "Trayastrinsath Samah" means 33 years.

The birth date of Sri Krishna : It is clear from the above para that Sri Krishna was born in 90+3140=3230 B.C., and actually Sri Krishna's peculiar birth time at the fag end of Sravani Krishna-Astami in Sidereal Bhadra is available at about the midnight of July, 13 (O hour of 14th in Western style), Thursday, 3230 B.C. with the Moon in Lagna (ascendant) in the asterism Rohini (Prajapati or Brahma) in the sign Vrisa (Prajapati or Brahma, i.e., Taurus), the Mars in Mithuna (Gemini), Jupiter and Mercury in Karkata (Cancer). Sun and Rahu (Dragon's head) in Simha (Leo). Venus in Kanya (Virgo), a very wonderful astrological combination formed in a Jupiterian year styled Prajapati (Brahma) according to South Indian method of calculation of Jovian Calendar. The **Lagnamalika Yoga** is termed **Chakradhar-Malikayoga** after the **Birth-chart** (of *Grahas i.e. Planets* & Lagna i.e. Ascendent) of **Sri Krishna,** the **holder** of **Sudarsana-Chakra** (Disc), the great weapon.

The names of the Jovian (Barhaspatya) years (South Indian System) from 1927 to 2046 A. D. (begins in March-April).

Varsa	yr.	yr.	Varsa	yr.	yr.
1. Prabhava	1927	1987	31. Hemalamba	57	17
2. Vibhava	28	88	32. Vilamba	58	18
3. Sukla	29	89	33. Vikarin	59	19
4. Preamoda	1930	1990	34. Sarvari	60	2020
5. Prajapati	31	91	35. Plava	61	21
6. Angiras	32	92	36. Subhakrit	62	22
7. Srimukha	33	93	37. Sobhana	63	23
8. Bhava	34	94	38. Krodhin	64	24
9. Yuvan	35	95	39. Visvavasu	65	25
10. Dhatri	36	96	40. Parabhava	1966	2026
11. Isvara	37	97	41. Plavanga	1967	2027

	Varsa	Year	Year		Varsa	Year	Year
12.	Bahudhanya	38	98	42.	Kilaka	61	28
13.	Pramathin	39	99	43.	Saumya	69	29
14.	Vikrama	1940	2000	44.	Sadharana	1970	2030
15.	Vrisha	41	01	45.	Virodhakrit	71	31
16.	Chitrbhanu	42	02	46.	Paridhavin	72	32
17.	Subhanu	43	03	47.	Pramadin	73	33
18.	Tarana	44	04	48.	Ananda	74	34
19.	Parthiva	45	05	49.	Rakshasa	75	35
20.	Vyaya	1946	2006	50.	Anala (Nala)	76	36
21.	Sarvajit	1947	2007	51.	Pingala	77	37
22.	Sarvadharin	48	08	52.	Kalayukta	78	38
23.	Virodhin	49	09	53.	Siddharthin	79	39
24.	Vikrtita	1950	2010	54.	Raudra	1980	2040
25.	Khara	51	11	55.	Durmati	81	41
26.	Nandana	52	12	56.	Dundubhi	82	42
27.	Vijaya	53	13	57.	Rudhirodgari	83	43
28.	Jaya	51	14	58.	Raktaksha	84	41
29.	Manmatha	55	15	59.	Krodhana	85	45
30.	Durmukha	56	16	60.	Kshaya (Akshaya)	1986	2046

Jovian (Barhaspatya) year of North India

Varsa	No.	Begins on		Varsa	on	Begins on	
1	1973	Dec.	15	31	2003	Aug.	11
2	74	Dec.	11	32	04	Aug.	6
3	75	Dec.	7	33	05	Aug.	2
4	76	Dec.	2	34	06	July.	29
5	77	Nov.	28	35	07	July.	25
6	78	Nov.	24	36	08	July.	20
7	79	Nov.	20	37	09	July.	16
8	1980	Nov.	15	38	2010	July.	12
9	81	Nov.	11	39	11	July.	9
10	82	Nov.	7	40	12	July.	4

Varsa No.		Begins No.		Varsa No.		Begins No.	
11	83	Nov.	3	41	13	June.	30
12	1984	Oct.	29	42	14	June.	26
13	85	Oct.	25	43	15	June.	22
14	86	Oct.	21	44	16	June.	17
15	87	Oct.	17	45	17	June.	12
16	88	Oct.	12	46	18	June.	9
17	89	Oct.	8	47	19	June.	5
18	1990	Oct.	5	48	2020	May.	31
19	91	Oct.	1	49	21	May.	27
20	92	Sept.	26	50	22	May.	23
21	93	Sept.	22	51	23	May.	19
22	94	Sept.	18	52	24	May.	14
23	95	Sept.	14	53	25	May.	10
24	96	Sept.	9	54	26	May.	6
25	97	Sept.	5	55	27	May.	2
26	98	Sept.	1	56	28	Apr.	27
27	99	Aug.	28	57	29	Apr.	23
28	2000	Aug.	23	58	2030	Apr.	19
29	01	Aug.	19	59	31	Apr.	16
30	32	Aug.	15	60	2032	Apr.	11

N. B.—(1) The day has been reckoned from *Oh* (midnight) I.S.T.

(2) In 86 civil years there are 87 Barhaspatya Varsas.

(3) Varsa Nos. 1 Prabhava, 13 Pramathin, 25 Khara, 37 Sobhana and 49 Rakshasa begin with the enrry of Jupiter into Kumbha by mean motion. Originally the Kumbha Mela used to occur in these years as determined by mean motion, but now the true position of the planet is taken into account.

The time after the date is *Oh* I.S.T. in these years Thereafter time increases by 1·2*h* per year.

Sources of Ancient Indian History—Contradictory conjectures of Western writers :

Vincent A. Smith writes, "The sources of, or original authorities for, the early history of India may be arranged in four classes. The first of these is tradition, chiefly as recorded in native litarature, the second consists of those writings of foreign travellers and historians which contain observations on Indian subjects, the third is the evidence of archaeology, which may be subdivided into the monumental, the epigraphic, and the numismatic, and the fourth comprises the few works of native contemporary, or nearly contemporary, litarature which deal expressly with historical subjects.''

He also says, "The most systematic record of Indian historical tradition is that preseved in the dynastic lists of the Puranas'',

But mysteriously he is not faithful io his own words as he refers, "The political history of India begins for an orthodox Hindu more than three thousand years before the Christian era with the famous war waged on the banks of the Jumna, between the sons of Pandu, as related in the Vast epic known as the Mahabharata.........In order to be available for the pnrpose of histhry, events must be susceptible of arrangement in definite chronological order and capable of being dated approximately, if not exactly. Facts to which dates cannot be assigned, although, they may be invaluable for the purpose of enthology, philology, and other sciences, are of no use to the historian."

Coments by A. Somayajulu in his book 'The dates in Ancient Indian History' :

"The history of Kashmir written by Professor Hasan in English on the authority of Mulla Ahmed's History of Kashmir written in Persian language based on Rajatarangini, Ratnakara Purana etc., (vide account given by Pandit Ananda Kaul in the journal of the Asiatic Society of Bengal for April 1910) also proves that

the Great battle took place 36 and odd years before Kaliyuga (3102 B.C.) as shown below.

Kashmir kings : (1) Gonanda I, king of Kashmir, helped Jarasandha, king of Magadha, in besieging Mathura where Sri Krishna originally lived. Gonanda was killed by Balarama. Gonanda-I ruled for 17 years. (2) Damodara, son of Gonanda-I next became king of Kashmir. Sri Krishna went to Gandhara (Kandahar) to attend the marriage of the Princess of Gandhara. There Damodara attacked the Yadavas to avenge his father's death but was killed by Sri Krishna. Damodara reigned for 13 years. (3) Damodara's queen who was pregnant gave birth to a son named Gonanda. The queen Yasovati ruled for 15 years as regent. While she was ruling, the Mahabharata battle took place. As a woman, she was not requested by either the Pandavas or the Kauravas to help them and hence the Kashmirian army did not take part in the great battle.......(4) Gonanda-II was crowned king of Kashmir about 8 years after the Mahabharata battle in his fifteenth year by the council of ministers. After ruling 40 years he was killed in a battle by Parikshit, king of Hastingpura. At the time of his death in 3019 B. V. (3377 B.C.), Parikshit gave Kashmir to his second son Harnadeva.

The 80 kings from Harnadeva to Matrigupta ruled for 3112 years as per table of Kashmir kings given separately...."

Who was Sandrottus ?—Chandragupta Maurya or Chandragupta I or, Samudragupta ? Mr. A. S, Somayajulu's comments :

"The Greek historians wrote that Sandrocottus had intimacy with the queen of Maghada and that with the assistance of the queen he killed the king and ascended the throne of Magadha. This account does not refer to Chandragupta Maurya but it refers to Chandragupta I, the founder of the Gupta dynasty.

"The Greek historians also wrote that Sandrocottus quarrelled with his father and left Maghadha and having collected armies, he invaded Maghadha, killed his father and became king of Magadha. This account does not refer to Chandragupta Maurya at all but it applies to Samudragupta exactly.

"The Greek historians also wrote that Sandrocottus marched over the whole of India with an army of 603 thousand men. Chandragupta Maurya was simply a puppet in the hands of Chanakya. Hence this account also refers to Samudragupta who overran the whole of India from Cape Comorin to the Himalayas.

"The Greek historians also wrote that Seleukus contracted a matrimonial alliance with Sandrocottus. There is nothing to prove that Chandragupta Maurya married a Greek princess. The Allhabad inscription of Samudragupta's conquests states that Samudragupta received a daughter in marriage from a foreion king in the North West. Hence this account also applies to Samudragupta.

"......The three names Sandrokottus, Sandrocyptus and Sandrocottus referred to by the Greek historians apply to Chandragupta I, Samudragupta and Chandragupta II of the Gupta dynasty.

In the same book Mr. Somayajulu points out, "As per Kaliyuga Raja Vrittanta of Bhavisshyottara Purana, Chandragupta-I served as commander-in-chief of the Magadha army under the 31st king Chandra-Sri who ruled over Magadha in Pataliputra for 10 years. Chandragupta killed the king and acted as the guardian of his minor son Pulomayee IV for 7 years after which he murdered the boy and ascended the throne of Magadha. Hence Chandra-Sri ascended the throne in 316+7+10=333 B.C. and ruled till 323 B.C. As Alexander's expedition to India took place in 327 B.C. Chandra Sri was the contemporary of Alexander the Great. Xandrammes referred to by the Greek historians as contemporary of Alexander is identical with Chandra Sri.

---

* "If **Samudragupta** is accepted as **Sandrocottus** referred to by the Grcek historians there will be no conflict belween thc Hindus and European writers regarding dates......."

(The Dates in Ancient Indian History by A. Somayajulu. PREFACE, pages ix to xv).

The Large Comet Observed Before The Mahabharata War—was it Halley's comet ?

The large comet observed prior to commencement of the great Kurukshetra war as mentioned in the Bhisma Parva appears to be Halley's comet, the years of past apparitions of which firom old chronicles and records are : 240 B. C. 12 B. C, 66AD, 141, 218, 295, 373, 451, 530, 607-608, 683, 760, 837, 912, 989, 1066, 1145, 1223, 1301, 1378, 1456, 1531, 1607, 1682 (observed by Edmond Halley himsef), 1759, 1835, 1910 and 1985-86.

The elements that Halley calculated were :

	Comet : 1531	Comet : 1607	Comet 1682
Longitude of node	490° 25	50° 21	51° 16
Inclinatian of orbit	17° 56′	17° 2′	17° 56′
Longitude of perihelion	301° 39′	302° 16	302° 53
Perihelion distance (Astronomical unit)	0. 56700	0.58680	0.58328
Direction of movement :	Retrograde	Retrogade	Retrogade.

Thus it is found that this comet completed 4 revolutions in about 305 or 306 years @ about 76.32 years per revolution or cycle. Hence the comet completed 38 revolutions in about 2900 years from 3140 BC to 240 BC at the rate of 76. 315 years per revolution (cycle).

It can, therefore, be safely said that the brilliant large comet observed prior to the commencement of the great Mahabharata war in 3140 B. C. was Halley's comet. And Jonathan Swift nicely said 'Old men and comets have been reverenced for the same reason, their long beards and pretences to foretell events."

মহাভারত ভীষ্ম পর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়

চতুর্দ্দশীং পঞ্চদশীং ভূতপূর্ব্বাং চ ষোড়শীম্ ।
ইমাং তু নাভিজানামি অমাবস্যাং ত্রয়োদশীম্ ।।২৮।।
চন্দ্রসূর্যাবুভৌ গ্রস্তাবেকমাসে ত্রয়োদশীম্ ।
অপর্বনি গ্রহাবেতৌ প্রজাঃ সংক্ষপিয়ষ্যতঃ ।।২৯।।
(The M. Bharata 6.3. 28—29)

Comments of Mr. S. K. Belvalkar :

[THE MAHABHARATA, BISHNU, PARVAN, Translated by Mr. S. K. Belvalkar, POONA, BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, 1947 INTRODUCTION, Page LXV]

"The most noteworthy solitary reading offered by Devabodha, the oldest Mahabharata commentator so far known, however, is **SURYACANDRAU** (**for** **CANDRASURYAU**) in 6. 3. 29. The context here is the enumeration of certain ominous phenomena preceding the great Bharata War, and amongst these is the mention of two eclipses, that of the Moon and of the Sun in one and the same month (*ekamase*). And we are further told that they took place *trayodasim* (on the thirteenth **tithi**) and *aparvani.* Since stanza 28 speaks of the new-moon day (*amavasya*) as falling on a trayodasi, it is clear that *trayodasim* must refer to the solar eclipse, and *aparvani* (the other predication) to the lunar, although in the compound *candrasuryau* the sequence is just the other way. Now when the amavasya falls on *trayodasi*, at least one—if not both—the full-moon days preceding and following such a defective fortnight (*Ksayapaksa*, technically known as *Visvaghasra*) comes after sixteen tithis. The fortnightly bisection of the month (*ardhamasaparvan*, as Yaska names it, Nirukta 1·20) is in this case uneven (13 : 16), and that is what is meant by the predication **aparvani** used about the full-moon eclipse. Now, with a

krsnapaksa of thirteen tithis in which a solar eclipse is to take place, there is no possibility of a lunar eclipse happening at the end of the preceding sixteen-tithi fortnight, owing to the very short duration of the ***Purnima*** ; but a lunar eclipse at the end of the following sixteen-tithi fortnight is within the limits of possibility. If therefore the earlier solar eclipse and the later lunar eclipse are to fall within one month (*ekamase*), the month must end with the full-moon, as in reckoning current in Northern India (as opposed to the *amanta* reckoning familiar in the South). Devabodha, the Northerner, would see no difficulty in the reading **Suryacandrau**, which he found in the MSS. (It does not look as though Devabodha himself had changed the reading,—Comment No. 2). In all our MSS., Northern as well as Southern, the reading is *candrasuryau*, which, on purely objective considerations, **thc present editor did not feel himself at liberty to change.** But South-Indian readers and copyists would naturally stumble at the sequence *Suryacandrau*, and make it *candrasuryau* agreeably to the *amanta* reçkoning. But that woutd make matters worse, because, as we saw, with a *Visvaghasra krsnapaksa* in which a solar eclipse is to take place, a lunar eclipse on the preceding full-moon cannot possibly take place. Others have attempted to cut the Gordian knot by altering the reading *ekamase*, which was believed to be the heart of the trouble. This has been done in several different ways. There are the two changes (K B Da D) *ekatrahani* (T G M), which are astronomical monstrosities, as we cannot have the two eclipses in one **paksa**, nor on one and the same day, in spite of Nilakantha's explanation (on GK stanza 32), which is counsel of dispair. The variant **devamase**, favoured by the Madras edition, I do not know how to understand exactly. It can mean according to the lexicographers, **eight month**, which will be Kartika (with Caitra as the

first month) ; it can also mean Margasirsa with which the year once commenced, and which is hence known as the Kesava month (of. BG. 10.35). The variant **ekahnahi** (Dn D) has been interpreted by some to signify 'the same tithi', i.e., the (SUKLA—) *trayodasi* (the last tithi of the bright fortnight) when the lunar eclipse occurred, and the (KRSNA—) *trayodasi* (of the same or next month's dark fortnight) when the solar eclipse also occurred. But it is quite impossible that two such **Visvaghasra** or **thirteen tithi fortnights** can occur at such a short interval. To understand **ekahna hi** to mean the same day of the week is also not very happy, because in the first place, it is not quite established that the weekdays, in the Mahabharata, had any current names ; but supposing that the lunar eclipse of a certain month and the solar eclipse of the **paksa** or month preceding or following it fell on the same week-day (which would be possible on the fifteenth but not on the sixteenth day, which is the case before us), where is the authority to suppose that this circumstance gives its ominous character ? Whatever may have been the actual history of the present reading and its successive variations, the instance should at any rate establish the fact that **deliberate changes** in the astronomical statements found in the current text of the Epic have been made—whether before Devabodha or after him is immaterial to us—and it would really be futile to attempt by ingenious interpretations to harmonize all the conflicting astronomical statements found in the different parts of the Mahabharata, pending as a primary requirement, the fixation of the text of the concerned passages".

N. B. On actual calculation the reading offered by Devabodha is found correct.—Author.

পরিশিষ্ট ৮

ASTRONOMICAL CALCULATIONS

Calculations by V. Choudhury (Author):

Calculations checked by Jyotibrata Roy Barman,

Asstt. Prof., M.B.B. College, Agartala.

(Jyotibrata Roy Barman)

Calculation of Tithi. Correction for Centuries.

Basis : N. C. Lahiri's Advance Ephemeris 3rd Ed. page 88

	days	hours	Anomaly
For + 100 years	+4	8·12	+21·29
„ – 100 „	+25	4·62	+10·86
	or –4	8·12	–21·29
„ – 200 „	+20	20·50	+19·56
	or –8	16·23	–12·59
“ – 300 „	+16	12·38	+28·27
	or –13	0·33	3·88
„ – 400 „	+12	4·27	+6·98
	or –17	8·47	–25·18
„ – 500 „	+7	20·15	+15·68
	or –21	16·58	–16·37
„ — 1000 „	+15	16·30	+3136
„ — 2500 „	+9	16·01	+14.10
„ — 5000 „	+19	8·02	+28·20
	or 10	4·71	3·95
„ - 5100 „	+14	23·90	+6·91
	(–)14	12·83	–25·25
„ — 5200 „	+10	15·79	+15.61
	(–)18	20·94	–16·54
„ — 3900 „	+7	23·84	+20·28

Standard Calendar, Vide pages 82—91, Advance Ephemeris 1951—2050 by N. C. Lahiri, Third Edition.

SRI KRISHNA'S BIRTH DATE

Particulars	M	d	h	A
New Moon upto :—1951	June	4	22·60	13·80
1971—74	June	18	14·07	23·55
Corrections : For Full Moon——		14	18·37	16·08
For K. 8th Tithi	——	7	21·00	8·57
C/O.		46	4·04	2·00

B.F.	46	4.04	2.00
For —5200 years	(+) 10	15·79	15·61
July	26	19·83	17·61
(−3229 A. D.)			
For A.		+ 5·83	
	26	25·66	
For date		− 1·49	
	26	24·17	
Further for date.		(+) 0·10	
Further for A		(+) 0·18	
For Sun—Rahu		(−) 0·05	
	26	24·42	
Correction for conversion to Julian calendar, 3230 B.C.	(−) 13	0·00	
	13	24·42	

i. e. July 13th, 24 hours 25·2 minutes I. S. T. 3230 B.C.

L.M.T. 24·00 hr. at Mathura (Lat 27° 28′ N Long 77° 45′ E) = 24 hr. 19·2 m. I. S. T.

This means Sravanee Krishna Astami ended about 6 minutes after Sri Krishna's birth.

It was Thursday according to Hindu Audayika system of counting the weekday from Sunrise.

This nicely corroborates to the information provided in the Hindu Scriptures (The Harivamsa etc.) according to which Sri Krishna was born at the fag end of the Krishna Ashtami and Yasoda's daughter was born just at the begining of Krishna Navami in the same midnight.

Longitude of Sun for July 13 (24 h. 20 m. I. S. T. 3230 B. C. (—3229 A.D.) Conrresponding G. M. T. = 18 h. 50 m. ; T for —3229 A.D. = + 43. 7112.

Particulars	L (Trop Long) (a)—113″. 2			M.
(A) —3300 A.D.	250°	50′	55″.3	64.514
(B) +71 years	1	48	24.7	0·565
(C) +July 1319	1	12	56.1	194.000
(D) +18 hour	0	44	21.25	0.7500
(E) +50M	0	2	3.21	0.0347
	444°	38′	40″.56	259.8637
For (a) −	0	1	20.372	
	444°	37	20″.188	
Equation of centre.	−1	36	22.032	
	− 443°	0′	58″.156	
or	83°	0′	58″.156	

Partculars	L′ (Sid. Long)			A (Ayanamsa) (a)—115 .6		
(A)	300°	9′	6 .5	—49°	18′	2″
(B)	0	48	56.0	+0	59	28.70
(C)	191	12	29.4	+		26.69
(D)	0	44	21.15	+		0.10
(E)	0	2	3.21			
	492°	56	56 .26	—48°	18.6	51
	—360	0	0	— 0	1	22.07
	132	56	56.26	—48°	19′	28″.58
	— 1	36	22.03			
	131°	20	34 .23			

Calculation of (a) for L = 113.″2 × 71 = −1 20″ .372
for A = −115.″ 67 × 1 = −1 22″ .076

Equation of centre :

for M= 259·8637...—1° 48′ 1″4117...sec var 16″0

16 0× (+43.7112) ...+0 11 39.3792

—1° 36′ 22″.0325

Referennce : Sri Krishna's birth date as per Notable Horoscopes By B. V. Raman. 19th July, 3228 B.C.

Standard Calendar Tables vide pages 88 91. Advance Ephemeris 3rd Edition by N. C. Lahiri.

Particulars	M	d	h		A
New moon upto 1953		June	12	5.00	7.58
Corrections. 1971-74			18	14.07	23.55
For Full Moon, 1973			14	18.37	16.08
		July	15	13.44	17.21
For K. 7th tithi.			6	21.37	7.50
			22	10.81	24.71
−5200 years.		+	10	15.79	15·61
			32	26.60	10.32
Correction for A				− 8.73	
			32	17.87	
Correction for date.				(—) 1,87	
			32	16.00	
Further for date.				(+) 0.10	
			32	15.90	
Further for Sun−Rahu i.e. (33°—24°).				(+) 0·20	
			32	16·10	
Corrcction for conversion to Julian Calendar 3228 B.C. (—)			13		
	July		19	16·10	

This means only about 8·3 hours passed after the starting of Krishna Astami at the midnight on 10th July 3228 B.C. at Mathura.

Sri Arjuna's Birth : 3229 B. C. (−3228 A. D.). Monday, Jan, 1st.

Indian Standard time at which Long. of Moon was at 4ˢ 26°40′

Calculation of Tithi, In. I. S. T.

	d	h	A
New Moon, 1951, Nov.	29	3.0	26.70
1971-74	+ 18	14.07	23.55
Full Moon	14	18.34	15.00
K. 2	1	23.25	2.14
−5200	10	15.79	15.61
	75	2.48	24.08
Nov-Dec,	− 61	0.0	0.0
Jan	14	2 48	24.08
Correction for A	−	+ 9.00	−
	14	11.48	
Correction for date	−	+ 0.90	
	14	12.38 (I. S. T)	
Further for A		+ 0.10	
Further for date		+ 0.10	
	14	12.58 or 12. 6 h	
Julian Calendar adjustment	− 13	—	
January, 3229 B.C......	1	12.58	

	d	h	A
1951, December	28	15.80	28.86
1971-74	18	14.07	23.55
Full Moon	14	18.37	16.08
	62	0.24	8.49

B.F.	62	0 24	8.49
− 5200	10	15.79	15.61
Jan	41	16.03	24.10
		+ 9.0	
Correction for A	41	25.03	
Correction for date		+ 2.5	
	41	27.53	
Julian Calendar adjustment	− 13		
	28	27.53	

So Arjuna was born at about 10 a.m. (I S T) on January 1st 3229 B C. when the long. of the Moon was at 4ˢ 26° 40′

Sri Radha's Birth :—Suklastomi 2nd July, 3295 B C. Sunday.

Particulars	M	d	h	A
N. M. 1952	June	22	20.20	11.77
For Sukla 8th,		7	21·00	8.57
Corr. for 1975-78		4	14·03	8·97
„ ” —5200		10	15·79	15·61
	June	45	23·02	14·92
Corr. for A			(—) 0 18	
Correction for date			(—) 0·83	
Further for A			+ 0·02	
Further for date			(—) 0·07	
	July	15	21·96 (I S T)	
Adjustment for Julian Calender		13	0·00	
—3224 A D. or 2225 BC	July	2	21'96 (I. S. T)	

This means the Moon was at about 7ˢ·1° longtude at 12·37 hr. I. S. T (Midday at Mathura) at the birth time of Sri Radha.

3222 BC. Kartiki Purnima (Ras Festival), October 3rd, Friday.

	d	h	a
New Moon 1951 Sept.	1	12.80	20.25
1979 (79—82)	20	2.74	26.54
Full Moon	14	18.37	16.08
	35	33.91	32.87
— 5200 yrs.	+ 10	15.79	15.61
	46	25.70	18.48
Correction for A		+ 6.90	
Correction for date		— 4.07	
	Oct. 16	28.53	
Correction for Julian Cal.	— 13		
3222 BC Oct.	3rd	28.53 hr I.S.T., Fry.	

Calculation for week day.

Similar week day : October 16, Friday, 1959.

3222 BC = —3221 AD [3221 + 1959 = 5180 = 185 × 4 × 7]

Kamsa killed, 3218 BC Phalguni Krishna 14th, Feb 9th, Friday.

	d	h	a
New Moon 1951 Feb.	6	19.70	5.19
1983 (1983—86)	6	2.71	11.96
—5200 yrs.	10	15.79	15.61
	22	38.20	2.76
for Krishna 14th	— 0	23.62	— 1.07
	22	15.58	1.69
Correction for A		— 2.01	
Correction for date		+ 3.15	
	22	14.72	
Correction for Julian Cal.	— 13		
3218 BC Feb.	9th	15.72 hr. I.S.T.	

Similar week day : 1963, Feb, 22, Friday.

3217 + 1963 = 5180 5180 ÷ 28 = 185 i. e. 5180 is exactly divisible by 28 [4 (for leap year) × 7 (for 7 week day). = 28]

3153 BC. Feb. 26 Friday, Chaitra Purnima—Rajasuya Yajna's probable date. Sisupala killed by Sri Krishna.

	d	h	a
1952 Feb.	25	17.20	3.16
(1947—50) 1948	14	0.03	14.58
Full Moon	14	18.37	16.08
	53	35.60	33.82
— 5100	— 14	12.83	—25.24
	39	22.27	8,58
Correction for A		—9.68	
	39	13.09	
Correction for date		+ 3.82	
	39	16.91	
Correction for Julian cal.	—13		
3153 BC, Feb.	26	16.91 hr. I.S.T.	

Similar weekday : 1916 March 10th, Friday.

3153 BC. 4th May, Pandavas' 13-year exile commences, Krishna 8th Tithi Wednesday

	d	h	A
1952 April	24	18.70	7.46
1849	14	0.03	14.58
Full Moon	14	18.37	16.08
K. 7	6	21.37	7.50
	58	58.47	45.62
— 5100 yrs	— 14	12.83	—25 24
	44	45 64	20.38
C/O. or May	15	21.64	20.38

B.F.	15	21.64	20.28
Correction for A		+ 9.13	
Correction for date		+ 3.04	
	May 16	9.81	
For Julian cal.	— 13		
3153 BC	May 3rd	9.81 hr. I.S.T.	

Thus Kr. 8th : May 4th (Krishna 7th ends).

Similar weekday : 1916 May 17th Wednesday.

1916+3152=[5068=28×181]

Jarasandha Slain

Dual fight from Sept. 17th to 30th 3154BC (—3123AD)

	d	h	A
1951 Oct.	1	1.60	22.40
1947	+ 14	0.03	+14.58
Oct.	15	1.63	36.98
— 5100	— 14	12.83	25.24
Sept.	30	12.80	11.74
Correction A		— 6.54	
Correction date		— 4.11	
Sept.	29th	26.15	
Correction for Jul. Cal.	— 13		
New Moon Sept.	16th	26.15 hr. I.S.T.	
Sept.	30	12.80	11.74
For F. M	+ 14	18.37	16.08
Oct.	14	31.17	27.82
Correction A		— 3.99	
Correction date		— 4.08	
Oct.	14	31.08	
Correction July Cal.	— 13		
Oct.	1st	31.08 hr. I.S.T.	

Krishna seventh, May 8 Thursday, 3140 BC, Last day of 13 year-exile of Pandavas

	d.	h.	'A'.
New Moon upto 1953 May	13	16 20	5.43
1959-62	1	12.68	2.99
For Full Moon	14	18.40	16.08
For Krishna 7th	6	21.37	7.50
	34	68.65	32.00
For —5100 years	— 14	12.83	25.25
	20	55.82	6.75
Correction for 'A'	—	9.50	
	21	22.32	
Correction for date	+	2.91	
	21	25.23	
	— 13		
3140 BC May	8	25.23	
	+ 20		
May	28th Monday, 3140 BC		
	+ 3		

Full Moon May 31 Thurs day, 3140 BC

The date of consultation of Yudhishthira with his brother was 28th May 3140. Sahadeva advised for open appearance of the Pandavas, May 31, after three days i.e. on Asadh Purnima which falls on Thursday, 3140 BC.

Lunar Eclipse (26th, September 3140 **B.C.**)

Particulars	L′(Sid. Long. of Sun)			M	T
— 3200 A.D.	299°	31′	30″.30	63.540	
+ 61 years	1	22	15.80	1.162	
+ Sept. 26	265	7	43.90	26°.000	
+ 8 hour	0	19	12.73	0.333	
+ 21 Minutes	0	0	51.75	0.146	
36 Seconds	0	0	1.48	0.0004	
C/O.	206	21	35.96	334.1814 (+)	42.773

B.F.	206	21	35.96
(−)	1	1	17.30
	205°	20′	18″.66

Eq. of Centre — Sec. Var.

for M=334.2... −1° 8′ 42″. 1... 10. 4

10.4 × (+42.773) + 7′ 24. 8

− 1° 1′ 17″. 3

Oct-Nov. 3140 BC Krishna 5th to 7th

Kr. 5th Oct 31st Wednesday

Kr. 7th Nov. 2nd Friday.

	d.	h	A
N. M 1953 Oct	8	7.9	16.19
1959-62	+ 1	12.68	2·99
− 5100 years	14	23·90	6·91
F. M	14	18·37	16·08
K. 5	4	22·12	5·36
	44	12·97	17·53
Jul. Cal, Adjustment	− 13		
	31	12·97	17·53
Corr. 'A'		+ 5·28	
Corr. 'date'		− 3·13	
Krishna 5th, Oct	31st	15.12 hr. I. S. T.	
Oct.	31	12·97	17·53
For 2 Tithis more	1	23·35	2·14
Nov	2	12.22	19·67
Corr. 'A'	+	8·45	
Corr. 'Date'	—	3·15	
Nov.	2nd	17·52 hr. I. S. T.	

September 12th, 3140 B.C. New Moon &
SOLAR ECLIPSE (TOTAL)

	d.	h.	A
N. M. 1953 Sept.	8	19.20	14.04
1959-62	1	12.68	2.99
	9	31.88	17.43
—5100 Years	14	23.90	6.91
	25	7.78	24.34
Corr. A		+ 8.96	
Corr. date		— 4.06	
	25	12.68	
Cal. Adj.	(—) 13		
3140 B.C. Sept	12	12.68	(N. M)
3130 BC. Sept. F. M	24	31.78	24.34
	— 14	18.37	16.08
	10	13.41	8.26
	+31		
. Aug.	41	13.41	8.26
Corr. A.		— 9.73	
Corr. date		— 3.75	
	40	23.93	
Jul. Cal. Ad.	(—) 13		
F. M Aug.	27	23.93	

November 9th Friday, 3140 B.C.
14th Tithi ends, N. M Starts

N. M 1953 Nov.	6	20.60	18.34
1959-62	+ 1	12.68	2.99
C/O	7	33.28	21.33

	d	h	A
B.F.	7	33.28	21.33
—5100 Years	+ 14	23.90	6.91
Corr.		– 23.63	–1.08
	22	9.55	27.16
		— 2.82	
Corr. A		+ 5.38	
	22	12.11	
Further A		– 0.06	
„ date		– 0.22	
	22	11.83	
Jul Cal. adj.	—13		
Nov.	9	11.83	I. S. T.

3140 BC (3139 AD) November, 10th, New Moon, Saturday to Nov 28th

	d.	h.	'A'
New Moon upto 1953 Nov.	6	20.60	18
1959-62	1	12.68	2.99
—5100 yrs	14	23.90	6.91
	23	9.18	27.90
Correction for 'A'=27.90		+ 3.87	
	23	13.05	
Correction for date (24th)		– 2.72	
	23	10.33	
Furthcr correction for date		– 0.20	
	23	10.13	
Further correction for 'A'		+ 0.04	
	23	10.17	
	— 13		
3140 BC November	10	10.17	Saturday
	10	9.18	27.90
Sukla 10th	9	20.24	10.72
C/O.	19	29.42	8.62

B.F.	19	29.42	8.62
Corection for 'A'		– 9.66	
	19	19 76	
Correction for date	—	2.40	
	19	17.36	
Further correction for date	—	0.16	
	19	17.20	
Further correction for 'A'	—	0.16	
	19	17.04	I. S, T.
	10	9.18	07.90
Sukla 14th upto	13	11.74	15.00
	23	27.92	12.90
Correction for 'A"	—	4.45	
	23	23,47	
Correction for date	—	2.02	
	23	21 45	

Full Moon started at 9-45 p. m. (I. S,T.) Nov. 23rd 3140 BC.

3139·BC (—3138 A D)

Bhisma's death : January 15th, Tuesday

	d.	h.	A
1954 January	4	22.10	22.64
1959-62	+ 1	12.68	2.99
—5100 yrs	+ 14	23.90	6.91
Sukla 8	+ 7	21.00	8.57
	28	31.68	11.11
Correction for 'A'		— 7.49	
	28	24.19	
Correction for date		— 1.80	
	28 d	25.99 hr.	
Jul. Cal. adjustment	— 13		
3139 BC January	15 d	25.99 hr. I. S. T.	

Tuesday (Suklashtami ends).

1st day of Kali (True) : Tithi

15th January 3103 BC Full Moon, Friday

		d	h	A
1953 Dec		6	9·40	20·49
Corr. for 1995-98		23	4·10	2·52
for F. M.		14	18.37	16·08
	Dec	44	7·87	9·09
for—5100 years.		14	23·90	6·91
for Dec.		53	31·77	15·90
		— 31		
	Jan.	28	7·77	
Corr. for A			+ 1·97	
for date			– 0·33	
Adjustment for Julian Calendar		— 13		
3103 BC. Full Moon Jan.		15d	9·41 hr. I. S. T.	

Sri Sri Ram Thakur Born on 2nd February 1860

	Mean Moon	Anomaly	Tithi	Rahu
1960, Feb O	10ˢ 16° 34′	6.74	2.553	5ˢ 3°.83
„ 3rd	1 9 32	+ 3.27	3.048	(–) 0.15
„ 4hr	0 2 12	+ 0.18	0.169	
	11 27 88	10.19	5.768	5 3.75
		+ 30.00	+ 30.000	
		40.19	35.768	
100 yrs	(–)10ˢ 6° 29	– 16.57	— 25.493	+ 4ˢ 15°.50
(a) Mean Moon	1 21 59	23.52	10.175	9 12. 25

Correction for		
Anomaly	(–) 6 14	2T=20.350
Tithi	–0 36	2T--A=26.830 (c)
Tithi×2	–0 08	Total Correction to Moon
Date	–0 6	– 7° 58′ (i. e. a—b) (d)
Moon—Rahu	(+) 0 06	(1900 being not a leap year,
(b) Ture Moon	1ˢ 14° 1′	1 day added to Feb. 2nd)

Value of the argurment :

Tithi	10.175
(d) −7° 58′	−0.663
Correction for date (Feb. 2)	−0.078
Tithi elapsed	9.434

Balance Decimal of Tithi = 0 566

Daily Motion of Tithi :

Anomaly (13.52)		12° 29′
Tithi (10.18)	−	3.6
2T−A (26.93)	+	13
Daily motion of Tithi		12° 39.4 = 12°.65

Balance Decimal of tithi 0.566 converted into hours using the daily motion 12°.65 13.13 hr.

Epoch 9.50 hr. I.S.T.

Sukla Dasami ended at 22.73 hr. I.S T.

or 10 hr. 43.8 m. PM. (Night) I.S.T.

SIDERBAL OR NIRAYANA LONGITUDE OF PLANETS For 1860 A.D. 2nd February 9-30 a. m. I. S. T. 10 a. m. L. M. T. at Dingamanik. Faridpur in Bangladesh.

	Mars	Jupiter	Saturn
Given year	1860	1860	1860
Corr. for similar year	+ 79	+ 83	+ 59
Similar year	1939	1943	1919
Long for Feb 3.	7. 10° 0′	2 24° 9′	4 3° 16′
Degree correction	(—) 0.8	+ 1	(—) 1° 4
	7ˢ 9.2° 0′	2ˢ 25° 9′	4ˢ 2° 12′

	Sun	Mercury	Venus
Given year	1860	1860	1860
Cerrection for Similar year	+ 100	+ 100	+ 100
Similar year	**1960**	**1960**	**1960**

Similar year 1960 :	Sun Long	Mercury Days from conjuction with Sun	Venus Days from conjuction with Sun
Feb. 3rd, 4hr.	9^s 19° 52′	11.00	441.80
	+ 10	+ 3.16	3.16
	9 20 2	14.16	444.96
Degree Corr.	+ 39	(+ 115.88)	— 321·9
for (—100 yr.)	9^s 20° 41′	130.04	122.06
		— 23.60	= +31°
		106.44	9 20° 41
Degree Corr.		=(—) 11°.5	+ 31
		9^s—20° 41′	10^s—21° 41
		(–) 11 30	
		9^s 9° 11′	

Longitude 90.3E, Latitude 23.5N

Sidereal Time

	h.	m.	s.
1900 Feb 3rd 12 Noon (L.M.T.)	20	51	55
At 10 hour (L.M.T.)	(—) 2		
	18	51	54
Hence, Lagna	11^s	20°	14′
Correction for 1860	+	1	15
Actual Lagna	11^s	21°	19′

N. B. Ascendant (Lagna) in each of the older charts (Rasi Chakra of Sri Krishna and others) has been calculated accroding to Ptolami system (modus equalis), which is better for Astrological purposes.

Mina Mrsha Vrisha →

Lagna (Ascdt)		Moon	Jupiter
Venus	Rasi Chakra		Ketu
Sun Merc. Rahu	RAM THAKUR		Saturn
	Mars		

Tula ←

Mina Mesha Vrisha →

Venus	Saturn	Jupiter Moon	Merc. Rahu Sun
	Navansa Chakra		
Lagna (Ascdt.	RAM THAKUR		
Ketu			Mars

Tula ←

July 13, Thursday midnight at Mathura (24.3 hr. July 14), 3230 BC. (Sri Krishna's birth date and time).

	Sun (Longitude Sid)	Days from conjuntion with Sun: Mercury days	Venus days
July, 26.78, 1971	4^s 11° 21.′6	34.18	549.08
For Jul. Cal. adjustment —5200 years (corr.)		+ 47.68	— 387 44
		81.86	161.64
Degree correction from Sun		— 19°.7	+ 39°
	Sun	4^s 11°.3	4^s 11°.3
		3^s 21°.6	5^s 20°.3

SIDEREAL OR NIRAYANA LONGITUDE OF PLANETS

(Superior) For 3230 B. C. July 13, Thursday. Midnight, Mathura (Birth of Sri Krishna)

Particluars	Mars	Jupiter	Saturn	Rahu
Given year	—3229 AD	—3229 AD	—3229 AD	—3229 AD
Correction for similar year	+4146	+5160	+5184	+5201
Similar year	1917	1931	1955	1979
	s ° ′	s ° ′	s ° ′	s ° ′
Long, for July 26.78 (=13.78 +13 days)	2 6 21	3 9 9	6 21 18	4 16 41
Degrec corr.	+ 0.° 24	— 1°.5	+ 1°.6	+ 2° 48
	s	s	s	s
Longitude	2 6° 45′	3 7° 39′	6 22° 54′	4 19° 29′
Actual (nearest degree)	2 13°	3 39°	6 19°	4 25°
Similar year AD.	1900	1907	1926	1923

July. 19 for 3228 B.C. as per Mr. B. V. Raman

	Mars	Jupiter	Saturn	Rahu
Given year	—3227	—3227	—3227	—3227
Corr. for similar year	+ 5146	+5160	+5184	+5208
Similar year	1919	1933	1957	1981
	s ° ′	s ° ′	s ° ′	s ° ′
Long for Aug. 1.78	2 22 40	4 29 9.6	7 14 31	3 7 41
Degree corr.	+ 0 24	— 1 30	+ 1 36	+ 2 48
Longitude	2 23 4	4 27 39.6	7 16.7	3 10 27
As per B.V. Raman's Ayànamsa (actual)	3 1 6	4 28 54	7 14 41	3 16 24

Sri Krishna's Birth Chart, July 13, 3230 BC.

Mina	Mesha	Vrisha	→	Mina	Mesha	Vrisha	→
		Ascdt. Moon	Mars	Saturn	Asc	Ketu	Moon Venus
Ketu	Rasi Chakra KRISHNA 13. 7. 3230 BC		Jupiter Merc.		Navansa Chakra		Sun Jupiter
			Sun Rahu	Mars Merc			
		Saturn	Venus		Rahu		
←		Tula	←			Tula	←

Sri Radha's Birth, July 2nd Sunday 3225 B C. = —3224 A D.

				Sun	Mereury	Venus
Given year				— 3224	— 3224	— 3224
Corr. for similar year				5200	5200	5200
Similar year				1976	1976	1976
					days	days
Long. for July	2	29°	23′		96.20	13.70
(2+13) or 15.25					+ 15.00	+ 15.00
—5200 years	+ 1	1	2′		+47.68	+ 196.48
	4ˢ	0°	25′		158.88	225.18 =
					—115.88	
					43 =	
					+ 25° 12′	+45°
					4ˢ 0° 25′	4 0 25
					4ˢ 25° 37′	5 15 25

	Mars		Jupiter		Saturu		Rahu	
Given year	— 3224		— 3224		— 3224		—3224	
Correetion for Similar year	5225		5243		5184		5208	
Similar year	2001		2019		1960		1984	
Long. for June (2+13) =15th	7	20°5	7	19°	8	21°	1	10°
Degree corr. on	(—)	18	(—)	5		(—) 2	+	8
	7ˢ	2.5	7ˢ	14°	8ˢ	19°	1ˢ	18°

Mina	Mesha	Vrisha	→
		Rahu	
	Rasi Chakra RADHA 2 7. 3225 BC.		
			Sun Merc.
Saturn	Moon Lagna Jupiter Mars. Ketu		Venus
		Tula	←

Mina	Mesha	Trisha	→
	Sun	Venus	Rahu
	Navansa Chakra		Lagna Moon Mars.
Ketu	Jupiter		Saturn Merc.
		Tula	←

Yudhistir's Birth 21st April 3231 BC. on Thursday at 12 hr. Noon (L.M.T.)

	Mars	Jupiter	Saturn	Rahu
Given yr.	—3230	—3230	—3230	—3230
Corrction for similar yr.	5146	5160	5184	5208
Similar yr.	1916	1930	1954	1978

Long. for May 4th	3ˢ26°		1ˢ26°		6ˢ12°		5ˢ10	
Dcgree Correction	(+) 6		(+) 1.5		(−) 2		(+) 2.8	
for Similar yr.	4	2	1	27.5	6	10	5	12.8
Anomaly correction	+	1	(−) 5			8	+	6
	4ˢ	3°	1ˢ	22°.5	6ˢ	2°	5ˢ	18°.8

	Sun	Mercury	Venus
Given yr.	3230	3230	3230
Correcion for similar yr.	5200	5200	5200
Similar yr.	1970	1970	1970

	Long.			Days fron conjuction with sun	Days from conjuction with sun
Long for 4th May	0	15	48	44.9	96.3
	+	4	4	+ 4.3	+ 4.3
	0	20	4	49.20	100.40
—5100 yr.	+1	1	45	47.68	196.48
	1	21	29	96.88	297.08

= (−) 21° = − 8°

+ 1	21	29	1	21	29
1	0	29	1	13	29

Mina Mesha Vrisha → Mina Mesha Vrisha →

Ketu		Sun Jupiter Merc. Venus			Moon	Venus	Rahu
	Rasi Chakra				Navansa Chakra		Sun Lagna Jupiter
	YUDHISTHIRA 21. 4. 3231 BC.		Lagna Mars	Merc.			
	Moon	Saturn	Rahu	Ketu		Moon Saturn	

← Tula ← Tula

Position of Inferior Planets on September 12th, Wednesday, 3140.B.C at Solar Eclipse time

		Sun			Mercury	Venus
Gregorian Similar					d	d
year 1961 sept,		4	14°	2′	9.60	435.90
+ 25.25 days	+	0	24	36	+ 25.25	+ 25.25
		5	8	38′	34.85	461.15
− 5100 years	(+)	1	2	33	+ 71.30	− 65.54
		6	11	11.6	106.15	395.61
				−5°6′	↓ ↓	↓ ↓
					− 5°.6′	(−) 43°
						or (−) 1° 13°
						+6ˢ 11° 11′.6

Long. of Mercury 6ˢ 6° 5′.6 of Venus 4ˢ 28° 11′.6

Inferior Planets on 9th November 3140 B.C

	Sun	Mercury	Venus
1961, Nov 0	6ˢ 14° 0′	70.60	496.90
22.25 days	+ 0 22 23	22.25	22.25
	7 6 23	92.83	519.15
− 5100 yer	—1 3 25	− 44.60	−65.54
	8ˢ 9° 48′	48.25	453.61
		= + 18°.5	= − 31°
		+ 8ˢ 9°.8	+ 8ˢ 9°.8
		8ˢ 28°.8	7ˢ 8°.3

Bhima's Birth 4th Feb 3230 BC. Saturday at 12hr. Noon L.M.T.

	Mars	Jupiter	Saturn	Rahu
Given year	—3229	—3229	—3229	—3229
Crrcetion for Similar yer	5225	5243	5184	5208
	1996	2014	1955	1979
Long. for Feb 16	10 5.°7	2 17°	6 27°.5	4 26°
Degree correction	7	0.5	(–) 2.5	4.5
	10 12°.7	2 16°.5	6 25°.5	5 0.5°
		+1	— 3.5	
		2 17°.5	6 22°	

	Sun	Mercury	Venus
Given yr.	—3229	—3229	—3229
Corr for similar yr.	5200	5200	5200
	1971	1971	1971

		Days from conjuction	Days from conjuction
Long for Feb 15th	10ˢ 3° 12′	105.35	388.6
Degree corr.	1 4 9	47.68	196.48
—5200	11 7 21	153.07	558.01
Adjusment for Noon	(–) 16	–116	= +0.1
			11ˢ 7° 37′
	11ˢ 7° 37′	37.03	11ˢ 7°.1 37′
		+ 11 2	
		11 7 32	
		11ˢ 25° 49′	

ADI SANKARACHARYA

Born on 22nd April Sunday 508 B.C. (−507 A.D.) Gregorian calender Adjustment 1993 (22+13)=35 i.e. May, 5th.

	Sun	Mercury	Venus
Given year	— 507 AD	— 507 AD	—507 AD
Corr. for similar year	+ 2500 yr.	+ 2500 yr.	+2500 yr.
Similar year	1993	1993	1993
		Days from conjn.	Days from conjn.
Gregorian similar year 1993 May 0.	0 15 54	102.7	322.5
+ 5 day (with 13 days adjustment)	4 51	+ 5	+ 5
	0 20 45	107.7	327.5
Correction for Noon	+ 17	0·25	0·25
	0 21 12	107.95	327.75
−2500 yrs	0 16° 28′	10.5	128.18
	1ˢ 7° 40′	118.45	365.93
		(−) 115.9	366=
Adjustment for cycle		2.55	
		or say 3=	
Converction into Degree		−2°	(−) 1ˢ 16° 12
for May 5th		(+) 1ˢ 7° 40	(+) 1 7 40
Sun		1ˢ 5° 40	11ˢ 21° 28′

	Mars	Jnpiter	Saturn	Rahu
Given yrs	—507 AD	—507 AD	—507 AD	—507 AD
Corr. for similar years	(+)2494	(+)2491	(+)2474	(+)2511
Similar yrs	1987	1984	1967	2004
	1ˢ 22°.6	8ˢ 19°.5	11ˢ 13°.6	0ˢ 17.°5
	(+) 3.4	(+)0 0.5	(+)0 0.5	0.25
Long for May 5	1ˢ 26°.0	8ˢ 20°.0	11ˢ 14°.1	0ˢ 17.°75

B.F.	1	26.0	8	20.0	11	14.1	0	17.75
Degree corr.		1.1		0.3		1.6		0.9
	1	27.1	8	20.3	11	15.7	0	18.65
Anomally corr.		8	(—)	2	(—)	3		+ 3
	2^s	35°.1	8^s	18°.3	11^s	12°.7	0^s	21°.65
Lagna	4^s	7°.40						
Moon	3^s	1°						

Mina	Mesha	Vrisha	→
Venus Saturn	Rahu	Sun Merc.	Mars
	Rasi Chakra ADI SANKARA 22. 4. 5080 BC.		Moon
			Lagna
	Jupiter	Kitu	
←		Tula	

Mina	Mesha	Vrisha	→
Sun	Katu		Lagna
Merc.	Navansa Chakra		Moon
Venus			
	Mars	Rahu	Jupiter
←		Tula	←

THE DATES ACCORDING TO HINDU TRADITION

Reference	Year B.C.	Date & Time (I. S. T.)	Week day	Tithi upto (I.S.T.)	Remarks
1. Yudhishthira	3231	Apri 21, Noon ;	Thursday	Full Moon	
2. Bhima	3230	Feb. 4, Noon ;	Saturday	Sukla 13th Tithi	
3. Sri Krishna (birth date)	3230	July, 13 (24hs. 20m),	Thursday	Krishna 8th Tithi (upto 24.5 hr.)	
4. Arjuna (birth day)	3229	January 1st.	Monday	Krishna 2nd.	
5. Sri Radha	3225	July, 2	Sunday	Sukla 8th.	
6. Rasa Festival	3222	Oct, 3	Friday	Full Moon (upto 28.53 hr I. S. T.)	
7. Kamsa slain	3218	Feb. 9	Ftiday	Krishna 14th (Phalgunil 15.72 hr)	
8. Jarasandha slain	3154	Sept. 30	Wednesday	Sukla 14th (dual fight with Bhima started on 17th Sept. 3152 B.C. Sukla 1st, continued for 14 days & nights)	
9. Rajasuya Yajna	3153	Feb. 26	Friday	Full Moon (Chaitra)	
10. Pandavas' exile starts	3153	May, 4	Wednesday	Krishna 8th	
11. Pandavas' exile ends	3140	May. 8	Tuesday	Krishaa 7th upto 15·23 hr.	
12. Pandavas appear in Virata's court.	3140	May. 31	Thursday	Full Moon (Asadha)	

Reference	Year B.C.	Date & Time (I. S. T.)	Weea day	Tithi upto (I.S.T.)	Remarks
13. Solar eclipse	3140	Sept. 12	Wednesday	New Moon upto 12·65 hr.	
14. Pandavas send army	3140	Oct. 31	Wednesday	Krishna 5th	
15. Duryodhana sends army	3140	Nov. 2	Friday	Kr. 7th, Magha Nakshatra	
16. Kurukshetra war starts	3140	Nov. 9	Sunday	New Moon commencement at 11·8 hr.	
17. Bhishma falls	3146	Nov. 18	Sunday	Sukla 9th	
18. Gita reported by Sanjaya	3140	Nov. 20	Tuesday	Sukla 11th	
19. Abhimanyu falls	3140	Nov. 21	Wednesday	Sukla 12th	
20. Jayadratha slain	3140	Nov. 22	Thursday	Sukla 13th	
21. Kurukshetra War ends	3140	Nov. 26	Monday	Krishna 2nd/3rd	
22. Uttarayan begins	3139	Jan. 14	Monday	at about 20·6 hr.	
23. Bhishma's death	3139	Jan. 15	Tuesday	Sukla 8th	
24. Aswamedha Yajna	3139	March, 23	Saturday	Full Moon (Chaitra)	
25. Kaliyuga (true) Commences	3103	Jan, 15	Friday	Full Moon (Magha)	
26. Solar eclipse	3103	Sept, 23	Thursday	New Moon upto 13·62 hr.	

27. Destruction of Jadus and Sri Krishna's demise,	3103	Oct, 1	Friday	Sukla 9th, Kartika (Akshaya Navami. Treta-Yuga-adyaa)
28. Dwarka engulfed by sea	3103	Oot, 7	Friday	Full Moon (Kartika)
29. Traditional Kaliyuga starts, Parikshitas' reign begins. (Kali-0)	3102	Feb. 18	Friday	Sukla 1st (Chaitra)
30. Nimbarka (birth date)	3087	Oct, 10	Saturday	Full Moon (16 hr.)
31. Kashmir's Saptarshi Era starts	3077	Feb. 12	Tuesday	Sukla 1st (Chaitra)
32. Buddha (birth date)	1886	Mar, 29	Wednesday	Full Moon
33. Legendary Vikramaditya (birth date)	548	Mar, 16	Thursday	Sukla 4th
34. Adi Sankara (birth date)	508 (Trd. Kali 2593)	April, 22	Sunday	Sukla 5th (26·8 hr)
35. Sri Chaitanya (birth date)	1486 A,D.	Feb. 18	Saturday	Full Moon (22.2 hr)
36. Sri Chaitanya (Merger in Tota Gopinath)	1533 A.D.	June, 29	Sunday	Sukla 7th (Asadha)

"Tota Goginath : There is evidence hcre of the demise of Sri Chaitainya—"

Legends of Jagannath by R.K. Das

The Variations of the argument 'Days from conjunction' i.e. 'd' of the mean planet with mean Sun.

Synodic period of the planet	Mercury (d) 115.88	Venus (d) 583.92
Variation of 'd' in		
+ 500 years	+ 2.1	+ 441.5, or − 142.42
− 500 "	− 2.1	− 441.5, or + 142.42
− 400 "	− 94.5, or + 21.38	− 119.7, or + 494.22
− 300 "	− 70.5, or + 45.28	− 381.7, or + 202.22
− 200 "	− 47.2	− 59.8
− 100 "	− 23.6	− 321.9, or + 262.02
− 2500 "	− 10.5	− 455.74,or +128.18
− 2900 "	− 104.9, or +10.98	− 575-44, or +8.48
− 3000 "	− 12.6	− 313.42, or +270.5
− 3900 "	− 109.2, or+ 6.68	− 290.70, or +293.22
− 5000 "	− 21.0	− 327.56. or +256.36
− 5100 "	− 44.6 or +71.28	− 65.54, or +518.38
− 5200 "	− 68.2, or+47.68	− 387.44, or +196.48

Periods of planets—The degree correction to the sid. Longitude

Mars		Jupiter	
Years	Degree	Years	Degree
79	0 .8	83	1 .0
442	0 .1	344	0 .1
- 5146	0 .4	5160	1 .5
- 5067	1 .2	5077	0 .5
- 3820	0 .8	− 4994	0. 5
- 2494	1 .1	− 2491	0 .3
- 5225	— 0 .4	− 4994	0 .5
- 5210	— 9 .0	− 3867	0 .1

Anomaly Limit (approx)

Mars	Jupiter
±22°.0	±6°.1

Saturn		Rahu	
Years	Degree	Years	Degree
59	1°.1	93	— 0°.05
324	— 0 .1	558	— 0 .30
— 5184	1 .6	5115	2 .80
— 5125	2 .7	— 5208	2 .80
— 5066	3 .8	— 5022	2 .80
— 2474	1 .6	— 2511	0 .9
— 3829	2 .3	— 3813	2 .0
		— 2418	0.9

Anomaly Limit (approx)

+ 6°.7 + 6°.5

Lagna-Malika Yoga in Astrology Termed CHAKRADHARA-MALIKA Yoga—Why ? A Nice Historical Clue.

Sri Krishna is also called Chakradhara for His best weapon Sudarshan Chakra is always in His hand ready for His command. In Sri Krishna's Birth Chart (called Rasi chakra) there is the best type of Lagna Malika Yoga formed by all the seven visible Planets arrayed serially from Lagna (Ascendant or 1st House) to the sixth house with the exalted Moon in Lagna (making Chandra Malika Yoga also). Mars (exalted in Navansa) in 2nd House Jupiter (exalted in Rasi and Navansa) and Mercury in 3rd House, Sun in the 4th (own) House with Rahu, Venus in the 5th House (in powerful Neechabhanga because of exaltation of Jupiter, the lord of exaltation House, of Venus), Saturn (exalted) in the 6th House, all arrayed like a garland (Mala). India's first Prime Minister had also Lagnamalika (Chakradhara Malika yoga) though in a weaker form without exaltation of any Graha (Graha is not however synonymous to planets. Sun, Moon, Rahu and Ketu are Grahas but not planets)

Rasis (Signs) of Zodiac

'Planets'	=	*Grahas*
Sun	=	*Ravi*
Moon	=	*Chandra*
Mercury	=	*Budha*
Venus	=	*Sukra*
Mars	=	*Mangala*
Jupiter	=	*Brihaspati*
Saturn	=	*Sani*
Asconding Node	=	*Rahu*
D. Node	=	Ketu

Rasis		Signs
Aries	0	*Mesa*
Taurus	1	*Vrisa*
Gemini	2	*Mithuna*
Cancer	3	*Karkata*
Leo	4	*Simha*
Virgo	5	*Kanya*
Libra	6	*Tula*
Scorpio	7	*Vrischika*
Sagittarius	8	*Dhanus*
Capricorn	9	*Makara*
Aquarius	10	*Kumbha*
Pisces	11	*Mina*

সংযোজনী / সংশোধনী

ভূমিকা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
2	৭	euripide	Euripides'
3	২১	উপাচারেই	উপচারেই
5	২৬	বিখ্যাত	বিখ্যাত 'ভারতে জ্যোতিষ চর্চা ও কোষ্ঠী বিচারের সূত্রাবলী' নামক
5	৩২	2. Mr	* Mr.
5	৩২	তার	তাঁর
6	৮	eliments	elements
6	৩৩	১৫৪	১৫৩
8	৪	শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীকৃষ্ণ'
9	২	মাননীর	মাননীয়
9	৩	ডঃ সুরজিং	ডঃ সুরজিৎ
9	৭	ধের্য	ধৈর্য

মূল গ্রন্থ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	২	,,	খৃঃ পূঃ
৩	১৩	৭	৬
৩	১৩	,, ৭৫-১৩০	খৃঃ পূঃ ৭৫—খৃঃ ১৩৮
৩	১৪	নববাহণ	গান্ধর্ববিদ্যা
৩	১৫	,,	খৃঃ পূঃ
৪	২২	Arin	Arrian
৫	২২/২৩	সন্যাসী	সন্ন্যাসী
৭	২	রাশিচক্রে মিথুনে গ্রহ নাই ম (মিথুনে)	
৭	৬	গোঁড়	যোগীন্দ্র
৭	১০	নগ্নে	লগ্নে
১০	৮	(৩ঃ ১৭)	(৭ঃ পৃষ্ঠা ১৬)
১১	১৮	পাওয়া	যায়
১২	২৪	শুক্রবার থেকে বা	থেকে
১৩	রাশিচক্রের নীচে (২)	১৭° ৩৮′	১৭° ৮′
১৩	ঐ (৪)	৭′	৩°
১৪	২৭	নয়নৈর্মা…	নয়নৈর্মো…
১৫	১৭	সময়ুক্তে	সমাযুক্তে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	২১	ধৰ্ম্মে	ধৰ্ম্ম
১৬	৬	২৯এ এপ্রিল	২১ এপ্রিল
১৬	২০	শুক্র ৪°, রবি ৪° বুধ ২১°	শুক্র ৭°, রবি ৭° বুধ ২৫°
২৩	৬	৩১৫২	৩১৫৪
২৪	১৭	নিকট 'গীতা'র	গীতা
২৭	২১	২য় শীর্ষ	হয় শীর্ষ
২৮	১২	ছত্র	ছত্র (১১)
৩০	২২	তৎপ্রসাদ্যদ্রুণে	তৎপ্রসাদাদ্রুণে
৩১	৯	বজ্রভৃতেঃ	বজ্রভৃতেঃ
৩১	১০	বন্ধনাৎ	বন্ধো মুচ্যতি বন্ধনাৎ
৩৪	৩১	ত্রিদর্ত্ত	ত্রিগর্ত্ত
৩৬	১৪	২৪ সত্য	২৮ সত্য
৩৭	১৩	দণ্ড প্রণেতার	দণ্ডপ্রণেতার
৩৭	২১	মনুষ্যত্ত	মনুষ্যত্ব
৪২	১৪	অক্রুরের	শতধন্বার
৪২	১৫	অক্রুর	শতধন্বা
৫০	১২	ভাবলয়	ভাবনায়
৫০	২৫	যায় না।	যায়।
৫২	৯	অযুক্তস্য	রযুক্তস্য
৫২	১৩	শিষ্যৎ	শিষ্য
৫২	১৪	তেটকাচর্য	তোটকাচার্য
৫২	১৭	মামলন্যভাক্	মামনন্যভাক্
৫৩	৫	বৃহং	বৃহৎ
৫৪	২	যোগিনদ্রাকে	যোগনিদ্রাকে
৫৬	১৯	ভাবষ্য	ভবিষ্য
৬০	২৫	কাশীরামর	কাশীরাম
৬৬	২৫	যঃ ম শত্রু	যঃ স শত্রু
৬৬	২৬	দর্শাভিদিনৈঃ	দর্শাভিদৈনৈঃ
৭১	৩২	3000 BC	3100 BC
৯০	শ্রীরাধার নবাংশ চক্র	'বু' (তুলায়)	'বু' (বংশচক্রে)
৯৩	২৩	শ্রীভময়	শ্রীশুভময়
৯৭	৫	যদুবংশেদুবতীর্ণস্য	যদুবংশেঽবতীর্ণস্য
৯৭	৬	শবচ্ছুতঃ	শরচ্ছতং
৯৯	৩	১৩৫৩ খৃঃ	১৫৩৩ খৃঃ
৯৯	৭	1534	1533

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	৯	L (Sidereal ......)	L′(Sidereal ......)
১০০	১৫	Draupad's	Draupadi's
		পরিশিষ্ট ৭	
১	৬	reign	reign (years)
৫	২	reign	reign (yrs.)
৫	২	(Christian era)	(Christian era) B.C
৫	১৫	*Andra*	*Andhra*
৭	২	reign	reign (yrs.)
৭	১৩	70 A. D	78 A. D
৯	২	(Christian era)	(Christian era) BC
১০	২	,,	,,
১১	২	,,	,,
১৪	৮	wishe's	wishes
১৪	৯	half-brother's	half-brothers
১৭	১২	51. Abhimanyu	52. PARIKSHITA.
১৭	৩৩	mecuing	meaning
১৭	৩৩	Lang	Long
১৭	৩৩	nighty	mighty
২১	১৩	surely	is surely
২৩	১৫	staetcd	started
২৯	১২	pandaba	Pandavas
৩১	২১	Varsa on	Varsa No.
৩২	১	Begins No.	Begins on
৩১	১৫	io	to
৩৩	২১	histary	history
৩৩	২৪	enthology	ethnology
৩৪	২৪	Sanrdrottus	Sandrocottus
৩৫	১১	foreion	foreign
৩৬	২৯	Sri.	Sri '
৩৭	৮	BISHNU	BHISHMA
		পরিশিষ্ট ৮	
৪৬	১২	3295 B. C	3225 B. C
৪৯	১১	(—3123 AD)	(—3153 AD)
৫০	১	May 8 Thursday	May 8 Tuesday
৫২	১৪	3130 BC	3140 BC

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৩	১৪	(3139 AD)	(—3139 AD)
৫৫	৩২	(b) Ture	(b) True
৫৭	১৫	90.3E , 23.5N	90°.3E, 23°.5N
৬১	১০	Trisha	Vrisha
৬১	Navansa Chakra	Jupiter	Jupster, Mercury. (in the same house)
৬১		Saturn, Merc.	Saturn
৬৩	২৪	28°.8	28°.3
৬৬	Rasi Chakra	Kitu	Ketu
৬৬	Navansa „	Katu	Ketu
৬৭	১০	Fiiday	Friday
৬৭	১০	Phalgunil	Phalguni
৬৭	১২	3152 BC.	3154 BC.
৬৮	১	Weea	Week
৬৮	৮	(3140 BC. Nov. 9) Sunday	Friday
৬৯	৫	Oot, 7	Oct, 7
৬৯	৫	Friday	Thursday
৭১	৫২	Planets	Planet
৭১	৫৩	Planets)	Planet).

Paris→Preyasi→Pyari

Itali→Itu-Alaya→Itwalya = Sun-temple রোম→রম = মনোরম

'+' (Cross as well as plus sign). the 1st consonant 'Ca' (ক) of Brahmi Script. This is the symbol of Creator (or Gernerator) Brahma (প্রজাপতি বা স্রষ্টা ব্রহ্ম) representing unified form of Prakriti (শক্তি) the horijental linee and Purusa (শিব), the vertical line (Siva-Saktyatmakam Brahma). Hence the '+' (csoss) is a holy symbol which is also manifest in the 'Swastika' (a modification of + sign), a very holy symbol used by the Hindus.

বিঃ দ্রঃ ১৯ পৃষ্ঠায় শ্রীরাধার নবাংশচক্রের কিছু ভুল তথ্য এবং ২১ পৃষ্ঠায় 'যুধিষ্ঠির—মহাপ্রস্থান অবধি' শীর্ষক তথ্যাগুলোর কিছু ভুল পরিশিষ্টে সংশোধিত হয়েছে।

N. B. দুর্গাস্তোত্র ঃ—কোক = বিষ্ণু। (পৃঃ ৩০) কোকমুখি = হে বিষ্ণুর সুন্দর মুখের মত মুখবিশিষ্টা। যিনি ভক্তকে বিষ্ণুমুখীন করেন। কোকনদ = প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম।